সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

# অ·আ·ক·খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব কী
উত্তরণ পর্ব কী
ট্রেড ইউনিয়ন কী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী
ব্যক্তিত্ব কী

সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ

ISBN 5-01-001403-3

# টীকা ও ব্যাখ্যা

**অজ্ঞাবাদ** — যে মতবাদ পৃথিবীকে জানার সম্ভাবনা আংশিকভাবে বা সমগ্রভাবে বাতিল করে।

**অদ্বৈতবাদ** — যে মতবাদের অভিমত হল এই যে সমস্ত অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত নীতি হল একটি উৎস: বস্তু বা অধ্যাত্ম।

**অধিবিদ্যা** — চিন্তনের এক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ডায়ালেকটিকসের বিপরীত। বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহকে অধিবিদ্যা গণ্য করে অমোঘ ও পরস্পর-নিরপেক্ষ বলে।

**অপেক্ষিকতাবাদ বা ব্যতিষঙ্গবাদ** — মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতা, প্রথাগততা ও বিষয়ীমুখতার এক ভাববাদী তত্ত্ব।

**অস্তিত্ববাদ** — সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, এর প্রবক্তারা মানুষকে সমাজের বিপ্রতীপে, এবং দার্শনিক জ্ঞানকে বিজ্ঞানের বিপ্রতীপে স্থাপন করেন।

**আত্মজ্ঞানবাদ** — এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী তত্ত্ব; এই তত্ত্ব অনুযায়ী কেবল আত্ম-রই অস্তিত্ব আছে, আর বিষয়গত

পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে একান্তভাবেই ব্যক্তিমানুষের মনে।

**ঈশ্বরবাদ** — জগতের এক নৈর্ব্যক্তিক প্রাথমিক কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। পৃথিবী সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন নিজের সহায়-সামর্থ্যের হাতে।

**একলেকটিকস বা সারগ্রাহিতা** — বিভিন্ন, এমন কি কখনও বা বিপরীত, দার্শনিক অভিমতকে ইচ্ছাকৃতভাবে তালগোল পাকানো।

**ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অঙ্গীয় অংশ, এবং যুগপৎভাবে এক সাধারণ সমাজবিদ্যাগত তত্ত্ব, সমাজের ক্রিয়া ও বিকাশ নির্ধারক সাধারণ ও বিশেষ নিয়মগুলি সম্বন্ধে এক বিজ্ঞান। সারগতভাবে তা হল সামাজিক ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সহজাত নীতিগুলির প্রয়োগ।

**জ্ঞানতত্ত্ব** (Gnosiology, epistemology) — জ্ঞান সম্বন্ধে এক মতবাদ, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দ্বিতীয় দিক।

**ডায়ালেকটিকস** — প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সেই বিজ্ঞান, যা বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহকে সব দিক নিয়ে পরীক্ষা করে। অধিবিদ্যার বিপরীত।

**তত্ত্ববিদ্যা** (Ontology) — সাধারণভাবে সত্তা সম্বন্ধে মতবাদ, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের প্রথম দিক।

**দর্শনে পক্ষভুক্তি** — দর্শনের এক বিষয়মুখ, সামাজিক-শ্রেণীগত অভিমুখীনতা, প্রধান প্রধান দার্শনিক ধারার সংগ্রাম আর প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির সংগ্রামের মধ্যে এক সংযোগ।

**দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন** — চৈতন্য ও সত্তার মধ্যে, চিন্তন ও

বস্তু, প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক সংক্রান্ত। দুটি দিক নিয়ে গঠিত — তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতত্ত্বগত।

**দৃষ্টবাদ** — বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, যার লক্ষ্য হল এমন এক 'বিজ্ঞানসম্মত' দর্শন সৃষ্টি করা, যা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের 'উর্ধ্বে' থাকবে। দৃষ্টবাদ অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। আজ এর প্রতিনিধিত্ব করেন রুডলফ কারনাপ, বারট্রান্ড রাসেল, হান্স রাইখেনবাখ প্রমুখরা।

**দ্বন্দ্ববিরোধ, দ্বান্দ্বিক** — যে কোনো গতির, বিকাশের এক আভ্যন্তরিক উৎস। দ্বন্দ্ববিরোধের তত্ত্ব হল ডায়ালেকটিকসের প্রাণকেন্দ্র।

**দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ** — এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি অঙ্গ; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার নিয়ামক নিয়মগুলি অবধারণার বিশ্বজনীন পদ্ধতি।

**দ্বৈতবাদ** — যে মতবাদে বস্তু ও চৈতন্যকে দুটি স্বতন্ত্র মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

**নানাত্ববাদ** — যে মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী এক প্রস্ত অসংবদ্ধ পদার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অদ্বৈতবাদের বিপরীত।

**নিয়তিবাদ** — যে মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে সমস্ত প্রক্রিয়া, মানুষের জীবন, আরম্ভে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতা, ভাগ্য বা নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

**নিয়ম** — ব্যাপারসমূহের এক আন্তর, সারগত, স্থিতিশীল, পৌনঃপুনিক ও আবশ্যিক পরস্পরসম্পর্ক। বিষয়গত নিয়মগুলির অবধারণাই সমস্ত বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

**নিরীশ্বরবাদ** — এক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মততন্ত্র, যা আত্মা,

ভগবান ও পরলোকে বিশ্বাস বাতিল করে, এবং সর্বপ্রকার ধর্মকে বর্জন করে।

**পদ্ধতি** — সত্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপারসমূহ অনুসন্ধান করার একটি উপায়। মার্কসীয় দর্শন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

**পদ্ধতিতত্ত্ব** — বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও পৃথিবীর রূপান্তরের পদ্ধতি সম্বন্ধে এক মতবাদ।

**প্রতিফলন** — পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে বস্তুনিচয়ের নিজস্ব গঠনকাঠামোর মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি প্রতিফলিত করার এক স্বকীয় গুণ। প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় চেতন ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যে, তথা সমাজেও, তার উচ্চতর রূপ হল চৈতন্য।

**প্রয়োগবাদ** — সত্যকে উপযোগিতার সঙ্গে একাত্ম করার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, উপযোগিতাকে একজন ব্যক্তিমানুষের বিষয়ীমুখ স্বার্থের পূরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আজ প্রয়োগবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন চার্লস পীয়র্স, উইলিয়াম জেমস্ ও জর্জ ডিউই।

**বস্তু** — যে বিষয়গত বাস্তব চৈতন্যের বাইরে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে থাকে ও তার দ্বারা প্রতিফলিত হয়।

**বস্তুবাদ** — ভাববাদের বিরোধী একটি প্রধান দার্শনিক ধারা। বস্তুবাদের বক্তব্য হল — বস্তুই মুখ্য এবং আত্মিক গৌণ। বস্তুবাদের স্বতঃস্ফূর্ত, অধিবিদ্যাগত ও স্থূল রকমফের আছে। এর উচ্চতর রূপ হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে এক সুসংগত বস্তুবাদী অভিমত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অঙ্গ।

**বিমূর্তন** — পদার্থসমূহের নির্দিষ্ট কিছু গুণ-ধর্ম কিংবা

সেগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক উপেক্ষা করে, একটিমাত্র গুণ-ধর্ম বা সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করা।

**বিষয়মুখ** — মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষ।

**বিষয়ীমুখ** — মানব চৈতন্য-নির্ভর।

**ভাবাদর্শ** — দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নীতিশাস্ত্রগত ও নান্দনিক এক মততন্ত্র, চূড়ান্ত বিশেষণে যা সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বার্থকে প্রকাশ করে।

**ভাববাদ** — এক দার্শনিক ধারা, যা দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুবাদের একেবারে বিপরীত। আত্মিক বিষয়টাই মুখ্য এই নীতি থেকে তা অগ্রসর হয়। বিষয়ীমুখ ও বিষয়মুখ ভাববাদের মধ্যে প্রভেদনির্ণয় করতে হলে, প্রথমোক্তটি পৃথিবীকে দাঁড় করায় ব্যক্তিগত চৈতন্যের ভিত্তির উপরে, এবং দ্বিতীয়োক্তটি মনে করে যে বাস্তবের ভিত্তি হল এক অ-বস্তুগত অধ্যাত্মা, এক ধরনের অতি-একক মন বা ঈশ্বর।

**মতান্ধতা** — মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থা, বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগের প্রয়োজন-নির্বিশেষে অপরিবর্তনীয় ধারণা ও সূত্র-ভিত্তিক চিন্তার ধরন।

**মানবিকবাদ** — একজন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মর্যাদা, তার অবাধ বিকাশ ও সুখের অধিকারের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনশীল এক মততন্ত্র।

**মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** — এক বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক মততন্ত্র, মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সৃষ্ট এবং লেনিনের দ্বারা সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত। মার্কসবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তা শ্রমিক শ্রেণীর বুনিয়াদি স্বার্থ প্রকাশ করে।

**শ্রেণীসমূহ, সামাজিক** — জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী, সামাজিক উৎপাদনের এক ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত ব্যবস্থায় যে স্থান তারা অধিকার করে তার দ্বারা, এবং সর্বোপরি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা যারা একে অপরের থেকে পৃথক।

**সংশয়বাদ** — যে মতবাদ বিষয়গত বাস্তবের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সুসংগত সংশয়বাদ আর অজ্ঞাবাদের মধ্যে তফাৎ সামান্যই।

**সত্য** — চিন্তায় বাস্তবের সঠিক প্রতিফলন, যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যাচাই হয় কর্মপ্রয়োগ দিয়ে।

**সফিস্ট** — সফিজম, বা কুতর্কের ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ, অর্থাৎ বিতর্কে বা যুক্তি উপস্থাপনায় ভাসা-ভাসাভাবে আপাত-ন্যায়সংগত, আপাত-মনোহর যুক্তির প্রয়োগ।

**স্বতঃপ্রণোদনাবাদ বা স্বেচ্ছাবাদ** — দর্শনে এক ভাববাদী ধারা, যা পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছুর মুখ্য ভিত্তি বলে গণ্য করে ইচ্ছাশক্তিকে।

**হাইলোজোইজম** — সকল বস্তুরই প্রাণ আছে, এই শিক্ষা।

# নামের সূচি

**আরিস্ততল** (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ও বহুমুখী পণ্ডিত, প্রাচীন কালের মহৎ চিন্তানায়ক, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

**ইব্‌ন রুশদ** (আভেরোস) (১১২৬-১১৯৮) — মধ্যযুগীয় আরবীয় দার্শনিক ও পণ্ডিত, আরিস্ততলের দর্শনের বস্তুবাদী উপাদানের বিকাশ করেছেন।

**ইব্‌ন সিনা** (আভিৎসেন্না) (৯৮০-১০৩৭) — মধ্যযুগীয় প্রাচ্য দার্শনিক, চিকিৎসক, পণ্ডিত।

**এঙ্গেলস** (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) — প্রলেতারিয়েতের নেতা ও শিক্ষক, মার্কসের সঙ্গে একত্রে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব, দ্বন্দ্ববাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সৃষ্টি করেন।

**কাণ্ট** (Kant), **ইমানুয়েল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক ও পণ্ডিত, জার্মান চিরায়ত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা।

**কোঁত** (Comte), **অগুস্ত** (১৭৯৮-১৮৫৭) — ফরাসী দার্শনিক, দৃষ্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

**জেমস্** (James), **উইলিয়াম** (১৮৪২-১৯১০) — মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, প্রয়োগবাদের বিষয়ীগত ভাববাদী দর্শনের প্রতিনিধি।

**থেলস** (আনুমানিক ৬২৪-৫৪৭ খ্রীঃ পূঃ) — প্রচীন গ্রীসের দর্শনের প্রথম ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধি।

**দেকার্ত** (Descartes), **রেনে** (১৫৯৬-১৬৫০) — ফরাসী দার্শনিক ও পণ্ডিত, দ্বৈতবাদের প্রতিনিধি।

**নীট্শে** (Nietzsche), **ফ্রিডরিখ** (১৮৪৪-১৯০০) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, স্বেচ্ছাবাদের পক্ষপাতী।

**প্লেটো** (৪২৮-৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিক, বিষয়গত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা।

**বার্কলি** (Berkeley), **জর্জ** (১৬৪৫-১৭৫৩) — ইংরেজ দার্শনিক, বিষয়ীগত ভাববাদী।

**মার্কস** (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের, দ্বন্দ্ববাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শনের, বৈজ্ঞানিক অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও শিক্ষক।

**লক** (Locke), **জন** (১৬৩২-১৭০৪) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক।

**লাও-জি** (৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন চীনের মহৎ দার্শনিক।

**লামেত্রি** (Lamettrie), **জুলিয়েন অফ্রে দ্য** (১৭০৯-১৭৫১) — ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক।

**লুক্রেটিয়াস কারাস** (৯৯-৫৫ খ্রীঃ পূঃ) — রোমক কবি ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

**লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ** (১৮৭০-১৯২৪) — রুশ ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

**সক্রেটিস** (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিক।

**সার্ত্র** (Sartre), **জাঁ-পল** (১৯০৫-১৯৮০) — ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক, অস্তিত্ববাদের বিষয়ীগত ভাববাদী দর্শনের প্রতিনিধি।

**স্পিনোজা** (Spinoza), **বেনেডিক্ট** (১৬৩২-১৬৭৭) — ওলন্দাজ বস্তুবাদী দার্শনিক।

**স্পেনসার** (Spencer), **হার্বার্ট** (১৮২০-১৯০৩) — ইংরেজ দার্শনিক, সমাজবিদ, মনস্তাত্ত্বিক, দৃষ্টবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

**হিউম** (Hume), **ডেভিড** (১৭১১-১৭৭৬) — ইংরেজ দার্শনিক, বিষয়ীগত ভাববাদের প্রতিনিধি।

## প্রচলিত কয়েকটি দার্শনিক পরিভাষা

**অংশ ও সমগ্র** — দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা বিষয়সমূহের এক সাকল্য ও সেগুলির ঐক্যসাধক বিষয়গত সংযোগের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং যার ফলে নতুন নতুন গুণ-ধর্ম ও সমানুবর্তিতা আত্মপ্রকাশ করে। এই সংযোগই সমগ্র হিসেবে, এবং বিভিন্ন বিষয়, তার অংশ হিসেবে পরিচিত। সমগ্রের গুণ-ধর্মগুলিকে তার অংশগুলির গুণ-ধর্মে পর্যবসিত করা যায় না। অজৈব সমগ্রগুলি (পরমাণু, কেলাস, প্রভৃতি) ও জৈব সমগ্রগুলি (জীববিদ্যাগত জীবাঙ্গগুলি, সমাজ) আত্ম-বিকাশমান।

**অচেতন** — ব্যাপক অর্থে, বিষয়ীর চৈতন্যে প্রতিফলিত নয় এমন সব মনোগত প্রক্রিয়া, ক্রিয়া ও দশার সামগ্রিকতা। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে,

অচেতনকে দেখা হয় মনের এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে, অথবা চৈতন্য ব্যাপারটি থেকে গুণগতভাবে পৃথক প্রক্রিয়াসমূহের এক প্রণালীতন্ত্র হিসেবে। যে সমস্ত একক ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণের প্রকৃত লক্ষ্য ও পরিণাম বিষয়ীদের দ্বারা উপলব্ধ নয়, সেগুলির চারিত্র্যনির্ণয় করার জন্যও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

**অজ্ঞাবাদ** (Agnosticism, গ্রীক agnōstos: অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় থেকে) — যে দার্শনিক মতবাদে বিষয়গত জগৎ, তার সারমর্ম ও নিয়মগুলি অবধারণা করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয় এবং বিজ্ঞানের ভূমিকাকে ব্যাপারসমূহের অবধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর উদ্ভব ঘটেছিল প্রাচীনকালে (সংশয়বাদ): ডেভিড হিউম ও ইমানুয়েল কাণ্টের মতবাদের বৈশিষ্ট্য; অজ্ঞাবাদী প্রবণতাগুলি আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনে কতকগুলি ধারার নমুনাসই (মাখবাদ, নব্য-দৃষ্টবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি)।

**অদ্বৈতবাদ** (Monism, গ্রীক monos: একাকী, এক-মাত্র থেকে ) — মহাবিশ্বের বহুবিধ ব্যাপারকে একটিমাত্র উপাদানে (চূড়ান্ত সারপদার্থ) পর্যবসিত করা যায়, এই মতবাদ। অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের (যা দুটি স্বতন্ত্র উপাদানের অস্তিত্ব ধরে নেয়) ও নানাত্ববাদের (যা উপাদানসমূহের নানাত্ব ধরে নেয়) বিপরীত। অদ্বৈতবাদের সর্বোচ্চ ও একমাত্র সুসংগত রূপ হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা এই মত পোষণ করে যে প্রকৃতির

সমস্ত বহুবিচিত্র ব্যাপার, সমাজ ও মানবচৈতন্য বিকাশমান বস্তুর উৎপাদ।

অধিবিদ্যা (Metaphysics, গ্রীক [ta] meta [ta] physika: পদার্থবিদ্যার পরে [কাজ] থেকে) — সত্তার ইন্দ্রিয়গোচরাতীত (অভিজ্ঞতার অনধিগম্য) নীতিসমূহ সম্বন্ধে এক দার্শনিক মতবাদ। মানসিকভাবে বোধগম্য সত্তার নীতিসমূহ সম্বন্ধে আরিস্টটলের রচনাটিকে রোডস-এর আন্দ্রোনিকাস (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) যে নামে অভিহিত করেছিলেন সেখান থেকেই কথাটির উৎপত্তি। আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনে, অধিবিদ্যা কথাটি দর্শনের সমার্থক হিসেবে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়; ২) যে দার্শনিক পদ্ধতি ডায়ালেকটিকসের বিপরীত এবং যা ব্যাপারসমূহকে গণ্য করে একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সেগুলির বিকাশের উৎস হিসেবে আভ্যন্তরিক বিরোধকে অস্বীকার করে।

অধিযন্ত্রবাদ (Mechanicism): বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির একপেশে এক নীতি, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে উপস্থাপিত, তাতে সমাজ ও প্রকৃতির বিকাশকে ব্যাখ্যা করা হয় বস্তুর গতির যান্ত্রিক রূপের নিয়মগুলি দিয়ে। অধিযন্ত্রবাদ উদ্ভূত হয়েছে বলবিদ্যা বা যন্ত্রনির্মাণ-বিদ্যার নিয়মগুলিকে পরম করে তোলার মধ্য থেকে, যার ফলে পৃথিবীর এক আধিবিদ্যক চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাপক অর্থে অধিযন্ত্রবাদ বলতে বোঝায় গতির কোনো

জটিল ও গুণগতভাবে পৃথক রূপকে এক সরলতর রূপে পর্যবসিত করা (সামাজিককে জীববিদ্যারূপে)।

**অনাপেক্ষিক, পরম** (Absolute, লাতিন absolutus: অ-শর্তসাপেক্ষ, সম্পূর্ণকৃত) ভাববাদী দর্শনে ও ধর্মে, সত্তার অ-শর্তসাপেক্ষ ও ত্রুটিহীন উৎস, যে কোনো সম্পর্ক বা শর্ত থেকে মুক্ত (আস্তিক্যবাদে ঈশ্বর, সর্বোচ্চ পরম সত্তা, নব্য-প্লেটোবাদে অনন্যসত্তা, ইত্যাদি)।

**অনুমান** — একক চৈতন্যের বৈশিষ্ট্যসূচক যুক্তিবুদ্ধির মানের ভিত্তিতে এক মানসিক ক্রিয়া, যা যুক্তিবিদ্যার নিয়মগুলির সঙ্গে অনেকখানি মেলে।

**অবধারণা** (Cognition) — সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগের বিকাশের দ্বারা নির্ধারিত চিন্তায় বাস্তবের প্রতিফলন ও পুনরুপস্থাপনের এক প্রক্রিয়া; বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া যার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়।

**অভিজ্ঞতাবাদ** (Empiricism, গ্রীক empeiria: অভিজ্ঞতা থেকে) — যে দার্শনিক ধারা, যুক্তিবাদের বিপরীতে, সত্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে। ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ (জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম, এর্নস্ট মাখ, যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ) অভিজ্ঞতাকে সংবেদনের এক সমাহারে

সীমিত করে, বিষয়গত বাস্তবই যে অভিজ্ঞতার ভিত্তি সে কথা অস্বীকার করে। বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ (ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, জন লক, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা) বিষয়গতভাবে বিদ্যমান বাহ্যিক জগৎকে দেখে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে। এর সীমাবদ্ধতার কারণ হল অভিজ্ঞতাকে, ইন্দ্রিয়জ অবধারণাকে অধিবিদ্যাগতভাবে পরম করে দেখা, এবং যুক্তিসহ অবধারণার (প্রত্যয়, তত্ত্ব) ভূমিকাকে খাটো করা।

**অসীম ও সসীম** — দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তাতে বিষয়গত পৃথিবীর দুটি বিপরীত ও অবিচ্ছেদ্য দিক প্রকাশ পায়। অসীম সামগ্রিকভাবে বস্তুর চারিত্র্যনির্ণয় করে, তার অসৃজনীয় ও অবিনাশী চরিত্র, গভীরতায় বস্তুর পরিমাণগত অফুরন্ততা এবং তার গুণ-ধর্ম, সংযোগ, সত্তার রূপ ও বিকাশের প্রবণতাগুলি নির্ণয় করে। সসীম নির্ণয় করে যে কোনো মূর্ত ব্যাপার বা বিষয়কে, যেগুলি নির্দিষ্ট কোনো স্থানিক ও কালগত গণ্ডির মধ্যে বিদ্যমান। সসীম হল অসীমের বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ, আর অসীম গঠিত হয় অসীম-সংখ্যক সসীম বিষয় ও ব্যাপার দিয়ে। সসীম সম্বন্ধে অবধারণার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পৃথিবীতে অসীম সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করছে।

**আত্ম-গতি** — ব্যবস্থায় এক আভ্যন্তরিকভাবে আবশ্যিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন, তার বিরোধগুলির দ্বারা নির্ধারিত।

**আপেক্ষিকতাবাদ, ব্যতিষঙ্গবাদ** (Relativism, লাতিন relativus: সম্পর্কসাপেক্ষ থেকে) — একটি পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতি, যার আসল কথা হল আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ও সাপেক্ষতাকে অধিবিদ্যাগতভাবে পরম করে তোলা, যার ফলে ঘটে বিষয়গত সত্য জানার সম্ভাবনা অস্বীকার, অজ্ঞাবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতাকে স্বীকার করে বটে, তবে বিষয়গত সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ ঐতিহাসিকভাবে সীমিত।

**আস্তিক্যবাদ** (Theism, গ্রীক theos: ঈশ্বর থেকে) — যে ধর্মীয় মতবাদে ঈশ্বরকে দেখা হয় এমন এক তুরীয় চূড়ান্ত সত্তা হিসেবে যা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবীর কর্মবিষয়ে এখনও জড়িত। সর্বেশ্বরবাদের প্রতিতুলনায়, আস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের তুরীয় প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরবাদের প্রতিতুলনায় তা এই মত পোষণ করে যে ঈশ্বর পৃথিবীতে এখনও সক্রিয়। উদ্ভবগতভাবে সম্পর্কিত ধর্মগুলির — জুডাইজম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

**ইচ্ছাবাদ, স্বতঃপ্রণোদনাবাদ** (Voluntarism, লাতিন voluntas: ইচ্ছা থেকে) — ১) দর্শনে এক ভাববাদী ধারা, ইচ্ছাকে যা সত্তার সর্বোচ্চ নীতি বলে গণ্য করে। এক স্বতন্ত্র মতধারা হিসেবে তা প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করে শোপেনহাউয়ারের দর্শনে; ২) যে ক্রিয়া-

কলাপ ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করে এবং যার বৈশিষ্ট্য হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ থেকে যথেচ্ছ সিদ্ধান্ত।

**ইসলাম** — সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ধর্মগুলির অন্যতম (খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি), এর অনুগামীদের বলা হয় মুসলমান এবং খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই ধর্ম আরব দেশে প্রবর্তন করেন মহম্মদ। আরবি রাজ্যজয়ের ফলে, এই ধর্ম মধ্যপ্রাচ্যে ও তার পরে দূরপ্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের প্রধান নীতিসমূহ বিধৃত আছে কোরানে। তার প্রধান ধর্মমত হল পরম সত্তা হিসেবে আল্লাহ ও তার পয়গম্বর হিসেবে মহম্মদের উপাসনা। এর প্রধান দুটি ধারা হল সুন্নিবাদ ও শিয়াবাদ।

**ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা** (Theology) — ঈশ্বরের অন্তঃসার ও ক্রিয়া সম্বন্ধে ধর্মীয় মতবাদসমষ্টি, সেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয় এমন এক ব্যক্তিগত ও পরম ঈশ্বর হিসেবে, যিনি দৈব রহস্যোদ্ঘাটনের ভিতর দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করান। কঠোর অর্থে, ঈশ্বরতত্ত্ব সাধারণত প্রযুক্ত হয় জুডাইজম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের ক্ষেত্রে। ঈশ্বরতত্ত্বের কর্তৃত্বমূলক চরিত্র ও মতান্ধ অন্তর্বস্তু মুক্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার নীতিগুলির সঙ্গে তাকে বেমানান করে তোলে।

**ঈশ্বরবাদ** (Deism), লাতিন deus: ঈশ্বর থেকে) — একটি ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ, তাতে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় এক বিশ্ব-মন হিসেবে, প্রকৃতির 'যন্ত্রটির' স্রষ্টা হিসেবে, যিনি তাকে উদ্দেশ্য দান করেছেন, তার নিয়মগুলি স্থির করে দিয়েছেন এবং তাকে গতি দিয়েছেন; কিন্তু এই মতবাদে প্রকৃতির আত্ম-গতির সঙ্গে ঈশ্বরের আর কোনো সম্পর্ক বা হস্তক্ষেপ (অর্থাৎ, দৈব কৃপা, অলৌকিক ঘটনা, ইত্যাদি) অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পথ হল বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। জ্ঞানালোকের চিন্তকদের মধ্যে ঈশ্বরবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মুক্তচিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

**উপমা** (Analogy, গ্রীক analogia: সমানুপাত, সাদৃশ্য থেকে) — বস্তু, ব্যাপার বা প্রক্রিয়াসমূহের কোনো কোনো দিক দিয়ে সাদৃশ্য। উপমামূলক অনুমান — কোনো বস্তু পরীক্ষা করে আহৃত ও অনুরূপ সারগত গুণ-ধর্ম ও গুণ-বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত একটি বস্তুতে স্থানান্তরিত জ্ঞান; এই ধরনের অনুমান বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলির অন্যতম উৎস। সত্তা-উপমা — রোমান ক্যাথলিক স্কলাস্টিকদের একটি প্রধান নীতি, তাতে বলা হয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারণা করা যায় তাঁর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব থেকে।

**উপস্তর, আধার** (Substratum, লাতিন substernere: তলায় বিস্তৃত হওয়া থেকে) — সমস্ত প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের অভিন্ন বস্তুগত ভিত্তি।

**কর্মপ্রয়োগ** (Practice, গ্রীক praktikos: সক্রিয় থেকে) — মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ বস্তুগত ক্রিয়াকলাপ; বিষয়গত বাস্তবকে আয়ত্ত ও রূপান্তরিত করা; সমাজ ও অবধারণার বিকাশের সার্বিক ভিত্তি। দুটি প্রধান ধরনের কর্মপ্রয়োগ হল বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন ও জনসাধারণের সামাজিকভাবে রূপান্তরসাধক, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ (শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ বিপ্লব, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)। ধরন ও অন্তর্বস্তু উভয় দিক দিয়েই কর্মপ্রয়োগ এক সামাজিক ব্যাপার। তার গঠনকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হল প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, প্রেষণা, উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, লক্ষ্যবস্তু, সাধিত্র ও ফল। অবধারণার ভিত্তি ও চালিকা শক্তি হিসেবে, কর্মপ্রয়োগ পরবর্তী তত্ত্বগত অধ্যয়নের জন্য বিজ্ঞানকে তথ্যগত উপকরণ যোগায়, এবং মানবচিন্তার গঠনকাঠামো, বিষয়গত আধেয় ও গতিমুখ নির্ধারণ করে। কর্মপ্রয়োগ হল সত্য জ্ঞানের মানদণ্ড। কর্মপ্রয়োগ সম্বন্ধে মার্কসীয় উপলব্ধি তার ভাববাদী ও সংশোধনবাদী ধারণা থেকে মূলগতভাবে পৃথক এইখানে যে মার্কসবাদ মানবচৈতন্য থেকে কর্মপ্রয়োগের লক্ষ্যবস্তুটির — বস্তুজগতের — স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে এবং জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে তা কর্মপ্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে। তত্ত্বের সঙ্গে এক

দ্বান্দ্বিক ঐক্য গঠনকারী কর্মপ্রয়োগ হল সেই ঐক্যেরই ভিত্তি। তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগের দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অত্যাবশ্যক নীতি।

**ক্রমবিকাশ** (Evolution, লাতিন evolutio: পাক খোলা থেকে) — ব্যাপক অর্থে সমাজে বা প্রকৃতিতে পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়া, তার গতিমুখ, পারম্পর্য, নিয়ম ও সমানুবর্তিতাগুলি; কোনো ব্যবস্থার পূর্ববর্তী দশায় অল্পবিস্তর দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনসমূহের ফল হিসেবে পরিগণিত এক নির্দিষ্ট দশা; সংকীর্ণ অর্থে, বিপ্লবের বৈপরীত্যে, মন্থর ও ক্রমান্বিত পরিমাণগত পরিবর্তন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ক্রমবিকাশ ও বিপ্লবকে বিকাশের দুটি পরস্পরনির্ভরশীল দিক হিসেবে গণ্য করে, এবং যে কোনো একটিকে পরম করে তোলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

**খ্রীষ্টধর্ম** — বিশ্বব্যাপী প্রচলিত তিনটি ধর্মের অন্যতম (বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামের পাশাপাশি)। তার তিনটি প্রধান শাখা আছে: রোমান ক্যাথলিকবাদ, অর্থোডক্সি ও প্রোটেস্টান্টবাদ। সমস্ত খ্রীষ্টান ধারা ও সম্প্রদায়ের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল মানুষ-দেবতা হিসেবে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস, যিনি বিশ্বত্রাতা ও পবিত্র ত্রয়ীর দ্বিতীয় পুরুষ। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রধান সূত্র হল ধর্মশাস্ত্র (বাইবেল, বিশেষত তার দ্বিতীয় অংশ নিউ টেস্টামেণ্ট)। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশ প্যালেস্টাইনে নিপীড়িতদের ধর্ম হিসেবে

খ্রীষ্টধর্ম দেখা দিয়েছিল ১ম শতাব্দীতে। শাসক শ্রেণীগুলি ক্রমে ক্রমে একে তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল: ৪র্থ শতাব্দীতে তা হয়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্যে প্রাধান্যশালী ধর্ম; মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় গীর্জা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পবিত্রতা দান করেছিল; এবং ১৯শ শতাব্দীতে, পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়, তা হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যতম প্রধান অবলম্বন; সমাজতন্ত্রের প্রতি তা বৈরি মনোভাব গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে পৃথিবীতে পরিবর্তিত শক্তির ভারসাম্য খ্রীষ্টীয় গীর্জাকে বাধ্য করেছিল তার কর্মধারা পরিবর্তন করতে, তার গোঁড়া মতগুলিকে, ধর্মাচরণ, সংগঠন ও কর্মনীতির আধুনিকীকরণ শুরু করতে।

**গঠনকাঠামো** (Structure, লাতিন structura: নির্মাণ, বিন্যাস, বন্দোবস্ত থেকে) — একটি বিষয়ের সেই সমস্ত স্থায়ী সংযোগের সাকল্য, যেগুলি তার অখণ্ডতা ও আত্মপরিচয়কে নিশ্চিত করে, অর্থাৎ, বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন চলাকালে তার প্রধান প্রধান গুণ-ধর্ম ধারণ।

**গঠনরূপ** (Formation) — ডায়ালেকটিকসের একটি মূল প্রত্যয়, যে প্রক্রিয়ায় কোনো বস্তুগত বা ভাবগত বিষয় গঠিত হয় তাকে বোঝায়। যে কোনো গঠনরূপই বিকাশের ধারায় সম্ভাবনার বাস্তবে রূপান্তরকে পূর্বানুমান করে।

গতি (Motion) — বস্তুর অস্তিত্বের ধরন, তার প্রধান গুণ; ব্যাপকতম অর্থে, সাধারভাবে পরিবর্তন, বস্তুগত বিষয়গুলির যে কোনো মিথস্ক্রিয়া। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে এই মত পোষণ করা হয় যে বস্তু ও গতি ঐক্যে স্থিত; গতি ছাড়া কোনো বস্তু নেই, ঠিক যেমন বস্তু ছাড়া কোনো গতি নেই। বস্তুর গতি অনাপেক্ষিক, পক্ষান্তরে যে কোনো বিরামই আপেক্ষিক ও গতির একটি উপাদান। (যেমন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে যে বস্তুটি বিরামের অবস্থায় রয়েছে সেটি তার সঙ্গে একত্রে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, ইত্যাদি)। গতি হল বিপরীতসমূহের এক ঐক্য: পরিবর্তন ও স্থিতিশীলতা (পরিবর্তন যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে), ধারাবাহিকতা ও ছেদ, অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিকের ঐক্য। গতির প্রধান রূপগুলির অন্তর্ভুক্ত হল যান্ত্রিক, পদার্থবিদ্যাগত (তাপ, বৈদ্যুত-চৌম্বক, অভিকর্ষীয়, পারমাণবিক ও আণবিক), রাসায়নিক জীববিদ্যাগত ও সামাজিক। বস্তুর গতির উচ্চতর রূপগুলি দেখা দেয় ঐতিহাসিকভাবে, আপেক্ষিকভাবে নিম্নতর রূপগুলির ভিত্তিতে এবং এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবর্তিত রূপে, সেগুলির নিজস্ব গঠনকাঠামো ও বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী; বস্তুর উচ্চতর রূপগুলি নিম্নতর রূপগুলি থেকে গুণগতভাবে পৃথক এবং সেগুলিতে পর্যবসিত হতে পারে না।

**গুণ** (Quality) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা প্রকাশ করে একটি বিষয়ের সেই সারগত নির্ধারকতাকে যেটি তাকে সেই বিষয় করে তোলে। গুণ হল বিষয়সমূহের এক বিষয়গত ও সার্বিক চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, সেগুলির গুণ-ধর্মের সামগ্রিকতার মধ্যে প্রকাশ পায়।

**গুণ-ধর্ম** (Property) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা বিষয়ের সেই দিকটিকে প্রকাশ করে যে দিকটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার প্রভেদ বা সাদৃশ্য নির্ণয় করে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই বিষয়টির সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

**চিন্তা, চিন্তন** (Thought, thinking) — মানুষের অবধারণায়, বিষয়গত বাস্তবের প্রতিফলনের সর্বোচ্চ পর্যায়। বাস্তব জগতের যে সমস্ত বিষয়, গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক অবধারণার ইন্দ্রিয়জ পর্যায়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে মানুষকে তা সক্ষম করে তোলে। মানবচিন্তার এক সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্র আছে এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। চিন্তার রূপ ও নিয়মগুলি অধীত হয় যুক্তিবিদ্যা দ্বারা, এবং তার ব্যবস্থাপ্রণালী অধীত হয় মনোবিদ্যা ও স্নায়ু-শারীরবৃত্তের দ্বারা। সাইবারনেটিকস চিন্তাকে বিশ্লেষণ করে কোনো মানসিক ক্রিয়ার কৃৎকৌশলগত মডেলিং এর উদ্দেশ্য নিয়ে।

**চেতনবাদ** (Animatism, লাতিন anima: শ্বসন, আত্মা থেকে) — এক নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রকৃতি বা তার বিভিন্ন অংশকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, এই বিশ্বাস; আদিম ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। অনেক বিজ্ঞানী চেতনবাদকে ধর্মের বিকাশে তার আগেকার, প্রাক-সর্বপ্রাণবাদী পর্ব বলে মনে করেন। যেমন সোভিয়েত গবেষক শ্‌তের্নবের্গ ('মানবজাতি-বিজ্ঞানের আলোকে আদিম ধর্ম', ১৯৩৬) আদিম ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তিনটি পর্যায় আলাদা করে দেখিয়েছেন: ১) এমন এক বিকীর্ণ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, যা সমগ্র প্রকৃতিকে চেতন করে (চেতনবাদ); ২) প্রকৃতিতে অ-বস্তুগত সত্তাসমূহ — 'অধ্যাত্মা' আবিষ্কার; ৩) একটি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস (সর্বপ্রাণবাদ)।

**চৈতন্য** (Consciousness) — দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ধারণা; চিন্তায় বাস্তবের এক ভাবগত পুনরুপস্থাপনা করার যে সামর্থ্য মানুষের আছে তাকে বোঝায়। মার্কসীয় দর্শনে, চৈতন্যকে দেখা হয় সত্তা সম্বন্ধে এক সচেতনতা হিসেবে, অত্যন্ত সংগঠিত বস্তুর এক গুণ-ধর্ম হিসেবে, বিষয়গত পৃথিবীর এক বিষয়ীগত ভাবরূপ হিসেবে, এবং বস্তুগতর বৈপরীত্যে ও তার সঙ্গে ঐক্যে ভাবগত হিসেবে; কথাটির সংকীর্ণ অর্থে, চৈতন্য হল মানসিক প্রতিফলনের চরম রূপ, যা সামাজিকভাবে বিকশিত মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ও ভাষার সঙ্গে যুক্ত,

উদ্দেশ্যপূর্ণ শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের ভাবগত দিক। চৈতন্য গড়ে উঠেছিল সামাজিক কর্মপ্রয়োগের ভিত্তিতে ও তার মধ্য দিয়ে। তার দুটি রূপ: একক (ব্যক্তিগত) ও সামাজিক। সামাজিক চৈতন্য হল সামাজিক সত্তার এক প্রতিফলন; তার রূপগুলির মধ্যে আছে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, নৈতিকতা, ধর্ম, রাজনীতি ও আইন।

**ছায়াপথ** (Galaxy) — বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ সংক্রান্ত নীহারিকা, আন্তঃনাক্ষত্র গ্যাস ও ধূলি দিয়ে গঠিত এক প্রণালী, একটিমাত্র সমগ্রে গতিশীলভাবে সংযুক্ত। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা এই মত পোষণ করে যে নক্ষত্রগুলি ছায়াপথ জুড়ে অসমভাবে বণ্টিত। একটি প্রণালী হিসেবে ছায়াপথের আকৃতি একটা বিশাল উপবৃত্তের (চাকতি) মতো, প্রতিসাম্যের সমতলের দিকে চাপা (এক পাশ থেকে, চাকতিটি দেখা যায় আকাশগঙ্গা হিসেবে)। ছায়াপথের সর্পিল গঠনকাঠামো ও তার অক্ষপথে তার আবর্তন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এই আবর্তন জটিল ও কোনো ঘন বা তরল পদার্থের কোনো আদর্শ ধরনের আবর্তনে তাকে পর্যবসিত করা যায় না। ছায়াপথ যে সময়ে তার অক্ষপথে পুরো এক পাক ঘোরে সেই ছায়াপথীয় এক বছর সূর্যের নিকটস্থ অধিকাংশ পদার্থের পক্ষে স্থায়ী হয় প্রায় ১৯ কোটি বছর। এই গতিতে সূর্যের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৩০ কিলোমিটারে

পেঁছিয়। নক্ষত্রটির ধরন ও ছায়াপথীয় কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব সাপেক্ষে নক্ষত্রগুলির কক্ষপথীয় কালপর্বের পার্থক্য ঘটে।

আমাদের ছায়াপথ বহু ছায়াপথের বিশাল এক প্রণালীর তথাকথিত অধি-ছায়াপথের অংশ, তার অনুসন্ধান সবে শুরু হচ্ছে।

জাত (caste) — লোকেদের বদ্ধ মৌলিক গোষ্ঠী, সেগুলির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট সামাজিক ক্রিয়া, বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশার দ্বারা পৃথকীকৃত (সেগুলির সদস্যরা নির্দিষ্ট নৃজাতিগত ও কখনও বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত হতে পারে)। বিভিন্ন জাত একটা সোপানতন্ত্রস্বরূপ, বিভিন্ন জাতের মধ্যে মেলামেশা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। প্রাচীন জাতগুলির (সামাজিক পদমর্যাদা-বিভাগ) অস্তিত্ব ছিল কোনো কোনো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে (প্রাচীন মিশর, ভারত, পেরু ও অন্যান্য দেশে)। ভারতে হিন্দুধর্মের ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সমাজের বর্গ-বিভাজন সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০-এর দশকে ভারতে ছিল প্রায় ৩,৫০০ জাত ও উপজাতি।

ভারত প্রজাতন্ত্রের ১৯৫০ সালের সংবিধানে সকল জাতের সমানাধিকার ও 'অস্পৃশ্যদের' আইনগত সমানাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জাত বলতে অনন্যসংস্রব একটি সামাজিক

গোষ্ঠীকেও বোঝায়, যেমন ভূম্যধিকারী সম্ভ্রান্তজনের জাত বা বুর্জোয়া সমাজে অফিসারদের জাত।

**জ্ঞান** — বাস্তব সম্বন্ধে মানুষের অবধারণার ব্যবহারিকভাবে পরীক্ষিত ফল, মানবচিন্তায় তার সঠিক প্রতিফলন।

**জ্ঞান-তত্ত্ব** (Gnoseology বা epistemology, গ্রীক gnosis বা episteme: জ্ঞান থেকে) — দর্শনের যে বিভাগে অধ্যয়ন করা হয় অবধারণার সমানুবর্তিতা ও সম্ভাবনা, বিষয়গত বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের (সংবেদন, পুনরুপস্থাপন, ধারণা) সম্পর্ক, অবধারণা প্রক্রিয়ার পর্যায় ও রূপগুলি এবং তার সত্যতা ও প্রামাণিকতার শর্ত ও মানদণ্ড। জ্ঞান-তত্ত্বে ভাববাদ ও বস্তুবাদ হল দুটি প্রধান ধারা। ভাববাদ অবধারণাকে পর্যবসিত করে এক 'বিশ্ব অধ্যাত্মার' দ্বারা আত্ম-অবধারণায় (হেগেল) অথবা 'সংবেদনসমূহের এক সমাহার' বিশ্লেষণে (বার্কলে, মাখবাদ)। অস্বীকার করে বস্তুনিচয়ের অন্তঃসার বোঝার সম্ভাবনাকে (হিউম, কাণ্ট, দৃষ্টবাদ), বাতিল করে দার্শনিক বিজ্ঞান হিসেবে জ্ঞান-তত্ত্বকে (নব্যদৃষ্টবাদ, ভাষাতত্ত্বীয় দর্শন)। বস্তুবাদ ধরে নেয় যে জ্ঞান হল বস্তুজগতের এক প্রতিফলন (ডেমোক্রিটাস, বেকন, লক, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা)। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদ (আধিবিদ্যক ও অনুধ্যানমূলক) অবধারণা-প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিকতা উদ্ঘাটন করতে পারে নি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের

জ্ঞান-তত্ত্ব সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগকে জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যের মানদণ্ড বলে গণ্য করে। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কর্মপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধ বস্তুজগৎ, তার সংযোগ ও সমানুবর্তিতাগুলির এক প্রতিফলন। অবধারণা বিকশিত হয় 'জীবন্ত প্রত্যক্ষণ থেকে বিমূর্ত চিন্তায়, এবং তাই থেকে কর্মপ্রয়োগে' (লেনিন)। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির (নিরীক্ষা, আদল-নির্মাণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, প্রভৃতি) সামান্যীকরণ করে জ্ঞান-তত্ত্ব হয়ে ওঠে তার দার্শনিক-পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

**ডায়ালেকটিকস, দ্বন্দ্বতত্ত্ব, দ্বান্দ্বিকতা** — ব্যাপারসমূহের বিকাশ ও আত্ম-গতির মধ্যে সেগুলি সম্বন্ধে অবধারণার তত্ত্ব ও পদ্ধতি; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সবচেয়ে সামান্য নিয়মগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান; ডায়ালেকটিকস অধিবিদ্যার বিরোধী। ডায়ালেকটিকসের ইতিহাসে প্রধান পর্যায়গুলির মধ্যে আছে প্রাচীন চিন্তকদের (হেরাক্লিটাস) স্বতঃস্ফূর্ত, অতিসরল ডায়ালেকটিকস, নব্য প্লেটোবাদ-কর্তৃক (প্লোটিনাস, প্রোক্লাস) বিকশিত প্লেটোর ধারণার ডায়ালেকটিকস; জোর্দানো ব্রুনো ও কুসার নিকোলাসের দ্বান্দ্বিক শিক্ষা; ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের (কাণ্ট, ফিখটে, শিলিং, হেগেল) ডায়ালেকটিকস; ১৯শ শতাব্দীর রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের (গের্ৎসেন, বেলিনস্কি, চের্নিশেভস্কি) ডায়ালেকটিকস। আগেকার দার্শনিক

মতবাদগুলিকে সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্বিচার করার ভিত্তিতে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে বিশদ করেন মার্কস ও এঙ্গেলস, এবং তাকে বিকশিত করেন লেনিন। ডায়ালেকটিকসের প্রধান প্রধান মূল প্রত্যয়ের মধ্যে আছে বিরোধ, গুণ ও পরিমাণ, আপাতিকতা ও আবশ্যিকতা, সম্ভাবনা ও বাস্তব, ইত্যাদি; এর প্রধান নিয়মগুলি হল বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রাম, পরিমাণের গুণে রূপান্তর, ও নিরাকরণের নিরাকরণ।

তত্ত্ব (Theory, গ্রীক theoria: পরীক্ষা, অনুসন্ধান থেকে) — জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে মূল ভাবধারণাগুলির এক প্রণালীতন্ত্র; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি রূপ, যা বাস্তবের নিয়ম ও সারগত সংযোগগুলির এক অখণ্ড চিত্র উপস্থিত করে। তার সত্যতার মানদণ্ড ও তার বিকাশের ভিত্তি হল কর্মপ্রয়োগ।

**থিসিস, উপপাদ্য** (Thesis, গ্রীক thesis: প্রতিজ্ঞা, বক্তব্য থেকে) — ১) ব্যাপক অর্থে, যে কোনো যুক্তির ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বের উপস্থাপনা; সংকীর্ণ অর্থে, একটি মূল প্রতিজ্ঞা বা নীতি; ২) যুক্তিবিদ্যায়, প্রমাণসাপেক্ষ একটি প্রতিজ্ঞা।

**দশা, অবস্থা** (state) — বৈজ্ঞানিক অবধারণার একটি মূল প্রত্যয়, যা গতি-স্থিত বস্তুর বহুবিধ রূপে — যেগুলির সহজাত সারগত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক সহ —

প্রকাশ করার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। দশা সংক্রান্ত মূল প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় বস্তু ও ব্যাপারসমূহের পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য, যে পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত সেগুলির গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কেরই পরিবর্তন। এই সমস্ত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কের সামগ্রিকতাই একটি বস্তু বা ব্যাপারের দশা নির্ধারণ করে। সেই জন্যই, বস্তুসমূহ ও সেগুলির ব্যাবস্থাপ্রণালীর দশার এক চারিত্র্যনির্ণয় সেগুলির অন্তঃসার বোঝার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**দর্শন** — সামাজিক চৈতন্যের একটি রূপ, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথিবী সম্বন্ধে ও পৃথিবীতে মানুষের স্থান সম্বন্ধে ভাবধারণা ও অভিমতের এক প্রণালীতন্ত্র; পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অবধারণামূলক, মূল্যগত, নীতিশাস্ত্রীয় ও নন্দনতাত্ত্বিক মনোভাবকে পরীক্ষা করে। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সার্বিক নিয়মগুলির এক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অবধারণার এক সাধারণ পদ্ধতিতত্ত্ব। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, দর্শন শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সামাজিক বাস্তব-নির্ধারিত বলে, তা সামাজিক সত্তার উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, এবং নতুন নতুন আদর্শ, মান ও সাংস্কৃতিক মূল্য গঠন করতে সাহায্য করে। বাস্তবের প্রতি মানুষের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক মনোভাবের ভিত্তিতে স্থাপিত দর্শন বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক উদ্ঘাটন

করে। তার বুনিয়াদি প্রশ্নটি হল বস্তু ও অধ্যাত্মার মধ্যে, সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন, পৃথিবীর জ্ঞেয়তার প্রশ্ন, এবং ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্বস্তু হল বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম। ঐতিহাসিকভাবে রূপ পরিগ্রহ করা দর্শনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হল সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব। বহুবিধ দার্শনিক সমস্যার সমাধানে গড়ে উঠেছে বিপরীত সব মতধারা: ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা, যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ (অনুভূতিই সকল জ্ঞানের উৎস, এই দার্শনিক মত — অনুভূতিবাদ), প্রকৃতিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ, নিমিত্তবাদ ও অ-নিমিত্তবাদ, ইত্যাদি। দর্শনের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে প্রাচীন ভারত, চীন ও মিশরের দার্শনিক মতবাদগুলি; প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, বা দর্শনের ক্লাসিকাল রূপ (পারমেনিদস, হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, ডেমোক্রিটাস, ইপিকিউরাস, প্লেটো আরিস্টটল); মধ্যযুগীয় দর্শন — যাজকীয় দর্শন ও পরবর্তীকালে স্কলাস্টিক দর্শন; রেনেসাঁসের দর্শন (গালিলিও গালিলেই, বের্নার্দিনো তেলেসিও, কুসার নিকোলাস, জোর্দানো ব্রুনো); আধুনিক দর্শন (ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্ত, টমাস হবস, বেনেদিক্ত স্পিনোজা, জন লক, জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম, গটফ্রিড ভিলহেলম লেইবনিটস); ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ (জুলিয়েন অফ্রয় দলা সেত্রি, দেনিস দিদেরো, ক্লদ আদ্রিয়েন হেলভেতিয়াস, পল আঁরি হলবাখ); ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন (ইমানুয়েল কাণ্ট,

জন ফিখটে, ফ্রিডরিখ শিলিং, গিওর্গ হেগেল); লুডভিগ ফয়েরবাখের মতবাদ, মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক অভিমত গঠনে যার প্রবল প্রভাব ছিল; রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দর্শন (ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কি, আলেক্সান্দর গের্ৎসেন, নিকোলাই চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই দব্রোলিউবভ); আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনের প্রধান প্রধান ধারা (ভাববাদের প্রকারভেদ): নব্যদৃষ্টবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিতাবাদ, প্রপঞ্চবাদ, নয়া-টমবাদ। মার্কস ও এঙ্গেলস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় লেনিন-কর্তৃক বিকশিত মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক অবধারণার এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিতত্ত্বগত ও বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিত্তি।

**ধর্ম** — এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পৃথিবী সম্বন্ধে এক উপলব্ধি, এবং তদনুযায়ী আচরণ ও সবিশেষ ক্রিয়া (পূজা-তন্ত্র) যার ভিত্তি হল একজন ঈশ্বরের অথবা দেবতাবৃন্দের অস্তিত্বে. 'পরম পবিত্রের' অস্তিত্বে বিশ্বাস, অর্থাৎ কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃততে বিশ্বাস; 'মানুষের মনে সেই সমস্ত বাহ্যিক শক্তির কাল্পনিক প্রতিফলন, যে শক্তিগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যে প্রতিফলনে পার্থিব শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের রূপ পরিগ্রহ করে' (ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস)। ধর্মের আদিতম বহিঃপ্রকাশগুলি হল জাদু, টোটেমবাদ,

বস্তুরতি, সর্বপ্রাণবাদ, ইত্যাদি। ধর্মের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে উপজাতীয়, জাতীয়-রাষ্ট্রিক (নৃজাতিগত) ও বিশ্বব্যাপী (বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম) ধর্ম। ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অসহায়তা থেকে, এবং পরে, বৈরমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটায়, মানবজীবনে প্রাধান্যশালী স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক শক্তিগুলির সামনে তার অসহায়তা থেকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বলেছেন যে সমাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাবে, সমাজবিকাশের ফলে তা লোপ পেতে বাধ্য, শিক্ষা সেখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

**ধারণা, প্রত্যয়** (concept) — ১) চিন্তার একটি রূপ, তাতে প্রতিফলিত হয় বস্তু ও ব্যাপারসমূহের সারগত গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্কগুলি। প্রত্যয়গুলির প্রধান যুক্তিগত ক্রিয়া হল সমস্ত একক বৈশিষ্ট্য থেকে বিমূর্তনের মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীর বস্তুনিচয়ের অভিন্ন, সামান্য লক্ষণগুলি আলাদা করে বেছে নেওয়া; ২) যুক্তিবিদ্যায়, যে চিন্তার মধ্যে একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরস্থ বস্তুনিচয়কে অভিন্ন ও বর্গীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলির ভিত্তিতে সামান্যীকৃত ও অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা করা হয়।

**ধ্যান, গভীর চিন্তন** (Meditation), লাতিন meditatio: অনুচিন্তন থেকে) — যে মানসিক ক্রিয়া

একজন ব্যক্তিকে অন্তর্দর্শন ও গভীর মনোনিবেশের দশায় উপনীত হতে সক্ষম করে। ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিটির দেহ আততিমুক্ত, শিথিল থাকে, সে ভাবাবেগের কোনো চিহ্ন দেখায় না, এবং বাহ্যিক বিষয়সমূহ লক্ষ করে না। ধ্যানের পদ্ধতিগুলি বহুবিধ। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে, বিশেষত যোগে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; প্রাচীন গ্রীসে তা ব্যবহৃত হত পিথাগোরীয় মতবাদে, প্লেটোবাদে ও নব্যপ্লেটোবাদে; সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের এবং কিছু পরিমাণে অর্থোডক্স ও রোমান ক্যাথলিকবাদের বৈশিষ্ট্য। ধ্যান ও তার মনো-ভৈষজ দিকগুলিতে আগ্রহ হল মনোবিকলনের কয়েকটি ধারার (কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং) বৈশিষ্ট্য।

**নির্নিমিত্তবাদ** (Determinism, লাতিন determinare: স্থির করা, সীমা নির্দেশ করা থেকে)— সমস্ত ব্যাপারের বিষয়গত ও নিয়ম-শাসিত আন্তঃসংযোগ ও কার্য-কারণগত নির্ভরশীলতার দার্শনিক মতবাদ; বিশ্বজনীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ যাতে অস্বীকার করা হয় সেই অ-নির্নিমিত্তবাদের বিপরীত।

নিয়তিবাদ (Fatalism, লাতিন fatum: নিয়তি, ভাগ্য থেকে) — পৃথিবীতে সব ঘটনাই আগে থেকে স্থিরীকৃত, এই বিশ্বাস; এক নৈর্ব্যক্তিক নিয়তিতে বিশ্বাস (প্রাচীন স্টোয়িকবাদ) অথবা দৈব অদৃষ্টতে বিশ্বাস (বিশেষভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য), ইত্যাদি।

**নিয়ম** — প্রকৃতি ও সমাজের ব্যাপারসমূহের মধ্যে এক আবশ্যিক, সারগত, স্থিতিশীল ও পুনঃসংঘটনশীল সম্পর্ক। নিয়মের ধারণাটি অন্তঃসারের ধারণার সমরূপ। নিয়ম হল 'সমানুবর্তিতার একটি রূপ' (এঙ্গেলস), কেননা তা এক নির্দিষ্ট ধরনের বা শ্রেণীর সকল ব্যাপারে সহজাত সামান্য সম্পর্ক ও সংযোগগুলিকে প্রকাশ করে। নিয়মগুলির তিনটি প্রধান গোষ্ঠী আছে: সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ (যেমন বলবিদ্যায় বেগমাত্রার গঠনবিন্যাসের নিয়ম); বড় বড় গোষ্ঠীর ব্যাপারসমূহের সামান্য নিয়ম (যেমন শক্তি সংরক্ষণ ও রূপান্তরণের নিয়ম, বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম); ও সার্বিক নিয়ম (দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম)। সামান্য ও বিশেষ নিয়মগুলির মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগ আছে; সামান্য নিয়মগুলি ক্রিয়া করে বিশেষ নিয়মগুলির মধ্য দিয়ে, আর বিশেষ নিয়মগুলি হল সামান্য নিয়মগুলিরই বহিঃপ্রকাশ। নিয়মগুলি বিষয়গত এবং সেগুলির অস্তিত্ব মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষ। নিয়মগুলি সম্বন্ধে অবধারণাই বিজ্ঞানের কর্তব্যকর্ম, তা মানুষের দ্বারা প্রকৃতি ও সমাজের রূপান্তরসাধনের ভিত্তি স্থাপন করে।

**নিরীশ্বরবাদ** (Atheism, গ্রীক atheos: নিরীশ্বর থেকে) — ঈশ্বরে অবিশ্বাস; একটি দেবতার অস্তিত্ব ও তাই ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচার শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষার একটি উপাদান।

**পক্ষভুক্তি** (Partisanship) — দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা — ১) একটি রাজনৈতিকদলের সদস্যপদ; ২) এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের এমন এক ভাবাদর্শগত অভিমুখীনতা, যা নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহ বা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং প্রকাশ পায় বিজ্ঞান ও শিল্পের সামাজিক প্রবণতাসমূহে তথা ব্যক্তিগত মনোভাব ও অবস্থানে। ব্যাপক অর্থে, তা মানবিক আচরণের নীতি, সংগঠনগুলির কাজকর্ম, এবং রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামকে বোঝায়। দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা হল বিকশিত শ্রেণীগত বিপরীতসমূহের ফল ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি; রাজনৈতিক পার্টিগুলির কাজকর্মের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক ইচ্ছাকৃত ও প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত নীতি, যা বোঝায় বাস্তবের এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার এক সংমিশ্রণকে; সেই স্বার্থ অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থানুগ ও ইতিহাসের বিষয়গত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টি বিষয়ীমুখতা, অ-দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ-লোপ, ও ভাবাদর্শগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী মতবাদগুলির বিরোধিতা করে এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দৃঢ়পণ সমালোচনা, ক্রিয়াকলাপের সকল ক্ষেত্রে এক পার্টিগত, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানায়।

**পদ্ধতি** (Method, গ্রীক methodos: অনুসন্ধান, তত্ত্ব, মতবাদের পন্থা) — কোনো লক্ষ্য অর্জন বা একটি মূর্ত-নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের পন্থা বা প্রক্রিয়া; বাস্তবের ব্যবহারিক বা তত্ত্বগত আত্তীকরণে (অবধারণায়) ব্যবহৃত এক প্রস্ত কলাকৌশল বা ক্রিয়া। দর্শনে পদ্ধতি হল সেই প্রণালী, যার মধ্যে দার্শনিক জ্ঞানের এক প্রণালীতন্ত্র সুবিবদ্ধ ও প্রতিপাদিত হয়। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের পদ্ধতি হল বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস।

**পদ্ধতিতত্ত্ব** (Methodology) — ক্রিয়াকলাপের গঠনকাঠামো, যৌক্তিক সংগঠন, পদ্ধতি ও উপায় সম্বন্ধে এক মতবাদ; বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব — বৈজ্ঞানিক অবধারণার নীতি, রূপ ও প্রণালীসমূহ সম্বন্ধে এক মতবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ঐতিহাসিক গবেষণার সাধারণ পদ্ধতিতত্ত্ব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিতত্ত্ব শুধু তত্ত্বগত অবধারণারই নয়, বাস্তবের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনেরও হাতিয়ার।

**পরম ভাব** (Absolute idea) — ভাববাদী দর্শনে, এক অতি প্রাকৃত ও অ-শর্তসাপেক্ষ আধ্যাত্মিক নীতির ধারণা, এমন এক অন্তঃসার যা প্রকৃতির জন্মের আগে থেকেই ছিল, এক নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা যা জন্ম দেয় বস্তুজগতের: প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও মানবচিন্তার।

**পরার্থবাদ** (Altruism, ফরাসী altruisme থেকে) — অপরের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ মনোযোগ।

অহংবাদের বিপরীত হিসেবে কথাটি প্রবর্তন করেছিলেন আউগুস্ত কোঁত।

**পরিমাণ** (Quantity) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা প্রকাশ করে বিষয়টির বাহ্যিক নির্ধারকতা: তার আকার, ত্রৈমাত্রিক আয়তন, তার গুণ-ধর্মগুলির বিকাশের মাত্রা, ইত্যাদি; পরিমাণে পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পেঁছলে, গুণে তা এক পরিবর্তন ঘটায়।

**পুনরুপস্থাপন, প্রদর্শন** (Representation) — ইতিপূর্বে দেখা একটি বিষয় বা ব্যাপারের ভাবরূপ (স্মরণ, অনুস্মৃতি) অথবা উৎপাদনশীল কল্পনা-সৃষ্ট এক ভাবরূপ; ইন্দ্রিয়জ প্রতিফলনের সর্বোচ্চ ভাবরূপবাহী রূপ।

**পৃথিবীর ভূকেন্দ্রিক (টলেমীয়) প্রণালী** — মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে পৃথিবী সম্বন্ধে এক নৃবিদ্যাকেন্দ্রিক ধারণা, তা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রীসে এবং স্থায়ী হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ দিক পর্যন্ত। ভূকেন্দ্রিক প্রণালী অনুযায়ী, গ্রহগুলি, সূর্য ও অন্যান্য গাগনিক পদার্থ চক্রাকার কক্ষপথের এক জটিল ছকে পৃথিবীর চার পাশে ঘোরে। পৃথিবীর ভূকেন্দ্রিক প্রণালী শেষ পর্যন্ত সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

**পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালী** — সৌরজগতের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল রেনেসাঁসের সময়ে (নিকোলাস কোপারনিকাস), তাতে সূর্যকে দেখানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় হিসেবে, গ্রহগুলি তার চারপাশে আবর্তিত হয়। সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় গীর্জা কর্তৃক প্রচারিত এই ধারণার উপরে আঘাত হেনেছিল যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে তা বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

**প্রণালীতন্ত্র, ব্যবস্থাতন্ত্র, ব্যবস্থা** (System, গ্রীক Systema: নানা অংশ দিয়ে গঠিত এক সমগ্র, এক সম্মিলন) — পরস্পর সম্পর্কিত ও আন্তঃসংযুক্ত উপাদানসমূহের এক সমষ্টি, যা এক অখণ্ড সমগ্র গঠন করে। প্রণালীগুলি বস্তুগত ও বিমূর্ত হতে পারে। প্রথমোক্তগুলি অজৈব (পদার্থগত, ভূতাত্ত্বিক, রাসায়নিক, প্রভৃতি) ও জৈবতে (সরলতম জীববিদ্যাগত প্রণালীতন্ত্র, জীবাঙ্গ, জনসমষ্টি, প্রজাতি, জীবপরিবেশ-প্রণালী) বিভক্ত; সামাজিক ব্যবস্থাগুলি (সরলতম পরিমেল থেকে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনকাঠামো পর্যন্ত) বস্তুগত জীবন্ত প্রণালীতন্ত্রগুলির এক-এক বিশেষ শ্রেণী। বিমূর্ত প্রণালীতন্ত্রগুলির মধ্যে আছে ধারণা, প্রকল্প, বিভিন্ন প্রণালীতন্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভাষাগত আকারীকৃত, যুক্তিগত প্রণালীতন্ত্র, ইত্যাদি। আধুনিক বিজ্ঞানে, প্রণালীতন্ত্রগুলি অধীত হয় প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, প্রণালীতন্ত্রের বহুবিধ বিশেষ তত্ত্ব, সাইবারনেটিকস

প্রণালীতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রণালীতন্ত্র বিশ্লেষণ, প্রভৃতির কাঠামোর মধ্যে।

**প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি** (Systems approach) — প্রণালীতন্ত্র হিসেবে বিষয়সমূহের পরীক্ষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগের পদ্ধতিতত্ত্বের একটি শাখা; গবেষককে তা বিষয়টির অখণ্ডতা উদ্ঘাটন করার দিকে, তার ভিতরকার বহুবিধ ধরনের সংযোগ নির্ণয় করা ও এক একীকৃত তত্ত্বগত চিত্রের মধ্যে এগুলিকে একত্র করার দিকে অভিমুখী করে। প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয় জীববিদ্যা, জীবপরিবেশবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সাইবারনেটিকস, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতিতে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তার মূলনীতিগুলিকে তা মূর্ত-নির্দিষ্ট করে।

**প্রতিরূপ, ভাবরূপ** (Image) — ১) মানবচৈতন্যে বস্তুজগতের বিষয় ও ব্যাপারসমূহের প্রতিফলনের এক ফল বা ভাবগত রূপ। অবধারণার ইন্দ্রিয়জ পর্যায়ে, প্রতিরূপগুলি সম্পর্কিত থাকে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও পুনরুপস্থাপনের সঙ্গে; এবং মানসিক পর্যায়ে, সম্পর্কিত থাকে প্রত্যয়, বিচারগত সিদ্ধান্ত ও অনুমানের সঙ্গে। ব্যবহারিক ক্রিয়া, ভাষা ও বিভিন্ন চিহ্ন-আদলের বস্তুগত রূপে প্রতিরূপগুলি মূর্ত হয়। আধেয়র দিক থেকে প্রতিরূপ হল বিষয়গত, কেননা বিষয়কে তা

যথোপযুক্তভাবে প্রতিফলিত করে; ২) শৈল্পিক ভাবরূপ — কলাশিল্পে বাস্তবের আত্মীকরণের একটি ধরন ও রূপ, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ উপাদানসমূহ ও অর্থ পরস্পরগ্রথিত হয়।

**প্রত্যক্ষণ** (Perception) — এক অতি জটিল প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে জীবাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও প্রক্রিয়ণ করে, এবং যা লোককে বিষয়গত বাস্তব প্রতিফলিত করতে ও পারিপার্শ্বিক জগতে নিজের যথাস্থান খুঁজে পেতে সক্ষম করে। ইন্দ্রিয়জ প্রতিফলনের একটি রূপ হিসেবে, তার অন্তর্ভুক্ত হল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয়টির সনাক্তকরণ, তার পৃথক পৃথক দিকগুলি নির্ণয়ন, ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমঞ্জস তার অর্থপূর্ণ আধেয় সনাক্তকরণ এবং লক্ষিত বিষয়টির এক ভাবরূপ গঠন।

**প্রবণতা** (Tendency) — ১) কোনো ব্যাপার বা ভাবের বিকাশের গতিমুখ; ২) কলাশিল্পে, ক) শৈল্পিক চিন্তার একটি অঙ্গ: একটি শিল্পকর্মে ভাবাদর্শগত ও ভাবাবেগগত অভিমুখীনতা, সমস্যাবলী ও চরিত্রগুলি সম্বন্ধে রচনাকারের অভিমত ও মূল্যায়ন, ভাবরূপের এক প্রণালীতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত; খ) সংকীর্ণ অর্থে, রচনাকারের সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক পছন্দ-অপছন্দ যা ভাবরূপগুলিতে বিধৃত নয়, বাস্তবের এক বিষয়গত চিত্রণের লক্ষ্যে একটি বাস্তববাদী শিল্পকর্মে খোলাখুলি প্রকাশিত।

**বস্তু** (Matter) — 'এক দার্শনিক মূল প্রত্যয় যার দ্বারা বোঝায় সেই বিষয়গত বাস্তব যা... আমাদের সংবেদনগুলির দ্বারা প্রতিফলিত, অথচ সেগুলি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান' (লেনিন); সারপদার্থ: পৃথিবীতে প্রকৃতই বিদ্যমান গতির সমস্ত গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও রূপের আধার (ভিত্তি)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য ও চৈতন্যের ব্যাপারে বস্তুর মুখ্যতার নীতি থেকে শুরু করে। বস্তু অসৃজনীয় ও অবিনাশী, অসীম ও চিরন্তন। গতি হল বস্তুর এক সহজাত গুণ; বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-বিকাশ ও বিভিন্ন দশার পরিবর্তন। স্থান ও কাল হল বস্তুর সার্বিক বিষয়গত রূপ, এবং প্রতিফলন তার সার্বিক গুণ-ধর্ম। আধুনিক বিজ্ঞানে নিম্নলিখিত ধরনের বস্তুগত ব্যবস্থাতন্ত্র ও বস্তুর তদনুযায়ী গঠনকাঠামোগত স্তরগুলির কথা জানা আছে: প্রাথমিক কণিকা ও ক্ষেত্র, পরমাণু, অণু, বিভিন্ন আয়তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক পদার্থ, ভূতাত্ত্বিক ব্যবস্থাতন্ত্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ-অভ্যন্তরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ। বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্তুগত ব্যবস্থাতন্ত্র: সজীব বস্তু (আত্মপুনরুৎপাদনক্ষম) ও সামাজিকভাবে সংগঠিত বস্তু (সমাজ)।

**বস্তু** (Thing) — বস্তুগত বাস্তবের আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র ও স্থিতিশীল এক বিষয়।

**বস্তুবাদ** (Materialism, লাতিন materia: বস্তু, ভৌত পদার্থ থেকে) — যে দার্শনিক ধারায় ধরে

নেওয়া হয় যে পৃথিবী বস্তুগত, তার অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, চৈতন্যের বাইরে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে, বস্তুই মুখ্য, তা কারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নি এবং আছে বাহ্যিকভাবে, চৈতন্য, চিন্তন হল বস্তুরই একটি গুণ-ধর্ম; পৃথিবী ও তার নিয়মগুলি জ্ঞেয়। বস্তুবাদ ভাববাদের বিরোধী, এবং তাদের সংগ্রামই ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার আধেয়। 'বস্তুবাদ' কথাটি ১৭শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রধানত বস্তু সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাগত ধারণাগুলির অর্থে, এবং ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তা ব্যবহৃত হয়েছে দার্শনিক অর্থে, ভাববাদের বৈপরীত্যে। বস্তুবাদের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে প্রাচীন প্রাচ্যের বস্তুবাদী মতগুলি, প্রাচীনকালের বস্তুবাদ (ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস), রেনেসাঁস বস্তুবাদ (বের্নার্দিনো তেলেসিও, জোর্দানো ব্রুনো), ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর অধিবিদ্যক (অধিযন্ত্রবাদী) বস্তুবাদ (গ্যালিলিও গ্যালিলেই, ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, পিয়ের গাস্-সেন্দি, জন লক, বেনেদিক্ত স্পিনোজা), ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ (জুলিয়েন অফ্রয় দলা মেত্রি, ক্লদ অদ্রিয়েন হেলভেশিয়াস, পল আঁরি হলবাখ, দেনিস দিদেরো), নৃবিদ্যাগত বস্তুবাদ (লুডভিগ ফয়েরবাখ), রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বস্তুবাদ (ভিসসারিওন বেলিনস্কি, আলেক্সান্দর গের্ৎসেন , নিকোলাই চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই দব্রোলিউবভ)। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টি করেছিলেন ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং নতুন ঐতিহাসিক

পরিস্থিতিতে তাকে বিকশিত করেছিলেন লেনিন। বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিকাশের সমগ্র গতিধারাই দার্শনিক বস্তুবাদের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করে।

**বস্তুরতি বা অচেতনপদার্থাদিতে অন্ধ ভক্তি** (Fetishism, ফরাসী fétiche: বিগ্রহ, কবচ থেকে) — কুহকী গুণ-ধর্মের অধিকারী বলে পরিগণিত অচেতন পদার্থসমূহে ভক্তি। সমস্ত আদিম জনজাতির মধ্যে বস্তুরতি বহুল প্রচলিত ছিল, এবং আমাদের যুগে তার জেরগুলির মধ্যে আছে মন্ত্রপূত কবচ, তাবিজ, প্রভৃতিতে বিশ্বাস। আজকের দিনের ধর্মগুলিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়: মক্কার কালো পাথর (ইসলাম) বা ক্রুশ ও দেহাবশেষের (খ্রীষ্টধর্ম) প্রতি ভক্তি। মার্কস বস্তুরতি কথাটি অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন।

**বাস্তব** — যা প্রকৃতই বিদ্যমান; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়গত বাস্তব, অর্থাৎ বস্তু, আর বিষয়ীগত বাস্তব, অর্থাৎ চৈতন্য, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করে।

**বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক** — দার্শনিক মূল প্রত্যয়; বাহ্যিক সামগ্রিকভাবে বিষয়টির গুণ-ধর্ম এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়াকে প্রকাশ করে, এবং আভ্যন্তরিক প্রকাশ করে বিষয়টির গঠনকাঠামো ও অন্তঃসার; অবধারণায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রথমোক্তটি থেকে শেষোক্তটির দিকে এক অগ্রগতি।

**বিকাশ** — বস্তু ও চৈতন্যের অমোঘ লক্ষ্যগত ও নিয়ম-শাসিত পরিবর্তন, সেগুলির সার্বিক গুণ-ধর্ম। বিকাশের ফলে দেখা দেয় বিষয়টির, তার গঠনবিন্যাস ও গঠনকাঠামোর এক নতুন গুণগত দশা। প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিকাশ একটা সার্বিক নীতি। বিকাশের দুটি দ্বান্দ্বিকভাবে আন্তঃসংযুক্ত দিক আছে: ক্রমবিকাশমূলক, যার লক্ষণ হল বিষয়টিতে ক্রমান্বিত গুণগত পরিবর্তন, এবং বৈপ্লবিক, যার লক্ষণ হল বিষয়টির গঠনকাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন।

বিকাশ পরিবর্তনশীল, আরোহী ধারায় হতে পারে, এবং প্রতীপগতিশীল, অবরোহী ধারায় হতে পারে। বিকাশের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী মতবাদ হল কমিউনিস্ট নীতিতে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের তত্ত্বের দার্শনিক ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

**বিজ্ঞান** — মানবিক ক্রিয়াকলাপের একটি ক্ষেত্র যার কাজ হল বাস্তব সম্বন্ধে বিষয়গত জ্ঞান আহরণ ও তত্ত্বগতভাবে প্রণালীবদ্ধ করা; সামাজিক চৈতন্যের অন্যতম রূপ; নতুন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপ; ও একই সঙ্গে, এরূপ ক্রিয়াকলাপের ফল, জ্ঞানের সামগ্রিকতা, যা পৃথিবীর এক বৈজ্ঞানিক চিত্র গঠন করে; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পৃথক পৃথক শাখা। তার আশু লক্ষ্যগুলি হল তার আবিষ্কৃত নিয়মগুলির ভিত্তিতে বাস্তবের প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস করা। বিজ্ঞানের প্রণালীতন্ত্র

মোটামুটিভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও কৃৎকৌশলগত প্রণালীতন্ত্রে বিভক্ত। দর্শন, ভাবাদর্শ ও রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান সংযুক্ত, তা সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষভুক্তি-মূলক চরিত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিমূলক ভূমিকা নির্ধারণ করে। সমাজপ্রগতির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথমে আত্ম-প্রকাশ করার পর, বিজ্ঞান গড়ে উঠতে শুরু করে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে, ঐতিহাসিক বিকাশধারায় তা পরিণত হয় একটি উৎপাদনী শক্তিতে ও এক প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানে; সমাজের সকল ক্ষেত্রের উপর যার প্রভাব অনেক খানি। মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশ সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে এক বিপ্লবস্বরূপ। ১৭শ শতাব্দীর পর থেকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ (আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক তথ্য, গবেষণা কর্মীদের সংখ্যা) প্রতি ১০-১৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানের বিকাশ হল বিস্তৃত ও বৈপ্লবিক কালপর্বগুলির এক পর্যায়ক্রম, যখন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবগুলির ফলে তার গঠনকাঠামোতে, জ্ঞানের নীতিসমূহে ও মূল প্রত্যয় ও পদ্ধতিগুলিতে, তথা তার সংগঠনের রূপগুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল প্রভেদন ও সংবদ্ধতাসাধন প্রক্রিয়ার এক দ্বান্দ্বিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সময়ে, এক সংবদ্ধ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞান। পুঁজিবাদে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলিকে বেশির ভাগই ব্যবহার করা

হয় শাসক একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে। সমাজতন্ত্রে কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটা বড় ভূমিকা পালন করে, সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ত্রুটিহীন করে, এবং গঠন করে নতুন মানুষ; বিজ্ঞান এখানে জাতিব্যাপী পরিসরে পরিকল্পিত।

**বিপরীত** (Opposite) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তা একটি দ্বান্দ্বিক বিরোধের দিকগুলির একটিকে প্রতিফলিত করে।

**বিমূর্তন** (Abstraction, লাতিন abstractus: অপসৃত, প্রত্যাহৃত থেকে) — অবধারণার একটি রূপ, যার ভিত্তি হল একটি বস্তুর সারগত গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলির মানসিক একাত্মকরণ ও তার অন্যান্য, বিশেষ গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি থেকে অপসারণ; বিমূর্তন-প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এক সামান্য ধারণা; 'মানসিক' বা 'ধারণাগত' শব্দের সমার্থবোধক। প্রধান প্রধান ধরনের বিমূর্তনের মধ্যে পড়ে বিচ্ছিন্নকরণমূলক বিমূর্তন (যা নির্দিষ্ট ব্যাপারটিকে কোনো অখণ্ডতা থেকে আলাদা করে নেয়), সামন্যীকরণমূলক বিমূর্তন (যা ব্যাপারটির এক সামান্যীকৃত চিত্র উপস্থিত করে), এবং আদর্শীকরণ (যা বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক ব্যাপারটির প্রতিকল্প করে এক আদর্শীকৃত পরিকল্পকে)। বিমূর্তকে মূর্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়।

**বিরোধ, দ্বন্দ্ব** (Contradiction) (আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিদ্যায়) — একটি যুক্তি, বয়ান বা তত্ত্বে দুটি বক্তব্যের অস্তিত্ব, যার একটি অপরটিকে অস্বীকার করে; এই বক্তব্যগুলির একত্রমিলন বা তুল্যতার প্রমাণসাধ্যতা; ব্যাপকতর অর্থে, আপাতভাবে পৃথক বিষয়সমূহের ঐকাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। এখানে বিরোধ যুক্তিটির হেত্বাভাস অথবা সেই যুক্তির প্রস্থানসূত্রগুলির গরমিল দেখিয়ে দেয়। তত্ত্ব ও প্রতিজ্ঞাগুলিকে এক বিরোধে পর্যবসিত করে সেগুলিকে খণ্ডন করার জন্য, এবং পরোক্ষ প্রমাণ যোগানোর জন্যও এরূপ পরিস্থিতি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বিরোধের অনুপস্থিতি একটা আবশ্যিক দাবি।

**বিরোধ, দ্বন্দ্ব** (দ্বান্দ্বিক) (Contradiction) — একটি বিষয় বা প্রণালীতন্ত্রের বিপরীত, পারস্পরিকভাবে পরিহারকর দিকগুলির মিথস্ক্রিয়া, যে দিকগুলি একই সময়ে রয়েছে আভ্যন্তরিক ঐক্যে ও পরস্পর অনুপ্রবেশের অবস্থায়; এবং যেগুলি বিষয়গত পৃথিবী ও অবধারণার আত্ম-গতি ও বিকাশের উৎস। দ্বান্দ্বিক বিরোধের মূল প্রত্যয়টি বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়মের সারমর্মকে প্রকাশ করে এবং বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসে তা কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। দ্বান্দ্বিক বিরোধ তার বিকাশে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়: পার্থক্য, মেরুপ্রান্তিকতা, সংঘর্ষ, বৈরভাব এবং বিপরীতসমূহের একটির

অপরটিতে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়; সেই পর্যায়ে দ্বান্দ্বিক বিরোধের নিরসন হয় এবং প্রণালীতন্ত্রটি একটি গুণগত দশা থেকে আরেকটি গুণগত দশায় যায়। দ্বান্দ্বিক বিরোধগুলি হতে পারে বুনিয়াদি ও অ-বুনিয়াদি, সারগত ও অ-সারগত, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক (প্রণালীতন্ত্রের বিকাশের উপরে সেগুলির প্রভাবসাপেক্ষে), বৈরমূলক ও অ-বৈরমূলক।

**বিলুপ্তি, ধ্বংসসাধন** (Annihilation, লাতিন annihilare: নাস্তিতে পর্যবসিত করা থেকে) — পদার্থবিদ্যায় প্রাথমিক কণিকাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতিক্রিয়া, যাতে একটি কণিকা ও তার বিরুদ্ধ-কণিকার সংঘর্ষ ঘটে অন্তর্হিত হয়ে যায়, শক্তি নিঃসৃত করে অথবা অন্যান্য কণিকায় পরিণত হয়, যেগুলির সংখ্যা ও ধরন শক্তির নিত্যতার নিয়মের দ্বারা সীমিত। যেমন, এক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিলুপ্তি ফোটন নিঃসৃত করে, এবং এক জোড়া নিউক্লিয়ন ও অ্যান্টিনিউক্লিয়ন নিঃসৃত করে মেসন শ্রেণীর কণিকাসমূহ। বিপরীত প্রক্রিয়াকে বলা হয় জোড়া উৎপাদন।

**বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ববীক্ষা** (World outlook) — বিষয়গত পৃথিবীতে ও সেখানে মানুষের স্থান সম্বন্ধে, পারিপার্শ্বিক বাস্তব ও নিজেদের প্রতি জনগণের মনোভাব সম্বন্ধে, সামান্যীকৃত অভিমতের এক প্রণালীতন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে তাদের মতপ্রত্যয়, আদর্শ,

জ্ঞানের নীতিসমূহ ও এই সমস্ত অভিমত থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াকলাপের এক প্রণালীতন্ত্র। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক-ঐতিহাসিক, কৃৎকৌশলগত ও দার্শনিক জ্ঞান ও তৎসহ এক নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তা গঠিত; তার বাহক হল ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক গোষ্ঠী, যা বাস্তবকে দেখে এক নির্দিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়ে। তা বিরাট ব্যবহারিক গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের আচরণের মান, মৌল আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, কাজ ও দৈনন্দিন জীবনকে তা প্রভাবিত করে। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে, বিশ্ব দৃষ্টভঙ্গির এক শ্রেণীগত চরিত্র থাকে, এবং সামাজিক স্থানমর্যাদা ও জীবনের অবস্থার পার্থক্যকে তা প্রতিফলিত করে। অন্তর্বস্তু ও গতিমুখের দিক দিয়ে তা বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী বা ভাববাদী, নিরীশ্বরবাদী বা ধর্মীয়, বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। আজকের দিনের পৃথিবী কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক তীব্র সংগ্রামের দৃশ্যপট। পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের হাতিয়ার মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন যার মর্মকেন্দ্র, সেই কমিউনিস্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রাধান্যশালী হয়; শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনই কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শগত শিক্ষামূলক কাজের প্রধান উদ্দেশ্য।

**বিশ্বাসবাদ** (Fideism, লাতিন fides: বিশ্বাস থেকে) — একটি ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তাতে

যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসের প্রাধান্য দাবি করা হয়, ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য।

**বিশ্লেষণ** (Analysis, গ্রীক analyein: ভেঙে টুকরো করা থেকে) — ১) একটি সমগ্রকে বিভিন্ন উপাদানে মানসিকভাবে বা বাস্তবে ব্যবচ্ছেদ; বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের (উপাদানসমূহের একটি সমগ্রে মিলন) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; ২) সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমার্থবোধক; ৩) আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিদ্যায়, একটি যুক্তির যুক্তিবিদ্যাগত রূপের (গঠনকাঠামোর) নির্দিষ্টকরণ।

**বিষয়** — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, বিষয়ীর বা প্রয়োজকের বস্তুগত কর্মপ্রয়োগ ও অবধারণামূলক ক্রিয়াকলাপে যা তার সম্মুখীন হয় তাকে প্রকাশ করে। মানুষ ও তার চৈতন্যনিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান বিষয়গত বাস্তব হল ইতিহাসের ধারায় বিশদীকৃত বিভিন্ন রূপের ক্রিয়াকলাপ, ভাষা ও জ্ঞানে অবধারণাকারী ব্যক্তির পক্ষে একটি বিষয়।

**বিষয়ী, প্রয়োজক** (Subject, লাতিন subjectus: তলায় নিক্ষিপ্ত, নিচে নিহিত থেকে) — বস্তুগত কর্মপ্রয়োগ ও অবধারণার (একক বা সামাজিক গোষ্ঠী) বাহন, বিষয়ের দিকে চালিত ক্রিয়াকলাপের উৎস। বিষয়ীর সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্র প্রদর্শন করে মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে জনসাধারণই ইতিহাসের সত্যকার বিষয়ী বা প্রয়োজক।

**বিষয়ীগত, বিষয়ীমুখ** (Subjective) — বিষয়ীর বৈশিষ্ট্যসূচক, অথবা তার ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভূত কিছু; জ্ঞানের যে সমস্ত জায়গায় বিষয়টিকে ঠিক যথাযথভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে পুনরুপস্থাপিত করা হয় না, সেই রকম জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

**বিষয়ীবাদ, বিষয়ীমুখিতা** (Subjectivism) — বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধরন, যাতে প্রকৃতি ও সমাজের বিষয়গত নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করা হয়; ভাববাদের অন্যতম জ্ঞানতত্ত্বগত উৎস, রাজনীতিতে সংশোধনবাদ ও স্বতঃপ্রণোদনাবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

**বুর্জোয়া শ্রেণী** (Bourgeoisie) — পুঁজিবাদী সমাজের শাসক শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়ের মালিক, মজুরি-শ্রম শোষণ করে। তার আয়ের উৎস হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট পুঁজিপতিদের নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত, পুঁজিবাদী সমাজে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে বৃহৎ বুর্জোয়ারা। পুঁজিবাদের উঠতির সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল একটি প্রগতিশীল শ্রেণী। ১৬শ-১৯শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের আত্মপ্রকাশ ঘটায় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থায় তা পরিণত হয় সমাজপ্রগতির প্রধান

প্রতিবন্ধকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এক দ্বৈত ভূমিকা পালন করে: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু দেশে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ চলে যায় আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষে। সমাজতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তগুলি দূর করে।

**বৈরভাব** (Antagonism, গ্রীক antagonisma: প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংগ্রাম থেকে) — বৈরি শক্তি বা প্রবণতাগুলির এক অমীমাংসেয় সংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত বিরোধ। সমাজে বিপরীত শ্রেণীগুলির মধ্যে বৈরভাবের নিষ্পত্তি ঘটে শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

**বৈরমূলক বিরোধ** (Antagonistic contradiction) — শোষণমূলক শ্রেণীভিত্তিক সমাজগুলির উৎপাদন-প্রণালী ও সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যসূচক বিরোধের একটি রূপ; তার নিষ্পত্তি হয় সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বৈরমূলক বিরোধগুলি হল নিপীড়নকারী ও নিপীড়িতের, শোষক ও শোষিতের আপোসহীন স্বার্থের এক অভিব্যক্তি।

**ভাবগত, আদর্শ** (Ideal) — ১) চৈতন্যে প্রতিফলিত একটি বিষয়ের সত্তার ধরন (এই ক্ষেত্রে ভাবগতকে সাধারণত উপস্থিত করা হয় বস্তুগতর

বৈপরীত্যে); ভাবগতকরণের প্রক্রিয়ার এক ফল; একটি বিমূর্ত বিষয় যা পরীক্ষায় লব্ধ হয় না (যেমন 'ভাবগত গ্যাস' বা 'বিন্দু'); ২) একটা আদর্শের সঙ্গে মেলে এমন ত্রুটিহীন একটা কিছ।

**ভাববাদ** (Idealism, গ্রীক idea: রূপ বা মডেল থেকে) — যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদে বলা হয় যে অধ্যাত্মা, চৈতন্য, চিন্তন, মানসিক হল মুখ্য আর বস্তু, প্রকৃতি, পদার্থগত হল গৌণ ও বুৎপত্তিলব্ধ। সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে সম্পর্ক — দর্শনের এই বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে ভাববাদ হল বস্তুবাদের বিপরীত। এই মতবাদ দেখা গিয়েছিল ২,৫০০ বছরেরও আগে, আর দর্শনে দুটি বিপরীত শিবিরের একটির পরিচায়ক হিসেবে 'ভাববাদ' কথাটি প্রথম দেখা দিয়েছিল ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ভাববাদের প্রধান রূপ দুটি: বিষয়গত ও বিষয়ীগত। প্রথমোক্তটির বক্তব্য এই যে মানবচৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে এক চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক নীতি বিরাজ করে, আর শেষোক্তটি বিষয়ীর চৈতন্যের বাইরে কোনো বাস্তবের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা তাকে গণ্য করে তার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত একটা কিছু হিসেবে। চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক নীতিকে কীভাবে বুঝতে বলা হয়, তদনুযায়ী ভাববাদের রূপ বহুবিধ: এক সার্বিক ধীশক্তি (Panlogism বা সর্বযুক্তিবাদ) অথবা সার্বিক ইচ্ছাশক্তি (ইচ্ছাবাদ) হিসেবে, একটি আধ্যাত্মিক

পদার্থ (ভাববাদী অদ্বৈতবাদ) অথবা বহু আধ্যাত্মিক উপাদান হিসেবে (নানাত্ববাদ), এক যুক্তিসহ ও যুক্তিগতভাবে জ্ঞেয় নীতি হিসেবে (ভাববাদী যুক্তিবাদ), সংবেদনসমূহের বৈচিত্র্য হিসেবে (ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ ও ইন্দ্রিয়বাদ, প্রপঞ্চবাদ), কিংবা কোনো নিয়ম-শাসিত নয় এমন এক অযৌক্তিক শক্তি হিসেবে, যা বৈজ্ঞানিক অবধারণার একটি বিষয় হতে পারে না (অ-যুক্তিবাদ)।

শীর্ষস্থানীয় বিষয়মুখ ভাববাদীদের মধ্যে পড়েন: প্রাচীন দর্শনে প্লেটো, প্লোটিনাস ও প্রোক্লাস এবং আধুনিককালে ভিল্‌হেল্‌ম লেইবনিৎজ, ফ্রিডরিখ ভিল্‌হেল্‌ম শিলিং ও গিয়র্গ ভিল্‌হেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল। বিষয়ীমুখ ভাববাদ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম ও জোহান গটলিব ফিখ্‌টের (১৮শ শতাব্দী) মতবাদে। আমাদের যুগে বুর্জোয়া দর্শনে যে সমস্ত ভাববাদী ধারা প্রাধান্যশালী সেগুলির মধ্যে আছে নব্য দৃষ্টবাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রপঞ্চবাদ ও নব্যটমবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, সর্বপ্রকার ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকশিত হয়েছে ও হচ্ছে।

**ভাবাদর্শ** — রাজনৈতিক, আইনগত, নীতিশাস্ত্রগত, ধর্মীয়, নান্দনিক ও দার্শনিক মত ও ধারণাতন্ত্র, যা বাস্তবের প্রতি মানুষের মনোভাবের প্রকাশ ও মূল্যায়ন ঘটায়। শ্রেণীভিত্তিক সমাজগুলিতে, ভাবাদর্শের একটা

শ্রেণীচরিত্র থাকে, তা নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির স্বার্থ প্রকাশ করে ও লক্ষ্য নির্ণয় করে; তা বিশদীকৃত হয় পূর্ববর্তী চিন্তকদের সঞ্চিত উপকরণের ভিত্তিতে সেই শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শবিদদের দ্বারা। একটি ভাবাদর্শের চরিত্র — বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক, সত্য বা ভ্রান্ত, অধ্যাসমূলক — সর্বদাই যুক্ত থাকে তার শ্রেণীগত উৎসের সঙ্গে: সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া বা প্রলেতারীয়; সমাজতান্ত্রিক, মার্কসবাদী; বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল। তা আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন এবং সমাজের উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে তার বিকাশকে ত্বরান্বিত অথবা বিঘ্নিত করে। সত্যকার বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভাবাদর্শসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা 'ভাবাদর্শবিলোপের' ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

**ভাষা** — ১) স্বাভাবিক ভাষা, মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের উপায়। ভাষা চিন্তা থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং তথ্য সঞ্চয় ও স্থানান্তরিত করার এক সামাজিক বাহন, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। তা বাস্তবায়িত হয় ও বিদ্যমান থাকে বাচনে। গঠনকাঠামো, শব্দভাণ্ডার, প্রভৃতির দিক দিয়ে পৃথিবীর ভাষাগুলির পার্থক্য আছে, কিন্তু সব ভাষাই কতকগুলি অভিন্ন সমানুবর্তিতা দিয়ে, ভাষার এককগুলির এক প্রণালীবদ্ধ সংগঠন (যেমন সেগুলির মধ্যেকার প্রকৃতি-প্রত্যয় উদাহরণগত ও বাক্যগঠনবিধি

সংক্রান্ত সম্পর্ক), ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত। কালক্রমে ভাষাগুলি পরিবর্তিত হয় ও কথিত ব্যবহার-বহির্ভূত হয়ে যেতে পারে (মৃত ভাষা)। ভাষার বৈচিত্র্য (জাতীয় ভাষা, সাহিত্যিক ভাষা, উপভাষা, ইত্যাদি) সমাজের জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে; ২) যে কোনো সংকেতপ্রণালী, যেমন গাণিতিক ভাষা, অঙ্গভঙ্গির ভাষা, চলচ্চিত্রের ভাষা, ইত্যাদি; ৩) শৈলীর সমার্থক (একটি উপন্যাসের ভাষা, সংবাদপত্রের ভাষা)।

**মতান্ধতা** (Dogmatism) — অধিবিদ্যাগতভাবে একপেশে, ছকে-বাঁধা ও শিলীভূত চিন্তা, যা কাজ করে অন্ধ মতগুলি নিয়ে। মতান্ধতার ভিত্তি হল কোনো কর্তৃত্বক্ষমতায় অন্ধ বিশ্বাস এবং অচল-সেকেলে প্রতিজ্ঞাগুলি সমর্থন, সাধারণত ধর্মীয় চিন্তায় চিহ্নিত। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে মতান্ধতার ফলে দেখা দেয় মার্কসবাদের বিকৃতিসাধন, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও রাজনৈতিক হঠকারিতা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতান্ধতার মোকাবিলা করে তত্ত্বের সৃষ্টিশীল বিকাশ ও মূর্ত সত্যের দ্বান্দ্বিক নীতি দিয়ে।

**মহাবিশ্ব** (The Universe) — সমগ্র বিদ্যমান বস্তুজগৎ, কালে চিরন্তন, স্থানে অসীম এবং বস্তু-কর্তৃক তার বিকাশের ধারায় পরিগৃহীত রূপগুলিতে অন্তহীনভাবে বিচিত্র। জ্যোতির্বিদ্যা যে মহাবিশ্বের অধ্যয়ন করে, তা হল বস্তুজগতের একটি অংশ,

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাগত সরঞ্জামাদি দিয়ে যার অনুসন্ধান করা যায় (মহাবিশ্বের সেই অংশটিকে প্রায়শই, অভিহিত করা হয় মেটাগ্যালাক্সি বা অধি-ছায়াপথ বলে)।

**মানদণ্ড** (Criterion) — একটি প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে কোনো কিছুর মূল্যায়ন, সংজ্ঞার্থনির্ণয় বা শ্রেণীবদ্ধকরণ হয়; বিচারের মান।

**মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** — শ্রমিক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ, দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অভিমতের এক অখণ্ড ও বিকাশশীল মততন্ত্র। প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মগুলি, সামাজিক উৎপাদন বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কে এক বিজ্ঞান হিসেবে, সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের নিয়মগুলি সম্পর্কে এক বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল অবধারণার এবং সমাজের নতুন ও উচ্চতর রূপগুলি বৈপ্লবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে যে সমস্ত রূপান্তর ঘটেছে সেগুলি আজকের দিনের পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সমাজতান্ত্রিক

সমাজ নির্মাণ, সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠন ও তার বিকাশ, সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, এবং পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের অর্জিত বিজয়গুলির সঙ্গে তা সম্পর্কিত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানবজাতির বিকাশের উপরে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে।

**মিথস্ক্রিয়া** (Interaction) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, বিষয়সমূহ একটি আরেকটির উপরে যেভাবে ক্রিয়া করে সেই প্রক্রিয়া, সেগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আরেকটির দ্বারা একটি বিষয়ের জননকে প্রতিফলিত করে। মিথস্ক্রিয়া হল গতি ও বিকাশের এক বিষয়গত ও সার্বিক রূপ, তা যে কোনো বস্তুগত ব্যবস্থাপ্রণালীর অস্তিত্ব ও গঠনকাঠামোগত সংগঠন নির্ধারণ করে।

**মূর্ত** (concrete) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তাতে বহুবিধ সমস্ত সংযোগ ও সম্পর্কসহ একটি বস্তুর ঐক্য ও অখণ্ডতা প্রকাশ করা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, কথাটি ব্যবহৃত হয় দুই অর্থে: একটি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ সমগ্র হিসেবে এবং বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার্থগুলির এক প্রণালীতন্ত্র হিসেবে, যা বস্তুনিচয়ের সারগত সংযোগ ও সম্পর্ক ব্যাপারসমূহের বিকাশে সমানুবর্তিতা ও প্রবণতাগুলি প্রকাশ করে। মূর্ত হল বিমূর্তের বিপরীত; তত্ত্বগত অবধারণা হল বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ।

**মূল প্রত্যয়** (category, গ্রীক katēgoria: নিশ্চিত উক্তিকরণ থেকে) — সবচেয়ে সামান্য ও বুনিয়াদি প্রত্যয়সমূহ, যাতে বাস্তবের ব্যাপার ও অবধারণার সারগত ও সার্বিক গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কগুলি প্রতিফলিত হয়। মূল প্রত্যয়গুলি অবধারণার সামাজিক কর্মপ্রয়োগের সত্যকার বিকাশের সামান্যীকরণের ফল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান মূল প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হল বস্তু, গতি, স্থান ও কাল, গুণ ও পরিমাণ, বিরোধ, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, আবশ্যিকতা ও আপতিকতা, আধেয় ও আধার, সম্ভাবনা ও বাস্তব, অন্তঃসার ও বাহ্যিক রূপ, ইত্যাদি। বিষয়গত বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিক মূল প্রত্যয়গুলির ব্যবস্থাতন্ত্রও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

**রোমান ক্যাথলিকবাদ** — খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম প্রধান শাখা। ইতালি, স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, অস্ট্রিয়া ও লাতিন আমেরিকায় প্রধান ধর্ম। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রোমান ক্যাথলিকদের প্রাধান্য আছে পোলান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া ও কিউবায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে রোমান ক্যাথলিকরা আছে বলটিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে (অধিকাংশই লিথুয়ানিয়ায়), বেলোরুশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ও ইউক্রেনে। ১০৫৪ থেকে ১২০৪, এই কালপর্বে খ্রীষ্টীয় চার্চ রোমান ক্যাথলিক ও অর্থডক্স চার্চে বিভক্ত হয় ও ১৬শ শতাব্দীতে, প্রোটেস্ট্যান্টবাদ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ

কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত ও সোপানবিন্যস্ত; তার রাজতান্ত্রিক কেন্দ্র হল পোপ পদ, রোমের পোপ তার সার্বভৌম অধীশ্বর ও ভাটিকান পোপ পদের সদরদপ্তর। তার ধর্মমতের উৎস হল ধর্মশাস্ত্রসমূহ ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য। রোমান ক্যাথলিকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল (মুখ্যত, অর্থডক্সির তুলনায়) খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে 'ফিলিওকভে' বা ঈশ্বরপুত্রের ধারণা সংযোজন (ট্রিনিটি বা ত্রয়ী: পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের এই তিন রূপ সংক্রান্ত ধর্মমত); কুমারী মেরী মাতা কর্তৃক মানুষের আদিমতম পাপ ছাড়াই গর্ভসঞ্চার ও তাঁর স্বর্গারোহণ, পোপের অভ্রান্ততা সংক্রান্ত মত; যাজক সম্প্রদায় ও অযাজকীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভেদ; এবং চিরকৌমার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে রোমান ক্যাথলিকবাদ সমেত ধর্মের এক সংকট দেখা দেয়। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার ধর্মমতগুলিকে, উপাসনা সংক্রান্ত আচারপ্রথা, সংগঠন ও কর্মনীতিকে আধুনিক করে সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

**লাফ, উল্লম্ফন** — বিকাশে এক আমূল অগ্রগমন, পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের ফলে একটি বিষয় বা ব্যাপারের গুণগত রূপান্তর। দুটি মোটামুটি নির্দিষ্ট ধরনের লাফ আছে: আকস্মিক (যেমন কোনো কোনো প্রাথমিক কণিকার অন্যান্য কণিকায় রূপান্তর) ও ক্রমান্বিত (যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিতে গুণগত

পরিবর্তন)। সামাজিক জীবনে, প্রথম ধরনের লাফ হল বৈরভাবাপন্ন গঠনরূপগুলির বিশিষ্ট লক্ষণসূচক (সামাজিক সংক্ষোভ, বিপ্লব); এবং দ্বিতীয় ধরনের লাফ হল সমাজতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, যেখানে সমাজে গুণগত পরিবর্তনগুলি সামাজিক স্বার্থের ঐক্যহেতু ক্রমান্বিত।

**শর্ত** (Condition) — যার উপরে অন্য কোনো কিছু নির্ভর করে; এক প্রস্ত বিষয়ের (বস্তুনিচয়, সেগুলির দশা বা মিথস্ক্রিয়া) সারগত অঙ্গীয় উপাদান, যার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারের অস্তিত্ব আবশ্যিকভাবেই জড়িত।

**সংবেদন** — ইন্দ্রিয়গুলির উপরে অভিজ্ঞতা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনের ফলস্বরূপ বিষয়গত বাস্তবের গুণ-ধর্মগুলির এক প্রতিফলন; মানুষের পৃথিবী-অবধারণায় যাত্রাবিন্দু। সংবেদনগুলি স্পর্শানুভূতিগত, দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণগত, ঘ্রাণ সংক্রান্ত, স্পন্দন সংক্রান্ত, প্রভৃতি হতে পারে। বিভিন্ন সংবেদনের গুণগত সুনির্দিষ্টতাসমূহ সেগুলির প্রকারাত্মকতার মাত্রা বলে পরিচিত।

**সংযোগ** (Connection) — স্থানে ও কালে পৃথকীকৃত ব্যাপারসমূহের এক পরস্পরনির্ভরশীলতা। সংযোগগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয় বস্তুর গতির রূপ দিয়ে, নির্ধারকতার রূপ দিয়ে (সরল, সম্ভাব্যতা ও

পরস্পরসম্পর্কগত), শক্তি দিয়ে (কঠোর অথবা সূক্ষ্ম কণিকাকার), ফল দিয়ে (জনন, রূপান্তর), কর্মফলের গতিমুখ দিয়ে (সরাসরি অথবা বিপরীত), নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ধরন দিয়ে (কার্যিক, বিকাশগত, নিয়ন্ত্রণ), বিষয়ের আধেয় দিয়ে (যা পদার্থ, শক্তি বা তথ্যের এক স্থানান্তর নিশ্চিত করে।)

**সংশ্লেষণ** (Synthesis, গ্রীক syntithenai: একত্র করা থেকে) — বিভিন্ন উপাদানকে মানসিকভাবে ও বাস্তবে মিলিত করে এক সমগ্রে (প্রণালীতন্ত্র) পরিণত করা; সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ (বিভিন্ন উপাদানে ব্যবচ্ছেদ) থেকে অবিচ্ছেদ্য।

**সজীব জড়বাদ** (Hylozoism, গ্রীক hyle, জড়বস্তু ও zoe, জীবন থেকে) — সমস্ত জড়পদার্থ সজীব, এই দার্শনিক মতবাদ। গোড়ার দিকের গ্রীক দর্শনের (আইওনীয় ধারা, এম্পেডেক্লস), কিছুটা পরিমাণে স্টোয়িকবাদের, রেনেসাঁসের সময়কার প্রাকৃতিক দর্শনের (বের্নার্দিনো তেলেসিও, জোর্দানো ব্রুনো পারাসেলসাস), দেনিস দিদেরো সহ ১৮শ শতাব্দীর কয়েকজন ফরাসী বস্তুবাদীর, ফ্রিডরিখ শিলিংয়ের প্রাকৃতিক দার্শনিক ধারা, প্রভৃতির এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য।

**সত্তা** (Being) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যার দ্বারা মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে বিষয়গত জগৎ, বস্তু ও প্রকৃতির অস্তিত্ব বোঝায় এবং সমাজে বোঝায়

বস্তুগত জীবনের প্রক্রিয়া। সত্তা ও চৈতন্যের পরস্পরসম্পর্ক দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন।

**সত্তাতত্ত্ব** (ontology, গ্রীক onto: সত্তা, অস্তিত্ব ও logos: শব্দ থেকে) — সত্তায় দার্শনিক তত্ত্ব (জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিতুলনায়), তার বিবেচ্য হল সত্তার সার্বিক ও মূল নীতিসমূহ; তার গঠনকাঠামো ও নীতিগুলি)। ১৯শ শতাব্দী অবধি, সত্তাতত্ত্বের ভিত্তি ছিল বস্তুনিচয়ের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃসার সম্বন্ধে আধিবিদ্যক ধ্যানধারণা, এবং তা ছিল দূরকল্পী চরিত্রের। সত্তাতত্ত্বের সেই উপলব্ধিকে মার্কসবাদ কাটিয়ে উঠেছিল এবং সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার আবশ্যিক সংযোগ ও ঐক্য প্রদর্শন করেছিল।

**সত্য** — অবধারণাকারী বিষয়ীর দ্বারা বাস্তবের বিষয় ও ব্যাপার সমূহের এক যথোপযুক্ত প্রতিফলন; সেগুলি বাইরে ও মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে যেভাবে বিদ্যমান, বিষয়ী সেগুলিকে সেইভাবেই পুনরুপস্থাপিত করে; মানবজ্ঞানের বিষয়গত অন্তর্বস্তু। বিষয়গত সত্য হল সেই সত্য যার আধেয় মানুষ বা মানবজাতির উপরে নির্ভর করে না (মানুষের মানসিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সত্য আধেয়তে বিষয়গত, কিন্তু আধারে বিষয়ীগত); আপেক্ষিক সত্য হল সেই সত্য যা একটি বিষয়কে প্রতিফলিত করে শুধু আংশিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে; অনাপেক্ষিক সত্য হল সেই সত্য যা অবধারণার বিষয়টিকে

সম্পূর্ণভাবে বিশদ করে, তা হল বাস্তবের কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান। যেকোনো আপেক্ষিক সত্যের মধ্যেই থাকে অনাপেক্ষিক জ্ঞানের একটি উপাদান। সত্য হল আপেক্ষিক সত্যগুলির এক যোগফল। মূর্ত সত্য হল সেই সত্য যা বিষয়টির কোনো কোনো সারগত উপাদান প্রকাশ করে তার বিকাশের মূর্ত অবস্থাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে (কোনো বিমূর্ত সত্য নেই, সত্য সর্বদাই মূর্ত)। কর্মপ্রয়োগ হল সত্যের মানদণ্ড।

**সত্যের মানদণ্ড** — জ্ঞানের সত্যতা স্থির করার ও ভ্রান্তি থেকে সত্যকে পৃথক করে বোঝার এক পদ্ধতি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধরে নেয় যে কর্মপ্রয়োগই বিষয়গত পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের একমাত্র প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং সেটাই অবধারণা ও সত্যের মানদণ্ডের একমাত্র ভিত্তি।

**সর্বপ্রাণবাদ** (Animism, লাতিন anima: শ্বসন, আত্মা থেকে) — আত্মা ও অধ্যাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, যে কোনো ধর্মের একটি আবশ্যিক উপাদান।

**সারগ্রাহিতা** (Eclecticism, বা eclectics, গ্রীক eklegein: বাছাই করা থেকে) — বহুবিধ ও প্রায়শই বিপরীত সব নীতি, অভিমত তত্ত্ব, শৈল্পিক উপাদান, প্রভৃতির এক যান্ত্রিক মিলন; স্থাপত্যে ও কলাশিল্পে নানাধর্মী শৈলীর মিলন অথবা গুণগতভাবে পৃথক

অর্থ ও উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ইমারত বা হস্তশিল্পের ডিজাইনিংয়ে যথেচ্ছভাবে শৈলী নির্বাচন (যেমন ১৯শ শতাব্দীর স্থাপত্য ও কলাশিল্পে ঐতিহাসিক শৈলীর ব্যবহার)।

**সারপদার্থ** (Substance, লাতিন substantia: অন্তঃসার, তলায় অবস্থিত থেকে) — ১) বিষয়গত বাস্তব; গতির সমস্ত রূপের ঐক্যে বস্তু; যা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল; যা স্বকীয়ভাবে বিদ্যমান ও অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না; ২) বিরামরত জড়পিণ্ডবিশিষ্ট (পরমাণু, অণু ও সেগুলির সম্মিলন) স্বতন্ত্র (এককভাবে পৃথক) উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত এক ধরনের বস্তু।

**সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ** — যে ক্রিয়াকলাপ গুণগতভাবে নতুন কিছুর জন্ম দেয়, এবং সামাজিক ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যা মৌলিক ও অনন্য। এটি বিশেষভাবেই মানবিক ক্রিয়াকলাপ, কেননা সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন হিসেবে একজন স্রষ্টা তাতে পূর্বানুমিত; প্রকৃতিতে বিকাশ আছে কিন্তু সৃষ্টিশীলতা নেই।

**স্থান ও কাল** (Space and time) বস্তুর অস্তিত্বের সার্বিক রূপ। স্থান হল বস্তুগত বিষয় ও প্রক্রিয়াসমূহের অস্তিত্বের রূপ, বস্তুগত ব্যাবস্থাপ্রণালীগুলির গঠনকাঠামো ও বিস্তৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে; কাল

হল ব্যাপারসমূহের পারম্পর্যের ও বস্তুর দশাগুলির একটি রূপ, সেগুলির স্থায়িত্বকালের বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করে। স্থান ও কাল বিষয়গত, বস্তু থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার গতির সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, এবং পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়ে অসীম। কালের সার্বিক গুণ-ধর্মগুলি হল স্থায়িত্বকাল, অ-পুনঃসংঘটনশীলতা ও অপরিবর্তনীয়তা, এবং স্থানের সার্বিক গুণ-ধর্মগুলি হল ধারাবাহিকতা ও ছেদের বিস্তৃতি ও ঐক্য।

**স্থূল বস্তুবাদ** (Vulgar materialism) — ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বুর্জোয়া দর্শনে একটি মতধারা, যার প্রতিনিধিরা (কার্ল ফগ্‌ট, লুডভিগ বুখনের, জাকব মলেশট) পৃথিবী সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমতের সরলীকরণ ঘটিয়ে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, চৈতন্যের সুনির্দিষ্টতাগুলি অস্বীকার করেছিলেন এবং তাকে বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন ('মস্তিষ্ক চিন্তা নিঃসরণ করে ঠিক যেমন যকৃৎ নিঃসরণ করে পাচকরস')। এঙ্গেলস 'Anti-Dühring' রচনায় স্থূল বস্তুবাদের সমালোচনা করেছেন।

**স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ** (Spontaneous materialism) — প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বস্তুবাদ, একটি ঐতিহাসিক-দার্শনিক ধারণা, যা বোঝায় এক 'সহজ প্রবৃত্তিগত ... দার্শনিকভাবে অচেতন মতপ্রত্যয়, বাহ্যিক জগতের বিষয়গত বাস্তব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের

ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা পোষণ করে' (লেনিন)। স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ একপেশে, অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের কাঠামোর বাইরে যায় না। সেই সঙ্গে, এই বস্তুবাদ এমন বহু শীর্ষস্থানীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর দার্শনিক অভিমতের বৈশিষ্ট্য, যাঁদের আবিষ্কারগুলি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে।

## পরিভাষা

**অপ্রত্যাশিত ঘটনা, ঐতিহাসিক** — অস্থায়ী ঘটনার ফলে কোন সমাজে সংঘটিত প্রক্রিয়া বা ব্যাপার, যা উক্ত সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ বাহ্যিক কারণে যা ঘটে থাকে।

**আইন** — সকলের জন্য অবশ্যপালনীয় আচরণবিধির (মান) সমষ্টি, রাষ্ট্রের সরকার যেগুলি প্রতিষ্ঠা বা অনুমোদন করে।

**আইনগত চেতনা** — আইনী ও বেআইনী ব্যাপার সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি।

**আন্তর্জাতিকতাবাদ** — অভিন্ন লক্ষ্যে সংগ্রামরত সকল দেশের মেহনতি ও কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংহতি এবং প্রতিটি জাতির সমতা ও স্বাধীনতার নীতির কঠোর মান্যতাভিত্তিক, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি।

**ইতিহাসের বিকাশের চালিকা শক্তি** — ইতিহাস উপস্থাপিত কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ সামাজিক শক্তিসমূহ (ব্যাপক জনসাধারণ, শ্রেণীসমূহ, পার্টিগুলি), তাতে থাকে এইসব শক্তিকে সক্রিয় করার মতো উদ্দীপক হেতুগুলি, প্রথমত ও প্রধানত সামাজিক চাহিদা, স্বার্থ, লক্ষ্য ও ধ্যানধারণা।

**ইতিহাসের বিষয়ীগত হেতু (কারণ)** — পুরোপুরি মানুষের ইচ্ছা ও চেতনা থেকে উদ্ভূত সমগ্র মানুষী কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলী: বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার বিবিধ ধরনের সজ্ঞান সংগঠন ও পরিচালনার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

**উৎপাদন-সম্পর্ক** — সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদকের কাছ থেকে খদ্দেরের কাছে সামাজিক উৎপাদ হস্তান্তরে মানুষের মধ্যে গড়ে-ওঠা গোটা বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

**উৎপাদনী শক্তি** — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক প্রকাশক গোটা বিষয়ীগত (মানুষ) ও বস্তুগত (উৎপাদনের উপায়) উপাদান।

**উপরিকাঠাম** — ভাবাদর্শগত সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গির (রাজনৈতিক, আইনগত, ইত্যাদি) একটি প্রণালী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ (রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, ইত্যাদি)।

**কর্তব্য, ঐতিহাসিক** — সমাজ, শ্রেণী ও পার্টিসমূহের ভবিষ্যতে করণীয় সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড।

**কার্যকলাপ** (মানুষ, শ্রেণী বা সমাজের) — দুনিয়াকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বদলানো।

**কৌম, উপজাতি** — কৌম — একই পূর্বপুরুষ উদ্ভূত রক্তসম্পর্কে আত্মীয় মানুষের একটি গোষ্ঠী, অভিন্ন উপাধিধারী; উপজাতি — আত্মীয়সূত্রে সম্পর্কিত কৌমসমূহের একটি সমষ্টি।

**চাহিদা, সামাজিক** — সমাজের সদস্য হিসাবে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, যাতে ক্রিয়াকর্মের কোন পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন প্রতিফলিত।

**জনসংখ্যাতত্ত্ব** — জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিকভাবে শর্তাধীন নিয়মাবলী নিরীক্ষা।

**জাতি** — অভিন্ন এলাকা, অর্থনৈতিক জীবন, পুঁথিগত ভাষা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সহ গড়ে ওঠা ও জাতীয় চারিত্র্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী; পুঁজিতন্ত্রের যুগে স্থায়ী অর্থনৈতিক সংযোগ দৃঢ়মূল হওয়ার নিরিখে তা জাতিসত্তা থেকে পৃথকীকৃত।

**জাতিসত্তা** (অধিজাতি) — অভিন্ন ভাষা, এলাকা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত জনগোষ্ঠী; এটা কৌম থেকে উদ্ভূত ও জাতির পূর্বসূরী।

**তত্ত্ব** — কোন জ্ঞান-অনুষদের অন্তর্গত সাধারণীকৃত ধ্যানধারণার একটি প্রণালী।

**দর্শন** — এক ধরনের সামাজিক চেতনা, যার লক্ষ্য — ধ্যানধারণার একটি প্রণালী, একটি বিশ্ববীক্ষা ও জগতে মানুষের অবস্থান ব্যাখ্যা।

**দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন** — সত্তার সঙ্গে চিন্তার, চেতনার সঙ্গে জড়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক।

**দায়িত্ব, ঐতিহাসিক** — ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়গতভাবে শর্তাধীন সম্ভাবনা অব্যবহারে নিহিত, নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে ব্যক্তি, শ্রেণী ও পার্টিগুলির অবগতি।

**দ্বন্দ্ব** (বৈরিতা) — এক ধরনের অসঙ্গতি, যাতে থাকে বিরোধী শক্তি বা প্রবণতাসমূহের তীব্র ও আপসহীন সংঘাতের বৈশিষ্ট্য।

**দ্বান্দ্বিকতা** — বিকাশ ও স্ব-বিচলনের মধ্যে ঘটনাবলী নিরীক্ষার তত্ত্ব ও পদ্ধতি; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের বিকাশ নিয়ন্তা ব্যাপকতর সাধারণ নিয়মাবলীর বিজ্ঞান।

**ধর্ম** — একটি সুনির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক চেতনা, যাতে থাকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর অস্বাভাবিক, কল্পনাপ্রসূত প্রতিফলন, যথা এমন বিশ্বাস যে উক্ত ঘটনাগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তির সৃষ্টি।

**নন্দনতত্ত্ব** — শিল্পকলা বিশ্লেষণ ও সৃষ্টির পদ্ধতি, শিল্পকলার বর্গ ও রূপসমূহ।

**নান্দনিক চেতনা** — একটি সমাজে প্রচলিত শিল্প-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

**নীতিশাস্ত্র** — নৈতিকতা বিষয়ক দর্শনশাস্ত্রীয় তত্ত্ব।

**নৈতিক চেতনা** — আচরণের মান, নীতি ও নিয়ম, যা পরস্পরের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে মানুষের দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে।

**নৈতিকতা** — একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক চেতনা, সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ন্তা সামাজিক সম্পর্কের ধরন।

**পুঁজিবাদী একচেটিয়া** — একচেটিয়া মুনাফা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদ কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী ধনিকগোষ্ঠী।

**প্রকৃতি** — ব্যাপকতর অর্থে, বিবিধভাবে অভিব্যক্ত জগৎ, যাবতীয় বস্তুর সমষ্টি; সংকীর্ণতর অর্থে, মানবসমাজের অস্তিত্বের গোটা জৈবপরিস্থিতি।

**প্রগতি, সামাজিক** — নিম্নতর অবস্থা থেকে সমাজ-জীবনের উচ্চতর পর্যায় ও ধরনে, সেকেলে থেকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের নিয়মশাসিত অগ্রগামী অভিযাত্রা।

**প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক** — সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম দ্বারা, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা শর্তাবদ্ধ প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী।

**প্রলেতারিয়েত** — পুঁজিতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী।

**প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ** — প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও সমর্থ সদস্যরা; তাঁরা ওইসব শ্রেণীর স্বার্থে শুরু হওয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ওই শ্রেণীগুলির ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে পর্যাপ্ত অবদান রাখেন।

**বস্তুবাদ** — একটি দার্শনিক চিন্তাধারা, যাতে বলা হয় যে জগৎ বস্তুগত ও বিষয়গত এবং মানুষের চেতনার বাইরে ও নিরপেক্ষভাবে অবস্থিত; বস্তু হল মৌলিক, অসৃষ্ট ও চিরন্তন এবং চেতনা ও চিন্তা হল বস্তুর ধর্ম, এবং জগৎ ও তার নিয়মগুলি বোধগম্য।

**বস্তুবাদ (অর্থনৈতিক)** — ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার একপেশে, আদিম উপলব্ধি; এই মতবাদ অনুসারে অর্থনীতিই একমাত্র গতিশীল হেতু এবং সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য সকল ঘটনা ও প্রক্রিয়া উৎপাদনী শক্তি ও আনুষঙ্গিক উৎপাদন-সম্পর্কের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি; এতে বিষয়ীগত হেতুর সক্রিয় ভূমিকা ও সামাজিক সত্তার উপর প্রযুক্ত মননমূলক ব্যাপারগুলির বিপরীত প্রভাব অস্বীকৃত।

**বাস্তব্যবিদ্যা (বাস্তুসংস্থানবিদ্যা)** — যে-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় একদিকে উদ্ভিদ ও প্রাণী সহ সকল জীবিতের মধ্যেকার, তাদের বিভিন্ন বর্গের মধ্যেকার এবং অন্যদিকে তাদের ও পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ক।

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব** — বিজ্ঞান সরাসর উৎপাদনী

শক্তি হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে উৎপাদনী শক্তির মৌলিক, গুণগত পরিবর্তন।

**বিষয়গত ঐতিহাসিক শর্তাবলী** — সমাজ-জীবন ও ঐতিহাসিক বিকাশের সেইসব শর্ত যা ব্যক্তি, শ্রেণী বা পার্টির ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। বৈষয়িক অর্থনৈতিক সম্পর্ক — উৎপাদনী শক্তির স্তর ও চারিত্র্য এবং আনুষঙ্গিক উৎপাদন সম্পর্ক — হল প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গত ঐতিহাসিক শর্ত।

**বিষয়ীবাদিতা** — পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয়গত নিয়মাবলী অস্বীকার করে জ্ঞান ও প্রয়োগের দিকে দৃষ্টিপাত; সমাজ-জীবনে বিষয়ী ও বিষয়ীগত ক্রিয়াকলাপের ভূমিকার চরম স্বীকৃতিই এর মর্মবস্তু; রাজনীতিতে বিষয়ীবাদিতা ইচ্ছাসর্বস্বতায় প্রকটিত (বিষয়গত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বিষয়ীর ইচ্ছা)।

**বুর্জোয়া** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শাসকশ্রেণী, উৎপাদন-উপায়ের মালিক, ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষক।

**বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, বিশ্ব** — সারা দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জায়মান প্রক্রিয়া; অসংখ্য বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত; প্রথমত ও প্রধানত তা হল যেসব দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে সেখানে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও মেহনতিদের আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লব।

**ব্যক্তিচেতনা** — ব্যক্তিবিশেষের মননশীল বৈশিষ্ট্য।

**ব্যক্তিত্ব** — একটি সামাজিক সত্তা, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুনিয়া বদলানোর কর্তা।

**ব্যাপক জনসাধারণ** — সমাজে তাদের বিষয়গত অবস্থানের কল্যাণে সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তন সংঘটনে সমর্থ মেহনতি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী।

**ভবিষ্যতত্ত্ব** — ভবিষ্যতে মানবজাতির উন্নতি সম্পর্কিত গোটা ধ্যানধারণা; মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধারণা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম তত্ত্বের একটি অংশ; বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান — 'ভবিষ্যতের দর্শন' বা 'ভবিষ্যৎ নিরীক্ষা' — ভাববাদী বিশ্ববীক্ষা ও ইউটোপীয় ধারণা থেকে উদ্ভূত।

**ভাববাদ** — আত্মা, চেতনা, মানসিক কার্যকলাপ হল মৌলিক এবং বস্তু, প্রকৃতি, ভৌত কর্মকাণ্ড হল গৌণ ও উৎপন্ন — এই ধারণার অনুসারী দার্শনিক মতবাদের সাধারণ আখ্যা।

**ভাবাদর্শ** — কোন শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রণালী।

**ভিত্তি** (বনিয়াদ) — ঐতিহাসিক উৎপাদনী সম্পর্ক, একটি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমষ্টি।

**মানুষ** — প্রানিবিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়ে উদ্ভূত জীব; সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতির কর্তা।

যুগ (কালপর্ব) — প্রকৃতি, সমাজ, বিজ্ঞান, ইত্যাদির বিকাশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুচিহ্নিত একটি কালপর্ব।

যুদ্ধ — রাষ্ট্রসমূহের (রাষ্ট্রপুঞ্জের), শ্রেণীসমূহের, জাতিসমূহের (জনসত্তা) মধ্যে সংগঠিত সশস্ত্র লড়াই, সহিংস উপায়ে পরিচালিত শ্রেণী-নীতি।

**রাজনীতি** — শ্রেণী, জাতি ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকারর সম্পর্কের ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ, যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, ধরে রাখা বা ব্যবহার, রাষ্ট্রের সরকারে শরিকানা এবং সরকারের ধরন, কর্তব্য ও আধেয়ের নির্ধারক।

**রাজনৈতিক চেতনা** — শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপে প্রকটিত ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, লক্ষ্য ও কর্তব্যের একটি প্রণালী।

**রাজনৈতিক ব্যবস্থা** — নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কার্যকলাপের শরিক সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি প্রণালী। এতে রয়েছে রাষ্ট্র, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যানুসারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

**রাষ্ট্র** — শ্রেণী-সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মুখ্য সংস্থা, সমাজের প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত; বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণীই রাষ্ট্র চালায়

এবং তার সামাজিক বিরোধীদের অবদমনে তা ব্যবহার করে।

**শিল্পকলা** — বাস্তবতার শিল্পিত অভিব্যক্তি।

**শোষণ** — একজনের, ঘনিষ্ঠতম উৎপাদকদের উৎপন্ন সামগ্রী অন্যদের দ্বারা আত্মসাৎ, সকল বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজের মজ্জাগত চারিত্র্য।

**শ্রম** — আপন চাহিদা পূরণের সামগ্রী সৃষ্টির জন্য শ্রমের হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়া।

**শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ** -- বুর্জোয়ার সঙ্গে আপস, শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়ার স্বার্থপূরণের অনুবর্তী করার তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

**শ্রেণী** — 'ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে তাদের অবস্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে নির্ধারিত) দ্বারা, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা দ্বারা এবং ফলত সামাজিক সম্পদে তাদের যে পরিমাণ অংশভাগ আছে তার বিলিবন্দেজ ও অর্জনের ধরন দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক বৃহৎ জনবর্গ।' (ভ. ই. লেনিন)।

**শ্রেণী-সংগ্রাম** — বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম, যাদের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী বা বিরোধী; এটা বৈরগর্ভ শ্রেণী-সমাজ বিকাশের মূল আধেয় ও চালিকা শক্তি।

**সংস্কৃতি** — সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে মানুষের সৃষ্ট গোটা বৈষয়িক ও মননমূলক মূল্য।

**সচেতনতা, ঐতিহাসিক** — মানুষের সমবায়, শ্রেণী, পার্টি ও গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি।

**সভ্যতা** — একটি সমাজের বিকাশের, তার বৈষয়িক ও মননমূলক সংস্কৃতির পর্যায় বা স্তর।

**সমাজ** — প্রকৃতি থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে মানুষের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকভাবে বিকাশমান ধরন।

**সামাজিক প্রগতির ধরন** — একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতির আনুষঙ্গিক মৌল বৈশিষ্ট্যসমষ্টি।

**সমাজ বিপ্লব** — সেকেলে অবস্থা থেকে নতুন ও প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় উত্তরণের একটি বিষয়গত নিয়ম; সামাজিক সম্পর্কের প্রণালীতে একটি মৌলিক পরিবর্তন; এটা জরুরি সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতিগুলি সমাধান করে।

**সমাজতন্ত্র, তাত্ত্বিক** — কমিউনিস্ট গঠনরূপের প্রথম পর্যায় হিসাবে সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব।

**সমাজতন্ত্র, বিদ্যমান** — পুঁজিতন্ত্র উৎখাতকারী সমাজব্যবস্থা, কমিউনিজমের অধস্তন পর্যায়; জনগণতান্ত্রিক বা প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলে ইউরোপ,

এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে প্রতিষ্ঠিত; উৎপাদন-উপায়ের সামাজিক মালিকানা ও অর্থনীতির ধারাবাহিক, ব্যাপক বিকাশ ভিত্তিক; যৌথবাদের ভিত্তিতে অর্জনীয় সকল সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠন, সামাজিক সম্পদের অটল বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চায়ক।

**সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব** — সর্বোচ্চ ধরনের সমাজ বিপ্লব, সমাজতন্ত্রে সমাজের নিয়মশাসিত উত্তরণ; মজ্জাগত বিষয়গত চারিত্র্য — একদিকে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তর এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার — মধ্যেকার শ্রেণীগত বৈরিতা।

**সমাজবিদ্যা** — যে-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়: অখণ্ড প্রণালী হিসাবে সমাজ, এবং একক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও সামাজিক গোষ্ঠী।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ** — সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়; সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধরন।

**সামাজিক চেতনা** — ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মননশীল দিক; ঐতিহাসিকভাবে মূলীভূত বিভিন্ন ধরনে সামাজিক সত্তার একটি প্রতিফলন।

**সামাজিক নিয়মাবলী** — সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যেকার বিষয়গত, আবর্তনশীল ও মৌলিক সংযোগ, যা সমাজের সচলতার বৈশিষ্ট্য।

**সামাজিক মনস্তত্ত্ব** — জনগণের মনে সরাসর প্রতিফলিত মতামত ও চিন্তাভাবনায় তার জীবন ও কর্মের পরিস্থিতি।

**সামাজিক সত্তা** — মানবসমাজের উদ্ভবের ফলে উৎপন্ন মানুষের মধ্যেকার এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার বস্তুগত পারস্পরিক সম্পর্ক।

**সামাজিক সুবিধাদি উৎপাদনের ধরন** — বৈষয়িক সুবিধাদি উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ ধরন, তাতে প্রতিফলিত উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট ঐক্য।

**সমাজের মনোজীবন** — ভাবাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ সব ধরনের মননশীল কর্মকাণ্ডের সমষ্টি।

**স্বতঃস্ফূর্ততা, ঐতিহাসিক** — মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী।

**স্বাধীনতা** (সামাজিক) — সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলী ও ক্রিয়ার জ্ঞানভিত্তিক মানুষী কর্মকাণ্ড।

**স্বার্থ** — জনগণের চাহিদার অভিব্যক্তি ও অবগতির একটি রূপ, যা ওইসব চাহিদা পূরণে তাদের আচরণ ও কার্যকলাপে অভিব্যক্ত।

## টীকা ও ব্যাখ্যা

**অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট** — পুঁজিবাদী চক্রের এক অবশ্যম্ভাবী পর্ব, যার বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমস্ত দ্বন্দ্ব উদ্‌গত হওয়া, পণ্যসামগ্রীর অতি-উৎপাদন, বিপণন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির জটিলতা বৃদ্ধি, দ্রুত সংকুচিত উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও শ্রমজীবী জনসাধারণের অবস্থার অবনতি।

**অতিসৌধ** — অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তার সঙ্গে মানানসই সমস্ত ভাবাদর্শগত অভিমত ও সম্পর্ক (রাজনীতি, আইন, নীতিবিদ্যা, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা), এবং তদনুষঙ্গী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও (রাষ্ট্র, পার্টি, গীর্জা, প্রভৃতি)।

**অর্থ** — একটি বিশেষ পণ্য, যা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে এক বিশ্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করে।

**অর্থনীতি** — ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিকতা, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি; বিভিন্ন শাখা ও উৎপাদনের ধারা সহ একটি দেশের অর্থনীতি।

**অর্থনৈতিক নিয়মগুলি** — অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহে সবচেয়ে অপরিহার্য ও স্থায়ী বিষয়গত পরস্পরসম্পর্ক ও কার্যকারণ সম্পর্ক।

**অর্থনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষা** — পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর কার্যকরতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চালানো পরীক্ষানিরীক্ষা বা পাইলট প্রকল্প।

**অর্থনৈতিক বর্গসমূহ** — মানুষে মানুষে প্রকৃতই বিদ্যমান সামাজিক-উৎপাদন সম্পর্কের এক তত্ত্বগত প্রকাশ।

**অর্থনৈতিক ভিত্তি** — সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ, ঐতিহাসিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিকতা।

**অর্থনৈতিক হিসাবগণন (খোজরাসচিয়োত)** — সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি; তার ভিত্তি হল যাদের আগম দিয়ে নিজেদের

ব্যয় পোষাতে হবে সেই উদ্যোগ ও সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপ ও উপকারের অর্থ-আকারে বিশ্লেষণ করা, এবং কর্মিসংঘগুলির বৈষয়িক প্রণোদনা ও বৈষয়িক দায়িত্ব।

**অস্থির পুঁজি** — পুঁজির যে অংশটি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যা তার পরিমাণ বদলায়।

**আদিম-সম্প্রদায়গত উৎপাদন-প্রণালী** — ইতিহাসের প্রথম উৎপাদন-প্রণালী, যার ভিত্তি ছিল আদিম উৎপাদনের উপায় ও যৌথ শ্রমের উৎপাদের উপরে পৃথক পৃথক কমিউনের যৌথ মালিকানা, এবং এই উৎপাদগুলির বণ্টন ছিল সমতাবাদী।

**আবশ্যকীয় উৎপাদ** — বৈষয়িক উৎপাদনে একজন শ্রমিকের সৃষ্ট উৎপাদের অংশ, যা সেই নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের সমষ্টি।

**আবশ্যকীয় শ্রম** — বৈষয়িক উৎপাদনে আবশ্যকীয় উৎপাদ করতে শ্রমিকদের ব্যয়িত শ্রম, সেই উৎপাদটি তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ ও শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের কাজে লাগে।

**উৎপাদন** — যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লোকে সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনের ভিত্তি।

**উৎপাদন-প্রণালী** — ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত জীবনধারণের উপায় লাভের প্রণালী, বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও তদনুষঙ্গী উৎপাদন-সম্পর্কের ঐক্য।

**উৎপাদন-সম্পর্ক** — বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্ক।

**উৎপাদনের উপায়** — বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে মানুষের ব্যবহৃত শ্রমের সমস্ত সাধিত্র ও বিষয়বস্তু।

**উৎপাদনের দাম** — পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি পণ্যের দাম যা উৎপাদনের ব্যয় যোগ গড় মুনাফার সমান।

**উৎপাদনেব নৈরাজ্য** — ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানাভিত্তিক পণ্য অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অভাব ও বিশৃঙ্খলা, যা প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলির এলোমেলো ক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত।

**উৎপাদিকা শক্তিসমূহ** — উৎপাদনের উপায় (শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম প্রয়োগের বিষয়বস্তু) এবং উৎপাদনের

উপায়কে যারা চালু করে, সেই জ্ঞান, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমদক্ষতাবিশিষ্ট মানুষ।

**উদ্বৃত্ত-উৎপাদ** — আবশ্যকীয় উৎপাদের অতিরিক্ত, প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের শ্রমে সৃষ্ট সর্বমোট সামাজিক উৎপাদের অংশ।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য** — পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মূল্যের যে অংশটি মজুরি-শ্রমিকদের দাম না দেওয়া শ্রমে সৃষ্ট হয় তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত এবং পুঁজিপতিরা যা বিনা ক্ষতিপূরণে উপযোজন করে।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য, অতিরিক্ত** — একজন একক পুঁজিপতির উদ্যোগে উৎপন্ন একটি পণ্যের একক মূল্য সেই পণ্যটির সামাজিক মূল্যের চেয়ে যখন কম হয়, তখন সেই পুঁজিপতির উপযোজিত বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য, অনাপেক্ষিক** — পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ নিবিড় করার পদ্ধতি হিসেবে কর্ম-দিবস দীর্ঘ করে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য, আপেক্ষিক** — পুঁজিপতির দ্বারা মজুরি-শ্রম শোষণ নিবিড় করার অন্যতম পদ্ধতি, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমানো ও তদনুযায়ী উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার** — অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, যা শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা দেখায়।

**একচেটিয়া দাম** — বাজার দামের একটি রূপ, উৎপাদন ও বিপণনে একচেটিয়া আধিপত্যের দরুন যা মূল্য ও উৎপাদনের দাম থেকে আলাদা হয়ে যায়, এবং একচেটিয়া মুনাফা দেয়।

**একচেটিয়া সংস্থা, পুঁজিবাদী** — পুঁজিপতিদের এক পরিমেল বা মৈত্রীজোট, যা একচেটিয়া মুনাফা আদায় করার জন্য উৎপাদন ও বিপণনের বেশ বড় একটা অংশের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল একচেটিয়া আধিপত্য।

**কমিউনিজম** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের উচ্চতর পর্ব; যে সমাজের প্রধান লক্ষ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন।

**কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালী** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক ও সমগ্র সমাজের স্বার্থে সুষম বিকাশভিত্তিক বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের এক প্রণালী।

**কৃষির যৌথীকরণ** — ক্ষুদ্র ও খণ্ডবিক্ষিপ্ত একক

খামারগুলির বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামারে স্বতঃপ্রণোদিত একীকরণের মধ্য দিয়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর।

**ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র** — বুর্জোয়া অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে এক প্রগতিশীল ধারা, পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী যখন উদীয়মান ছিল এবং যখন পর্যন্ত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম অবিকশিত ছিল, সেই সময়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

**কর্ম-দিবস** — দিবসের যে অংশে মেহনতি ব্যক্তিমানুষ একটি উদ্যোগে বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

**গঠনরূপ, সামাজিক-অর্থনৈতিক** — এক ঐতিহাসিক ধরনের সমাজ, যা বিকশিত হয় এক নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর ভিত্তিতে; তার সংশ্লিষ্ট অতিসৌধ সমেত ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত এক উৎপাদন-প্রণালী।

**জমির খাজনা** — কৃষিতে সাক্ষাৎ উৎপাদকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটি অংশ, জমির মালিকের দ্বারা তা উপযোজিত হয়।

**জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি** — পুঁজিবাদী উদ্যোগের প্রধানতম রূপ, যে কোম্পানির পুঁজি গঠিত হয় সংভার ও শেয়ার বিক্রয় মারফৎ।

**জাতীয় আয়** — একটি নির্দিষ্ট দেশের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন সৃষ্ট মূল্য; সর্বমোট সামাজিক উৎপাদের মূল্যের সেই অংশ, যেটি এক নির্দিষ্ট কালপর্বে (এক বছরে) ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে।

**জাতীয়করণ, সমাজতান্ত্রিক** — প্রলেতারীয় রাষ্ট্র কর্তৃক শোষক শ্রেণীগুলিকে উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে বৈপ্লবিকভাবে দখলচ্যুত করা এবং সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

**দাম** — মূল্যের এক অর্থ-মুদ্রাগত প্রকাশ।

**দাস-মালিক উৎপাদন-প্রণালী** — মানুষের উপরে মানুষের শোষণের ভিত্তিতে ইতিহাসের প্রথম সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী, যেখানে উৎপাদনের উপায় আর স্বয়ং মজুর (দাস) হল দাসমালিকের সম্পত্তি।

**ধনকুবেরতন্ত্র** — একদল ফিনান্স পুঁজির মালিক, সমাজে যাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে।

**নয়া-উপনিবেশবাদ** — অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-থাকা দেশগুলির জাতিসমূহের উপরে শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির এক কর্মনীতি। পুঁজি রপ্তানির রূপে অর্থনৈতিক

সম্প্রসারণকে রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের সঙ্গে প্রায়শই একত্রে মেলানো হয়।

**পণ্য** — বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট একটি উৎপাদ।

**পুঁজি** — যে মূল্য মজুরি-শ্রম শোষণের ফল হিসেবে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

**পুঁজি রপ্তানি** — বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ, যা একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক এবং যার উদ্দেশ্য হল একচেটিয়া মুনাফা আদায় করা এবং বিদেশী বাজারগুলির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত করার জন্য সংগ্রামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগুলি সুদৃঢ় করা।

**পুঁজিবাদী চক্র** — পর পর সংযুক্ত পর্বগুলির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের গতি: সংকট, মন্দা, আরোগ্য ও তেজীভাব। সংকট হল চক্রটির প্রধান পর্ব, একটি চক্রের শেষ ও পরের চক্রটির শুরু।

**পুঁজিবাদে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়** — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুৎপাদন করে।

**পুঁজিবাদে ব্যাংক** — পুঁজিবাদী ক্রেডিট ও অর্থ-যোগান উদ্যোগ, যেগুলি ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মধ্যগ হিসেবে কাজ করে, অর্থ-পুঁজি নিয়ে কারবার

করে এবং মুনাফা বার করে নেয়, যে মুনাফা শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ।

**পুঁজিবাদে মজুরি** — শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্য ও দামের এক পরিবর্তিত রূপ, যা উপরে-উপরে শ্রমের জন্য মূল্য-প্রদান বলে প্রতিভাত হয়।

**পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট** — অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত জীবনের সমস্ত দিক সমেত সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের অবস্থা। পুঁজিবাদের যে সাধারণ সংকট শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয়ের ফলে, তার প্রধান চিহ্ন হল দুটি বিপরীত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় — সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী — পৃথিবীর বিভাজন এবং তাদের মধ্যে সংগ্রাম।

**পুঁজির সঞ্চয়ন** — পুঁজিবাদী সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

**পুনরুৎপাদন** — সামাজিক উৎপাদ, উৎপাদন-সম্পর্ক ও শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন সমেত নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবায়নের দিক থেকে দেখা সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

**পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র** — অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা, যাতে পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যবর্তী শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়ার ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়।

**প্রতিযোগিতা, পুঁজিবাদী** — সর্বাধিক মুনাফার জন্য পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণনের বৃহত্তর অংশটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিদের মধ্যে বা তাদের পরিমেলগুলির মধ্যে সংগ্রাম।

**প্রলেতারিয়েত** — মজুরি-শ্রমিকদের একটি শ্রেণী, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকে, এবং যারা পুঁজির দ্বারা শোষিত হয়; বুর্জোয়া সমাজের অন্যতম প্রধান শ্রেণী, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রধান বিপ্লবী চালিকা শক্তি।

**প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি** — পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েতের জীবনমান নিম্নমুখী হওয়া, পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের ও পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়মের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল। এর অর্থ হল আবাসন, আহার্য, ইত্যাদি সহ প্রলেতারিয়েতের জীবনের ও কাজের অবস্থা আরও খারাপ হওয়া।

**প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি** — বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সম্পদের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি, জাতীয় আয়ে, জাতীয়

সম্পদে তার অংশ হ্রাস এবং সেই সঙ্গে শোষক শ্রেণীগুলির অংশে ততটা বৃদ্ধি।

**ফিজিওক্র্যাট** — ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদরা, অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে যাঁরা সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেছিলেন, এবং যাঁরা পুঁজিবাদে সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদন ও বণ্টনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন।

**ফিনান্স পুঁজি** — শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির একত্রীভূত পুঁজি।

**বণ্টন** — সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদনের একটি পর্ব, যা উৎপাদন ও ভোগকে যুক্ত করে; উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

**বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনের পদ্ধতি** — বস্তু বা ব্যাপারের অন্তরতম অন্তঃসার উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে অবধারণার প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক চেহারা ও অকিঞ্চিৎকর উপাদানগুলি থেকে মনোযোগ সরিয়ে আনা।

**বিনিময়** — সামাজিক শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ক্রিয়াকলাপের বা শ্রমের উৎপাদের বিনিময়; সামাজিক পুনরুৎপাদনের একটি পর্ব, যা উৎপাদন ও

বণ্টনকে ভোগের সঙ্গে যুক্ত করে; উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

**বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** — সর্বাত্মক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজন, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বাজারের দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে যুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্ত জাতীয় অর্থনীতি।

**বুর্জোয়া শ্রেণী** — পুঁজিবাদী সমাজের শাসক শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক, সেগুলিকে তারা মজুরি-শ্রম শোষণের জন্য ব্যবহার করে।

**বেকারি** — পুঁজিবাদে এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, সেখানে সক্ষমদেহী জনসমষ্টির একাংশ চাকরি থেকে ও জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয় এবং শ্রমের এক সংরক্ষিত বাহিনীতে পরিণত হয়।

**ব্যবহার-মূল্য** — একটি জিনিসের উপযোগিতা, হয় ভোগের সামগ্রী হিসেবে, না হয় উৎপাদনের উপায় হিসেবে প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা।

**ভোগ** — মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলির ব্যবহার; পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্ব ও উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

**মজুরি-শ্রম**— পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে সেই সব শ্রমিকের শ্রম, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য, এবং শোষণের অধীন।

**মানুষের উপরে মানুষের শোষণ** — যে অবস্থায় সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত-শ্রমে সৃষ্ট এবং কখনও তাদের আবশ্যকীয় শ্রমের একটি অংশ দিয়েও সৃষ্ট উৎপাদগুলি কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই উপযোজিত হয় সেই শ্রেণীটির দ্বারা, যে উৎপাদনের উপায়ের মালিক।

**মার্কেন্টাইলিজম** — পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের কালপর্বে (১৫শ-১৮শ শতাব্দী) বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে একটি মতধারা।

**মুদ্রাস্ফীতি** — পুঁজিবাদে অর্থের এক অবচয়, যার প্রকাশ ঘটে দাম বাড়ার মধ্যে, এবং যার ফলে শাসক শ্রেণীর অনুকূলে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটে।

**মুনাফা, পুঁজিবাদী** — পুঁজি বিনিয়োগের উপরে একটা অতিরিক্ত হিসেবে প্রতীয়মান উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ, পুঁজিপতিরা যা বিনা ক্ষতিপূরণে উপযোজন করে।

**মুনাফা, বাণিজ্যিক** — পুঁজিবাদী উৎপাদনের

প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুনর্বণ্টনের ফল হিসেবে বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের পাওয়া মুনাফা।

**মুনাফার গড় (সাধারণ) হার** — অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসের প্রভেদগুলিকে গণ্য না করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বিনিয়োজিত সমান পরিমাণের পুঁজির উপরে সমান মুনাফা।

**মুনাফার হার** — সমগ্র আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, যা একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগের মুনাফাদায়কতা দেখায়।

**মূল্য** — একটি পণ্যের মধ্যে অঙ্গীভূত পণ্য উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম, যা সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রেই অভিন্ন এবং বিনিময় কালে সেগুলিকে প্রমেয় করে তুলে পণ্যসামগ্রীর ভিত্তি হিসেবে যা কাজ করে।

**রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ** — বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজির একাঙ্গীভবন, একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার মুনাফা বাড়ানোর জন্য, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য, দেশজয়ের যুদ্ধ বাধাধার জন্য, এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

**শিল্পায়ন, সমাজতান্ত্রিক** — বৃহদায়তন শিল্প গঠন,

বিশেষত যে সমস্ত শাখা উৎপাদনের উপায় উৎপন্ন করে এবং সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি গড়া সম্ভব করে তোলে।

**শ্রম** — মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে পরিবর্তিত ও অভিযোজিত করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপ।

**শ্রম, অতীত** — বৈষয়িক মূল্যগুলিতে: উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রীতে অঙ্গীভূত শ্রম।

**শ্রম, জীবন্ত** — সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপ, একটি ব্যবহার মূল্য বা উপযোগী ফল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানসিক ও কায়িক শক্তির ব্যয়।

**শ্রম, বিমূর্ত** — যে শ্রম একটি পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে, যা সাধারণভাবে মানবিক শ্রমশক্তির ব্যয়, তাতে সেই ব্যয়ের মূর্ত রূপটি গণ্য করা হয় না এবং যা সমস্ত পণ্য উৎপাদকের পরস্পরসম্পর্ক প্রকাশ করে।

**শ্রম, মূর্ত** — বিশেষভাবে উপযোগী রূপে ব্যয়িত শ্রম, এক নির্দিষ্ট ধরনের উপযোগী শ্রম, যা একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে।

**শ্রম প্রয়োগের বিষয়বস্তু** — একটি জিনিস বা

একপ্রস্ত জিনিস, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় লোকে যার উপরে কাজ করে।

**শ্রমশক্তি** — মানুষের কাজ করার ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তার শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সামগ্রিকতা।

**শ্রমের উৎপাদনশীলতা** — শ্রম-সময়ের একটি এককে সৃষ্ট ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ দিয়ে, অথবা উৎপাদের একক-পিছু ব্যয়িত শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা মূর্ত শ্রমের ফলপ্রসূতা, কার্যকরতা।

**শ্রমের সহযোগ** — একই শ্রম-প্রক্রিয়ার অথবা বিভিন্ন অথচ পরস্পরসম্পর্কিত শ্রম ক্রিয়ায় বহু লোকের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ।

**শ্রমের সাধিত্র** — উৎপাদনের উপায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শ্রমের বিষয়বস্তুগুলির উপরে কাজ করার জন্য মানুষ যে জিনিসগুলি ব্যবহার করে।

**শ্রেণীসমূহ, সামাজিক** — মানুষের বড় বড় গোষ্ঠী, যারা পরস্পর থেকে পৃথক সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট এক ব্যবস্থায় তাদের স্থানের দিক দিয়ে, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের (অধিকাংশই আইনে বিধিবদ্ধ) দিক দিয়ে, তাদের সামাজিক সংগঠনে ভূমিকা, এবং ফলত, তাদের হাতে সামাজিক সম্পদের অংশ, এবং কীভাবে তারা সেটা

পায়, সেই দিক দিয়ে। শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রধান প্রভেদটা রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্যে।

**সমাজতন্ত্র** — কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের প্রথম, বা নিম্নতর, পর্ব।

**সমাজতন্ত্রে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়** — যে সময়ে মেহনতি ব্যক্তিমানুষ উৎপন্ন করে সামাজিক উৎপাদের সেই অংশটি, যে অংশটি তার প্রাণশক্তি ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এবং তার শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

**সমাজতন্ত্রে ব্যাংক** — যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুষমভাবে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা করে এবং উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপরে হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে ক্রেডিট, পরিশোধ ও নগদ মুদ্রার ক্রিয়ার সাহায্যে।

**সমাজতন্ত্রে মজুরি** — সমগ্র জনগণের উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট আবশ্যকীয় উৎপাদের প্রধান অংশটির অর্থ-মুদ্রাগত অভিব্যক্তি, সামাজিক উৎপাদনে তাদের শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী শ্রমজীবী জনগণের ব্যক্তিগত ভোগে তা ব্যয়িত হয়।

**সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার

ভিত্তিতে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন।

**সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন** — শ্রমজীবী জনসাধারণের আরও বেশি সৃষ্টিশীল উদ্যোগ এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সমগ্র জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার মধ্য দিয়ে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ও সামাজিক উৎপাদনের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর একটি পদ্ধতি।

**সম্পত্তি-মালিকানা** — বৈষয়িক মূল্যের, মুখ্যত উৎপাদনের উপায়ের উপযোজন ও ব্যবহারের ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত মানবিক সম্পর্কের রূপ।

**সর্বমোট সামাজিক উৎপাদ** — একটা নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) সমাজে উৎপন্ন সমস্ত বৈষয়িক মূল্য।

**সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী** — জমিতে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা এবং খোদ মজুরদের (ভূমিদাস) উপরেই আংশিক মালিকানার ভিত্তিতে, সামন্ত প্রভুদের (ভূস্বামী) দ্বারা ভূমিদাসদের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-প্রণালী।

**সামরিক-শিল্প সমাহার** — সামরিক-শিল্প একচেটিয়া সংস্থাসমূহ, প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এক মৈত্রীজোট, যারা মুনাফা করা আর একচেটিয়া বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসন সুদৃঢ় ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নিয়ত অস্ত্র বাড়িয়ে তোলার পক্ষপাতী।

**সামাজিক শ্রম বিভাজন** — জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা সমাজে পৃথক পৃথক কাজকর্ম সম্পন্ন করা।

**সাম্রাজ্যবাদ** — একচেটিয়া পুঁজিবাদ, তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়; ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।

**সুদ** — ঋণ পুঁজির মালিকের অর্থ-সম্পদের সাময়িক ব্যবহারের জন্য ক্রিয়ারত পুঁজিপতি (শিল্পপতি বা বণিক) তাকে মুনাফার যে অংশটি দেয়।

**সুষম বিকাশ** — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এক সমরূপতা, যার অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় অর্জন করার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাতগুলি সমাজ নিয়ত ও ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করে।

**স্থির পুঁজি** — পুঁজির যে অংশটি উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং যার মূল্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় না।

**স্থূল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র** — অবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদের পক্ষ সমর্থন এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

## সংজ্ঞাভিধান

**অধিকার, মৌলিক** — নানা নীতি ও অধিকারের সমষ্টি, যেগুলির উৎপত্তি ঘটেছে বুঝি-বা মানুষের প্রকৃতি থেকে এবং সামাজিক শর্তাদি নির্বিশেষে। মৌলিক অধিকারের ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল প্রাচীন জগতে — গ্রীসে, রোমে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার সংগ্রামের ভাবাদর্শগত হাতিয়ার রূপে ১৭-১৮শ শতাব্দীতে তা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

**কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মশাসন** — কমিউনিজমের আমলে সমাজ সংগঠন নীতি। শ্রেণীহীন সমাজে ধীরে ধীরে পতন ঘটা রাষ্ট্রের জায়গায় আসবে এক শাসন ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হবে সব নাগরিক কর্তৃক সমাজের সামনে নিজেদের দায়িত্বগুলি স্বেচ্ছায় পালন করা এবং সামাজিক কাজকর্ম সমাধানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

**আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা** — মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা। এর অস্তিত্ব ছিল লোকজনের প্রথম আবির্ভাব থেকে শ্রেণী সমাজ দেখা দেওয়া পর্যন্ত। এর বৈশিষ্ট্য বলতে ছিল অতি নিম্নমানের উৎপাদনী শক্তির দরুন উৎপাদনের উপায়গুলিতে সাধারণ মালিকানা, যৌথ শ্রম ও পরিভোগ।

**আয়, জাতীয়** — বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রে এক বছরে নতুন করে সৃষ্ট মূল্য অথবা তদানুরূপ প্রাকৃতিক আকারে, মোট সামাজিক উৎপাদের অংশ, যা পাওয়া যায় উৎপাদনের সব বৈষয়িক খরচাকে গণ্য না করে। প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক বিচারে তা গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহ ও ভোগ্যপণ্যগুলিকে দিয়ে। জাতীয় আয় হল কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মোট সূচক। সমাজতন্ত্রের আমলে সব জাতীয় আয়ের অধিকারী হল জনগণ এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে তার সদ্ব্যবহার করা হয় গোটা সমাজের স্বার্থে। তা বিভক্ত হয় সঞ্চয় ও পরিভোগ তহবিলে।

**উৎপাদ, আবশ্যিক** — নতুন করে সৃষ্ট মূল্যের অংশ, যা উৎপাদিত হয় বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মীদের দ্বারা, আলোচ্য সামাজিক — অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তির স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনের জন্য যা আবশ্যিক।

**উৎপাদন প্রণালী** — বৈষয়িক সম্পদ অর্জনের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রণালী; উৎপাদনী শক্তি ও

উৎপাদন সম্পর্কের একতা। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার বনিয়াদ। ইতিহাসের গতিপথে একের পর এক বদলে আসে আদিম-গোষ্ঠীজনিত, দাসপ্রথার, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট ধরনের উৎপাদন প্রণালী।

**উৎপাদন সম্পর্ক** — সামাজিক উৎপাদন, লেনদেন, বণ্টন ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় লোকজনের সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়গুলির প্রতি লোকেদের সম্পর্ক দ্বারা। উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও বিকাশলাভ করে উৎপাদনী শক্তির মান ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

**উৎপাদনী শক্তি** — উৎপাদনের নানা উপায় ও লোকেদের সমষ্টি, যারা সেগুলিকে গতি দেয়। মেহনতিরা হল সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি। উৎপাদনী শক্তির অন্য এক উপাদান — উৎপাদনের উপায় (নানা উপায়, শ্রমের নানা হাতিয়ার ও জিনিসপত্র)। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে দেখা দেয় যথোচিত উৎপাদন সম্পর্ক।

**উদ্বৃত্ত উৎপাদ** — মোট সামাজিক উৎপাদের একাংশ, যা তৈরি করা হয় বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রে খোদ উৎপাদক ও তাদের পরিবারের ভরনপোষণ, এবং তৎসহ কর্মী প্রস্তুতি ও শিক্ষাদানের জন্য উৎপাদিত আবশ্যিক উৎপাদের উপরি হিসাবে। শোষক গঠন-ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদ বিনামূল্যে আত্মসাৎ করে শোষক শ্রেণীগুলি, আর সমাজতন্ত্রের আমলে তা

সেই উৎপাদের আকার নেয়, যা মেহনতিদের সামাজিক চাহিদা মেটায়।

**উদ্বৃত্ত শ্রম** — উদ্বৃত্ত উৎপাদ তৈরির জন্য বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মী দ্বারা খরচা-করা শ্রম।

**একনায়কত্ব, প্রলেতারীয়** — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর শাসন। এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য — সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, পুঁজিবাদের বিলুপ্তি, সমাজতন্ত্র গঠন।

**কমিউনিজম** — পুঁজিবাদের পরিবর্তে আসা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়সমূহে সামাজিক মালিকানা; সংকীর্ণ অর্থে — দ্বিতীয়, সমাজতন্ত্রের তুলনায় গঠন-ব্যবস্থাটি বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়। কমিউনিজমের বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ার ফলে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের প্রাচুর্যের আশ্বাস পাওয়া যায়; পরিকল্পনা ভিত্তিক সামাজিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ স্তর এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ হার অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্রম অনুসারে বণ্টন ছেড়ে সমাজ এগিয়ে যাবে চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের দিকে। বাস্তবায়িত হবে কমিউনিজমের মূলনীতি — প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে চাহিদা অনুযায়ী। লোকেদের সম্পূর্ণ সামাজিক সমতায় সমাজ হয়ে উঠবে শ্রেণীহীন।

**কমিউনিজম, বৈজ্ঞানিক,** — ব্যাপকার্থে — সামগ্রিকভাবে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; সংকীর্ণার্থে — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তিনটি অঙ্গ উপাদানের একটি। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণকার্যের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞান।

**গঠন-ব্যবস্থা, সামাজিক-অর্থনৈতিক** — ঐতিহাসিক বিকাশের এক সুনির্দিষ্ট স্তরে অবস্থানকারী সমাজ, ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট ধরনের এক সমাজ। প্রত্যেক গঠন-ব্যবস্থার মূলে আছে এক সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্রণালী এবং উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তার সারবস্তু। ইতিহাসে সুবিদিত মোট পাঁচটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা, একের বদলে অন্যটি ধারাবাহিকভাবে যেগুলি দেখা দেয়: আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা।

**গণতন্ত্র** — গণশাসন, নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সমাধিকার নীতিসমূহের স্বীকৃতি ভিত্তিক রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার এক ধরন। গণতন্ত্র হল শ্রেণীজনিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

**গণতন্ত্র, বুর্জোয়া** — বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের এক ধরন। এ হল সংখ্যালঘু শোষকদের গণতন্ত্র, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্রস্বরূপ।

**গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক** — রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আকার, যা সুনিশ্চিত করে জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন, নাগরিকদের যথার্থ রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধিনতা, আইনের সামনে তাদের সমাধিকার, নানা অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে সব মেহনতির যোগদান সুনিশ্চিত করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সুসম্পূর্ণ রূপদানের ফলে কমিউনিজমের আমলে রাষ্ট্রের জায়গায় দেখা দেবে কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মশাসন।

**গোষ্ঠী** — মানুষের সংগঠিত হবার এক আকার, যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল প্রধানত আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এর মূল বৈশিষ্ট্য — উৎপাদনের উপায়সমূহে সবার মালিকানা, পুরোপুরি বা আংশিক আত্মনিয়ন্ত্রণ।

**পরিভোগ তহবিল** — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের একাংশ, যা ব্যবহৃত হয় মেহনতিদের সামাজিক ও নিজস্ব চাহিদা মেটানোর কাজে।

**পরিভোগ তহবিল, সামাজিক** — শ্রমের মজুরি ছাড়াও সুনির্দিষ্ট অর্থপ্রদান, বিনামূল্যের সেবা বা সুযোগ-সুবিধার আকারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক বরাদ্দ-করা অর্থকড়ি (অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বৃত্তি, পেনসন, আর্থিক সাহায্য, বাৎসরিক ছুটির বেতন, প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলি চালান, ইত্যাদি)।

**পিতৃতন্ত্র** — বংশ ব্যবস্থার এক পর্যায়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল কাজকর্মে, সমাজে ও পরিবারে পুরুষের অগ্রাধিকারী ভূমিকা। দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ — পশুপালন, লাঙ্গল-চালান চাষবাস, ধাতু ব্যবহারের বিকাশ বাড়ার ভিত্তিতে। পিতৃতন্ত্রের পর্যায় — আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার ভাঙনের কাল।

**পুঁজির আদি সঞ্চয়ন** — উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে পৃথকীকরণের পথে খুদে পণ্যোৎপাদকদের (প্রধানত কৃষককুলের) মূল অংশকে ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত করার এবং উৎপাদনের উপায়গুলি পুঁজিতে পরিণত হবার প্রক্রিয়া; পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর ঐতিহাসিক পূর্বসূরী এবং তার উদ্ভব ত্বরান্বিত করেছিল। পুঁজির আদি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় শ্রেণীদ্বয়।

**মাতৃতন্ত্র** — আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার আদি পর্যায়, বংশ ব্যবস্থার এক ধরন, যাতে অর্থনীতিতে, সমাজে, পরিবারে কর্তৃত্বকারী ভূমিকাসীন ছিল নারী (নারী বংশধারা সূত্রে উত্তরাধিকার)। বংশ বজায় থাকে মায়ের দিক থেকে (মাতৃপ্রধান বংশ)। মাতৃতান্ত্রিক প্রথার স্বর্ণযুগ ছিল নিওলিথিক তথা প্রস্তর যুগের শেষ।

**মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** — মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বিপ্লবী শিক্ষা। শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা গঠনকারী দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের অখণ্ড এক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা;

বিশ্বের উপলব্ধি ও বৈপ্লবিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত. সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষের চিন্তাধারার বিকাশের নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

**উৎপাদ, মোট সামাজিক** — সমাজ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সময়কালে (সাধারণত এক বছরে) সৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ। সামগ্রীর আকারে তা গঠিত হয় উৎপাদিত উৎপাদনের উপায় ও পরিভোগ বস্তুগুলিকে নিয়ে। আর্থিক প্রকাশের বিচারে বিভক্ত হয় পরিশোধের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক খরচার মূল্যে এবং নতুন করে সৃষ্ট মূল্যে, সমাজ যাকে পরিচালিত করে জনসমষ্টির পরিভোগের জন্য ও সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

**রাষ্ট্র** — শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক শাসন সংগঠন।

**রাষ্ট্র, বুর্জোয়া** — নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব জোরদার করার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্বের, শ্রেণীজনিত প্রতিপক্ষদের (সর্বাগ্রে প্রলেতারিয়েতদের) দমনের যন্ত্র।

**রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক** — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর এক রাষ্ট্র; উৎখাত-করা শোষকদের উপর শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্বের এক রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের এবং তার নানা সাফল্য রক্ষার হাতিয়ার। সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয়-রাষ্ট্র সার্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকার নেয়।

**রাষ্ট্র, সার্বজনীন** — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক আকার, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃ ভূমিকায় সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র সার্বজনীন রাষ্ট্রের রূপধারণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে — সোভিয়েত ইউনিয়ন — এক সার্বজনীন রাষ্ট্র, যা প্রকাশ করে দেশের সব জাতি-উপজাতির শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সব মেহনতির সংকল্প ও স্বার্থ।

**লুম্পেন প্রলেতারিয়েত** — পরস্পরবিরোধী সমাজে শ্রেণী-বহির্ভূত নানা স্তর (ভবঘুরে, ভিখারী, চোর-ডাকাত, ইত্যাদি)। এর বিশেষ প্রসার ঘটেছিল পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে। গড়ে ওঠে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি দিয়ে, যেগুলি সংগঠিত রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে অক্ষম।

**শ্রম, আবশ্যিক** — প্রয়োজনীয় উৎপাদ তৈরির জন্য বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মী দ্বারা খরচা-করা শ্রম।

**শ্রম, সামাজিক** — সামাজিক শ্রম বিভাজনে জড়িত লোকেদের ক্রিয়াকলাপ। আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থায় এর প্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষ আকারে (গোষ্ঠীর পরিসরে যৌথ শ্রম); ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে — ব্যক্তিগত শ্রম রূপে, যার সামাজিক চরিত্র ফুটে ওঠে অপ্রত্যক্ষভাবে পণ্য

লেনদেনের মাধ্যমে; কমিউনিজমের আমলে — সরাসরি সামাজিক শ্রম রূপে, পরিকল্পিতভাবে যা সংগঠিত হয় জাতীয় অর্থনীতির পরিমাপে।

**সঞ্চয় তহবিল** — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের একাংশ, যা ব্যবহৃত হয় উৎপাদন বাড়ানোর কাজে।

**সমাজ** — ব্যাপকার্থে — ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত মানুষের যৌথ ক্রিয়াকলাপের আকারগুলির সমষ্টি; সংকীর্ণার্থে — সামাজিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধরন (যেমন, পুঁজিবাদী সমাজ), সামাজিক সম্পর্কসমূহের সুনির্দিষ্ট আকার। সমাজের যথার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা।

**সমাজতন্ত্র** — কমিউনিজমের প্রথম বা নিম্নতম পর্ব। উৎপাদনের উপায়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হল এর অর্থনৈতিক ভিত্তি। সমাজতন্ত্র উৎখাত ঘটায় ব্যক্তিগত মালিকানার ও মানুষে মানুষে শোষণের, বিলোপ ঘটায় অর্থনৈতিক সংকটের ও বেকারির, উন্মুক্ত করে উৎপাদনী শক্তির পরিকল্পিত বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পূর্ণতর রূপদানের প্রান্তর। সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য — জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিটি লোকের সার্বিক বিকাশ। সমাজতন্ত্রের মূল নীতি: প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী।

**সমাজতন্ত্র, ইউটোপীয়** — আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষা, যা গড়ে ওঠে সাধারণ সম্পত্তি, আবশ্যিক শ্রম ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ভিত্তিতে। 'ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের' ধারণাটি এসেছে টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' রচনা থেকে। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র হল সেই বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম এক উৎস, সমাজতন্ত্রকে যা ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে।

**সম্পর্ক, সামাজিক** — অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ, শ্রেণী, জাতির মধ্যকার, এবং তৎসহ সেগুলির অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যময় যোগাযোগ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পারস্পরিক বিরোধমুক্ত এক নতুন সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থা, যে সম্পর্কসমূহ বিকাশলাভ করে, পূর্ণতর রূপলাভ করে সচেতনভাবে, পরিকল্পিতভাবে।

**স্বর্ণযুগ** — প্রাচীন জনগণের ধারণা অনুসারে মানবজাতির অস্তিত্বের একেবারে আদি পর্ব, যখন লোকে বুঝি-বা ছিল চির তরুণ, তাদের কোন চিন্তাভাবনা ও দুঃখকষ্ট ছিল না, ছিল ঠিক ভগবানের মতো, তবে মৃত্যু ছিল, যা তাদের কাছে আসত মিষ্টি এক স্বপ্ন রূপে।

## ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

**অপুঁজিতান্ত্রিক পথ** — বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে যেতে সচেষ্ট দেশগুলির পক্ষে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় একটা পর্ব।

**আন্তর্জাতিকতা** — সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণী, কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক একাত্মতা, তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতি জন্য জনগণের সংগ্রাম সমর্থন।

**ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র** — সাম্য, যৌথ মালিকানা, সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার আদর্শ উত্থাপক সমাজচিন্তা, যার অনেকটাই কল্পনাশ্রিত।

**ইতিহাসের সাবজেকটিভ করণিকা** — অবজেকটিভ (ইচ্ছাবহির্ভূত বাস্তব) সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিকাশ বা রক্ষণের জন্য সাবজেক্ট বা বিষয়ীর (জনগণ, শ্রেণী পার্টি, ব্যক্তিবিশেষ) ক্রিয়াকলাপ।

**উৎপাদনী শক্তি** — উৎপাদন করার উপায়াদি, যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির চালক লোকেদের সমষ্টি। যেকোনো সমাজের প্রধান উৎপাদনী শক্তি হল শ্রমজীবী, যারা উৎপাদন বিষয়ে নির্দিষ্ট খানিকটা জ্ঞান, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার অধিকারী।

**উৎপাদনী সম্পর্ক** — সামাজিক উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। লোকেরা বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে একা-একা নয়, অনেকে মিলে, আর সে প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়।

**উৎপাদনের প্রণালী বা ধরন** — জীবনধারণ, ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ আহরণের ইতিহাসনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এটা হল উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ঐক্য ও প্রতিক্রিয়া। উৎপাদনের প্রণালীর সবচেয়ে সচল ও বৈপ্লবিক উপাদান হল

উৎপাদনী শক্তি, তার বিকাশে নির্দিষ্ট হয় উৎপাদনী সম্পর্ক।

**একচেটিয়া** — বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংঘ, সর্বোচ্চ মুনাফা নিঙড়ে নেবার উদ্দেশ্যে যারা নির্দিষ্ট কতকগুলি সামগ্রীর উৎপাদন ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায়। সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের প্রধান রূপ।

**কমিউনিজম** — পুঁজিতন্ত্রকে হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় হল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপক্কতার পর্যায়ে সমাজতন্ত্র ক্রমশ পরিবিকশিত হয় কমিউনিজমে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ভিত্তি গঠন, কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ, কমিউনিস্ট সামাজিক আত্ম-পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের উন্নয়ন। নতুন মানুষ, সর্বাঙ্গীন বিকশিত ব্যক্তিসত্তা গঠন।

**কমিউনিজমবিরোধিতা** — বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ ও রাজনীতির প্রধান ধারা।

**গণতন্ত্র** — রাষ্ট্রের রূপ, তার ভিত্তি নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তার অনুসরণক্রমে

জনগণকেই ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকৃতি। শ্রেণী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চরিত্র শ্রেণীমূলক।

**জাতি** — নির্দিষ্ট একটা ভূখণ্ডের অধিবাসী, অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ, একই ভাষাভাষী এবং স্বকীয় ধরনের সংস্কৃতি ও চরিত্রের জনগোষ্ঠীর মেল যা গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দানা বাঁধে জাতি।

**জাতিবাদ** — জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ভাবনাশ্রিত বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও পলিসি, যা স্ব জাতির স্বার্থকে অন্যান্য জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে রাখে। নিপীড়িত জনগণের জাতীয়তাবাদ — বৈদেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিশেবে একটা ঐতিহাসিক ন্যায্যতার অধিকারী।

**জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত যথানুপাতিক বিকাশের নিয়ম** — সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম। তাতে প্রকাশ পায় একক সমগ্র হিশেবে জাতীয় অর্থনীতির সুষম পরিচালনার অবজেকটিভ আবশ্যিকতা। নানা ধরনের উৎপাদনের মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত স্থাপনের সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে সচেতন প্রয়াসে নিয়মটি বাস্তবে কার্যকৃত হয়।

**জাতীয় আয়** — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বছরের

মধ্যে পুনরুৎপাদিত সামগ্রীর নীট মূল্য (উৎপাদনের জন্য ব্যয় ধর্তব্য নয়)।

**জীবনধারা** — ক্রিয়াকলাপ, সম্পর্ক, মেলামেশা ও আচরণের রেওয়াজ, যা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত এবং প্রকাশ পায় তাদের ক্রিয়াকলাপের (শ্রম, জীবনযাত্রা, অবসর বিনোদন ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট ধরন হিশেবে।

**জীবনযাত্রার মান** — ব্যক্তি অথবা সমাজের বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা মেটানোর মাত্রা যা অর্থ বা দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে সরাসরি পরিমেয়।

**জীবপরিবেশ সংকট** — পুঁজিতান্ত্রিক জগতে প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্দাম আহরণ আর পরিবেশ দূষিতকরণের ফলে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলার অবস্থা।

**নয়া-ঔপনিবেশিকতা** — ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ওপর যে অসম সম্পর্ক চাপিয়ে দেয় তার ব্যবস্থাধারা।

**পুঁজিতন্ত্র** — উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মজুরি-খাটানো শ্রম শোষণের ভিত্তিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত এবং

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা।

**পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্ব** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাল। শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এবং সম্পূর্ণ হয় সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণে।

**পুঁজিতন্ত্রের সংকট** — পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতিগত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিরোধের তীব্রায়ণ।

**প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব** — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ, সমস্ত ধরনের সামাজিক ও জাতীয় পীড়ন অবসানের জন্য, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য তার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা থাকে।

**ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্র** — অতিবৃহৎ আর্থিক পুঁজির প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ধনী একচেটিয়া সঙ্ঘের দল।

**বস্তুবাদ** — বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ধারা, ভাববাদের বিপরীতে যা দাবি করে যে বিশ্ব প্রকৃতিগতভাবেই বস্তুময়, তা রয়েছে লোকেদের চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে, বিশ্বকে জানা সম্ভব, বস্তুসত্তা আদি, চেতনা পরবর্তী।

**বুর্জোয়া** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যকারী শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়ের মালিক, মজুরি-খাটানো শ্রমের শোষক। বুর্জোয়ার আয়ের উৎস বাড়তি মূল্য।

**বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব** — উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রণী সুকৃতির মিলনে উৎপাদনী শক্তির আমূল গুণগত পুনর্গঠন।

**বৈরবিরোধ** — শত্রুস্থানীয় শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ ও শক্তির মধ্যে এমন স্বার্থবিরোধ, যার আপোস হয় না। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে তার সমাধান হয় এক পক্ষের বিজয়ে।

**ভাবাদর্শ** — রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক ও দার্শনিক ধ্যানধারণার তন্ত্র। শ্রেণী সমাজে ভাবাদর্শ হয় শ্রেণীগত চরিত্রের।

**ভাববাদ** — দর্শনে বস্তুবাদের বিপরীত অবৈজ্ঞানিক ধারা। ভাববাদ মনে করে আদি, প্রাথমিক হল আত্মা, ভাবকল্প, চেতনা, পক্ষান্তরে, প্রকৃতি, বস্তুসত্তা, অস্তিত্ব হল গৌণ।

**মুদ্রাস্ফীতি** — অত্যধিক পরিমাণে কাগুজে মুদ্রা ছেড়ে সঞ্চালনের ক্ষেত্রকে ভারাক্রান্ত করে তোলা। এর ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং আসল বেতন হ্রাস পায়।

**যুগ** — এক থেকে অন্যে উত্তরণ অবধি সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন কাল।

**রাজনীতি** — রাষ্ট্রক্ষমতা, তার চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ, জাতি, ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত সামাজিক জীবন।

**রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র** — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়, তার বৈশিষ্ট্য হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াগুলির ক্ষমতার মিলন।

**রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব** — বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা।

**শোধনবাদ** — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবৈজ্ঞানিক সংশোধন, তথাকথিত পুনর্বিচার। 'দক্ষিণপন্থী' শোধনবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্থলে আনে বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর 'বামপন্থী' শোধনবাদ আনে নৈরাজ্যবাদী, 'অতিবৈপ্লবিক' প্রস্তাবাদি।

**শ্রমিক শ্রেণী** — বর্তমান সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী ও প্রগতিশীল শ্রেণী। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় তারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, তাই বুর্জোয়ারা তাদের শোষণ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী হল প্রধান এবং পরিচালক শক্তি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

পার্টির নেতৃত্বে তারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের ব্যবস্থা করে।

**সংস্কার** — বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে, তার শ্রেণী চরিত্রে বদল না ঘটিয়ে সমাজজীবনের কোনো একটা দিকের পরিবর্তন।

**সমরবাদ** — যুদ্ধের আয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে মেহনতিদের সংগ্রাম দমনের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অনুসৃত সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নীতি।

**সমাজতন্ত্র** — পুঁজিতন্ত্রের স্থলে আগত সমাজব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। তার বৈশিষ্ট্য: উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান, বন্ধুস্থানীয় শ্রমজীবী শ্রেণী ও স্তরের অস্তিত্ব, জনগণের ক্ষমতা, সমাজের পরিকল্পিত বিকাশ। সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য জনগণের বর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা ক্রমেই পুরোপুরি মেটানো।

**সমাজতন্ত্রমুখিতা** — জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিবিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক পুনর্গঠনের ধারা।

**সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা** — লোকেদের এমন ক্রিয়াকলাপ,

সম্পর্ক, আদান-প্রদান, আচরণের ব্যবস্থা যা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে, সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে চালিত।

**সামন্ততন্ত্র** — দাসপ্রথা বা আদিম সমাজব্যবস্থা হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত, পুঁজিতন্ত্রের পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থা। তার ভিত্তি হল ভূমির ওপর সামন্ত বা ভূস্বামীদের মালিকানা এবং তাদের নিকট উৎপাদক, ভূমিকর্ষকদের আংশিক অধীনতা, বাধ্যতা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জের এইসব জনগণের অগ্রগতিতে, জাতীয় পুনর্জন্ম আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে বাধা দিচ্ছে।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** — উৎপাদনের প্রণালী, রাজনৈতিক প্রথা, সামাজিক চেতনার রূপে বিশিষ্ট এক-একটা সামাজিক বিকাশের পর্যায়। মানবজাতির ইতিহাসে আছে এই ধরনের কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিক বদল: আদিম, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট।

**সাম্রাজ্যবাদ** — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়; বিশ্বের শোষক অংশে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রভুত্বের ব্যবস্থা।

**সুবিধাবাদ** — সংস্কারবাদী পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপে অনুসৃত বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণীগত আপোস ও সহযোগিতার তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

# ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ

**আগ্রাসন** — অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল, জনগণকে দাসত্বে বাঁধা, দেশকে আগ্রাসক রাষ্ট্রের অধীন করার জন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদের পলিসি।

**একনায়ক** — সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, সেই এক ব্যক্তিই শাসন চালায়। সাধারণত একনায়ক ক্ষমতায় আসে সামরিক ক্যু'দেতার ফলে।

**একনায়কত্ব** — ১) একনায়কের ক্ষমতা ২) কোনো একটা শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য।

**একনায়কত্ব, প্রলেতারীয়** — সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য বুর্জোয়ার ওপর শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য, প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে শোষকদের প্রতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে, এর চরিত্র সাময়িক, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের রাষ্ট্র এটি। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীন রাষ্ট্রে।

**একনায়কত্ব, বুর্জোয়া** — মেহনতিদের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণীর (পুঁজিপতিদের) রাজনৈতিক আধিপত্য, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত রাষ্ট্রের মর্মার্থ।

**ঔপনিবেশিকতা, উপনিবেশবাদ** — উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ (প্রভু দেশ) কর্তৃক উপনিবেশের জনগণকে রাজনৈতিক অধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণে নিপতিত করা। বিশ শতকের ৭০-এর দশকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন হয়।

**কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মপরিচালনা** — কমিউনিজমে সমাজ

চালাবার সংগঠন, অরাষ্ট্রিক পরিচালনা. এতে পরিচালনায় অংশগ্রহণ হয়ে দাঁড়ায় সমাজের প্রতিটি সদস্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা, স্বীকৃত আবশ্যিকতা।

কেন্দ্রিকতা — পরিচালনা ও সংগঠনের যে ব্যবস্থায় স্থানীয় সংস্থাগুলি ক্ষমতার ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন।

গণতন্ত্র — রাষ্ট্র এবং গোটা রাজনৈতিক জীবনের রূপ। রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক রূপ এবং নাগরিকদের সমতার সরকারি স্বীকৃতি তার বৈশিষ্ট্য। তবে 'বিশুদ্ধ', সাধারণ কোনো গণতন্ত্র হয় না। গণতন্ত্রের মূর্ত-নির্দিষ্ট তাৎপর্য নির্ধারিত হয় সর্বাগ্রে সমাজব্যবস্থার চরিত্র দিয়ে।

গণতন্ত্র, বুর্জোয়া — বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের একটা রূপ। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন এবং আইনের কাছে সকলের সমতা ঘোষণার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। তবে কার্যক্ষেত্রে মালিক আর মজুরি-খাটা শ্রমিক, ধনী আর দরিদ্র, পুরুষ আর নারীর মধ্যে অসাম্য, বর্ণগত, জাতিগত বৈষম্য থেকে যায়।

গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক — সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক জীবনের রূপ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ — ব্যাপক মেহনতী জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ, পরিচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ সহ ক্ষমতা ব্যবহার, সমাধিকার ও স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার, কার্যক্ষেত্রে তা ভোগের ব্যবস্থা দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার সমৃদ্ধি।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা — সমাজতান্ত্রিক সমাজে শাসন ও সংগঠনের নীতি। তাতে অধিকাংশের নিকট অল্পাংশের অধীনতা, একক পরিচালক কেন্দ্র ও শৃঙ্খলা মেনে সমস্ত যৌথ ও গ্রুপের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের

সঙ্গে পরিচালক সংস্থাগুলির নির্বাচনাধীনতাকে মেলানো হয়। যে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় স্থানীয় স্বাধীনতার স্থান নেই আর যে নৈরাজ্যবাদে রাষ্ট্র, একক পরিচালক কেন্দ্রের প্রয়োজন অস্বীকৃত উভয়েরই তা বিরোধী।

**গোষ্ঠীতন্ত্র (অলিগার্কি)** — মুষ্টিমেয় ধনী, অভিজাতদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব।

**জাতীয় বুর্জোয়া** — উন্নয়নশীল দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ যারা স্বদেশের স্বাধীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে আগ্রহী। যেসব মালিক পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়াগুলির মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়, নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসির সহায়ক, তারা এই দলে পড়ে না।

**ডেপুটি** — রাষ্ট্রীয় শাসন সংস্থায় অধিবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মেহনতিরা ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েত, স্থানীয় সোভিয়েতে ডেপুটি নির্বাচন করে।

**নয়া-ঔপনিবেশিকতা** — নতুন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক পলিসির প্রলম্বন। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক অধীনতা বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে রাজনৈতিক পরাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য।

**পুঁজিতন্ত্র** — যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের মালিক, উৎপাদন চলে মজুরি-শ্রম শোষণ করে।

**পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া** — কনসার্ণ, কর্পোরেশন ইত্যাদিতে পুঁজিপতিদের প্রতাপশালী জোট। পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে একচেটিয়ার প্রভুত্ব, সরকারি সংস্থাদির ওপর তাদের নির্ধারক প্রভাব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

প্রজাতন্ত্র — যে রূপের রাষ্ট্রে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা গঠিত হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য সংবিধান নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। রাজতন্ত্রের তুলনায় প্রজাতন্ত্র ইতিহাসের দিক থেকে প্রগতিশীল রূপের রাষ্ট্র। তবে প্রজাতন্ত্রের সত্যকার তাৎপর্য নির্ধারিত হয় বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে। তাই সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত।

বিকেন্দ্রীকরণ — কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কতকগুলি কাজ স্থানীয় শাসন সংস্থায় অর্পণ করে তাদের অধিকার প্রসার।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের একটি অঙ্গ, সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, ক্রমশ কমিউনিজম নির্মাণের শর্ত ও পথের প্রতিপাদন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — প্রকৃতি, সমাজ, চিন্তন বিকাশের নিয়মাদি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির তন্ত্র, বিশ্বকে জানা ও পুনর্গঠিত করার মতবাদ। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের ভাবাদর্শীয় বনিয়াদ।

রাজতন্ত্র — শাসনের রূপ, যাতে রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে একজন ব্যক্তি — জার, রাজা, সম্রাট এবং রাষ্ট্রক্ষমতা সাধারণত হস্তান্তরিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা — সমাজের সমস্ত সভ্যের ওপর নির্ধারক নিয়ন্ত্রণ চালাবার সামর্থ্য। সেটা চালানো হয় রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়, প্রত্যয় উৎপাদন আর বাধ্যকরণ মারফত। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হল রাষ্ট্র।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া — বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়-মুক্তিকামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া, জমিদার, অধিপতি শ্রেণীর সমস্ত লোকেদের সক্রিয় প্রতিরোধ, মেহনতিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আর ব্যাপক বলপ্রয়োগের আমল।

**রাষ্ট্রের টাইপ** — রাষ্ট্রের শ্রেণীমর্মের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও পার্থক্য বোঝায় এতে। রাষ্ট্রগুলিকে চারটি মৌলিক টাইপে ভাগ করা হয়েছে: দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক।

**শোষণ** — উৎপাদনী উপায়ের বৃহৎ ও মাঝারি মালিকগণ কর্তৃক অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করা। উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বৈশিষ্ট্য।

**শ্রেণী সংগ্রাম** — বৈরী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রাম। উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায় নিজেদের হাতে রাখার, মজুরি-শ্রমের শোষণ বাড়াবার চেষ্টা করে বুর্জোয়ারা। মেহনতিরা বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়ে। পরিণামে শ্রেণী সংগ্রাম পৌঁছয় সামাজিক বিপ্লবে।

**সমাজতন্ত্র** — নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রে থাকে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ বিলুপ্ত, জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হয় মেহনতিদের স্বার্থে একক পরিকল্পনা অনুসারে, ক্রমশ গড়ে ওঠে সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের সমান পরিস্থিতি।

**সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব** — পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ। শুরু হয় সমস্ত মেহনতিদের সঙ্গে সহযোগে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ধূলিসাৎ করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দিয়ে।

**সাম্রাজ্যবাদ** — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়। দেখা দেয় যখন দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া সংস্থা।

# টীকা ও ব্যাখ্যা

**অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট** — পুঁজিতান্ত্রিক চক্রের একটি পর্ব, যার বৈশিষ্ট্য হল সামগ্রীর অতি-উৎপাদন, ব্যাপক বেকারি ও শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি।

**অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য** — একজন একক পুঁজিপতির শিল্পোদ্যোগে উৎপন্ন পণ্যের আলাদা একক মূল্য যখন সেই পণ্যের সামাজিক মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন সেই পুঁজিপতি যে বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে।

**অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য** — কর্ম-দিবসের বিস্তৃতি বা শ্রম-নিবিড়করণের মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**অর্থ** — একটি বিশেষ পণ্য, যা পণ্যসমূহের বিনিময়ে এক সর্বজনীন তুল্যমূল্যের ভূমিকা পালন করে।

**অর্থনীতি** — উৎপাদন সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামগ্রিকতা, সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

**অর্থনৈতিক নিয়মসমূহ** — মানবসমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ নিয়ামক বিষয়গত নিয়মগুলি।

**অর্থনৈতিক স্বার্থ** — মানবিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়গত চালিকাশক্তি, উৎপাদনের ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির স্থানমর্যাদা এবং তার বৈষয়িক চাহিদার মধ্যেকার সম্পর্ককে তা প্রকাশ করে।

**অর্থ-পুঁজি** — পুঁজিতে রূপান্তরিত অর্থের একটি অংক, অর্থাৎ যে-মূল্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে এবং মজুরিশ্রম শোষণে ব্যবহৃত হয়।

**অর্থমুদ্রাগত সংকট** — পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরিক অর্থমুদ্রা-ক্রেডিট ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থমুদ্রাগত-আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে প্রচণ্ড গোলযোগ।

**অস্থির পুঁজি** — পুঁজির যে-অংশটিকে নিয়োগকর্তা ব্যবহার করে শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

**আদিম সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা** — মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, যখন উৎপাদনের ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে আলাদা এক একটি কমিউনের যৌথ মালিকানা, যা সেই যুগের অনুন্নত, আদিম উৎপাদনী শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

**আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য** — আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করা ও তার সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুন উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়ানোর ফলে আদায়-করা উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**আপেক্ষিক জনাধিক্য** — পুঁজিপতিদের দিক থেকে শ্রমশক্তির চাহিদার তুলনায় শ্রমজীবী জনসমষ্টির এক আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত।

**আবশ্যকীয় উৎপাদ** — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রটিতে শ্রমজীবী জনগণের উৎপন্ন সামাজিক উৎপাদের অংশ, যেটি মেহনতি ব্যক্তি ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, তার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

**আবশ্যকীয় শ্রম** — আবশ্যকীয় উৎপাদ উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম।

**উৎপাদন প্রণালী** — উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত ভোগের জন্য, উৎপাদনের উপায় উৎপাদন ও ভোগের সামগ্রী উৎপাদনের জন্য মানুষের যে বৈষয়িক মূল্যগুলি প্রয়োজন হয়, সেগুলি উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত প্রণালী। এটা উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্য।

**উৎপাদন সম্পর্ক** — বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এগুলির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সম্পর্ক।

**উৎপাদনী শক্তি** — সমস্ত উৎপাদনের উপায় এবং যারা তাদের অভিজ্ঞতা ও শ্রমদক্ষতা দিয়ে সেগুলিকে চালু করে সেই মানুষের ঐক্য।

**উৎপাদনের দাম** — পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি পণ্যের দাম, যা উৎপাদন-ব্যয় যোগ গড় মুনাফার সমান; পণ্যমূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ।

**উৎপাদনের নৈরাজ্য** — অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার অবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও

অনুপাতহীন বিকাশ; উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে তা সহজাত।

**উদ্বৃত্ত উৎপাদ** — শ্রমজীবী জনগণের সৃষ্ট আবশ্যকীয় উৎপাদের উপরে ও তদতিরিক্ত সমস্ত বৈষয়িক মূল্য।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য** — মজুরি-শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট তার শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে ও তদতিরিক্ত মূল্য যা পুঁজিপতি উপযোজন করে।

**উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার** — পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা; শতাংশে প্রকাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্য ও অস্থির পুঁজির অনুপাত।

**উদ্বৃত্ত-শ্রম** — উদ্বৃত্ত উৎপাদ সৃষ্টি করার জন্য বৈষয়িক উৎপাদনে শ্রমজীবী জনগণের ব্যয়িত শ্রম।

**উপনিবেশবাদ** — অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলির জাতিসমূহকে প্রত্যক্ষ দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতি।

**ঋণের পুঁজি** — অর্থ-পুঁজির মালিক এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অন্যান্য পুঁজিপতিকে যে অর্থ-পুঁজি ব্যবহার করতে দেয়, শেষোক্তরা সুদের রূপে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে।

**একচেটিয়া দাম** — একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্থিরীকৃত বাজারদামের একটি রূপ, যা তাদের একচেটিয়া মুনাফা দেয়।

**একচেটিয়া সংস্থা, পুঁজিতন্ত্রী** — একটি বৃহৎ পুঁজিতন্ত্রী কোম্পানি (বা অনেকগুলি কোম্পানির পরিমেল), যা একচেটিয়া উঁচু মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন উৎপাদের উৎপাদন ও বিপণনের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

**কমিউনিজম** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক এক সামাজিক গঠনরূপ, যা উৎপাদনী শক্তিগুলির বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়; তা হল মানবজাতির সমাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতির সর্বোচ্চ পর্যায় এবং পুঁজিতন্ত্রকে তা প্রতিস্থাপিত করে। এর দুটি পর্ব আছে: সমাজতন্ত্র, নিম্নতর পর্ব, এবং সম্পূর্ণ কমিউনিজম, উচ্চতর পর্ব।

**কর** — ব্যক্তি, উদ্যোগ ও সংগঠনগুলির কাছ থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের অংক।

**খাজনা** — উদ্যোগমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন পুঁজি, জমি বা অন্য সম্পত্তি থেকে পাওয়া নিয়মিত আয়।

**জমির খাজনা** — কৃষিতে সাক্ষাৎ উৎপাদকদের দ্বারা সৃষ্ট ও ভূস্বামীর দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত উৎপাদের একটি অংশ।

**জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি** — বড় বড় উদ্যোগ সংগঠিত করার একটি রূপ, যেগুলির পুঁজি আসে স্টক ও শেয়ার বিক্রয় থেকে।

**জাতীয় আয়** — এক নির্দিষ্ট কালপর্বে (সাধারণত এক বছরে) দেশে সৃষ্ট নতুন মূল্য।

**দাম** — একটি পণ্যমূল্যের অর্থমুদ্রাগত অভিব্যক্তি।

**দাসপ্রথাধীন ব্যবস্থা** — মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণীগত বৈরমূলক গঠনরূপ, যার ভিত্তি উৎপাদনের উপায় ও খোদ শ্রমিকের উপরেই — দাসের উপরেই — ব্যক্তিগত মালিকানা, মানুষের উপরে মানুষের শোষণ।

**দুরারোগ্য বেকারি** — পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিরন্তর ব্যাপক বেকারি, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের কালপর্বে তা পুঁজিতান্ত্রিক চক্রের প্রত্যেকটি পর্বে থাকে।

**ধনকুবেরতন্ত্র** — মুষ্টিমেয় কিছু সর্ববৃহৎ পুঁজিপতি, যারা শিল্প ও ব্যাঙ্কিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির মালিক এবং শীর্ষস্থানীয় উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যারা কার্যত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চালায়।

**নয়া-উপনিবেশবাদ** — যে সমস্ত ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা লাভ করেছে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যবহৃত সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও ভাবাদর্শগত উপায়।

**পণ্য** — ব্যক্তিগত ভোগের পরিবর্তে বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট শ্রমের উৎপাদ।

**পুঁজি** — আত্ম-সম্প্রসারণশীল মূল্য, বা যে-মূল্য মজুরি-শ্রম শোষণের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজি হল এক নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদনের উপায়ের মালিক পুঁজিপতিদের শ্রেণী আর উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত ও নিজের শ্রমশক্তি পুঁজিপতির কাছে বিক্রয় করে বেঁচে থাকতে বাধ্য প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সম্পর্ক।

**পুঁজি রপ্তানি** — একচেটিয়া সংস্থাগুলির ও ধনকুবেরতন্ত্রের মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জন্য বহুবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপকার ও সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ।

**পুঁজি সঞ্চয়ন** — উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

**পুঁজিতন্ত্র** — শেষ শোষণমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, যার উদ্ভব হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের উদরে এবং সমাজতন্ত্র যাকে প্রতিস্থাপিত করে। এর ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা ও মজুরি-শ্রম শোষণ।

**পুঁজিতন্ত্রে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়** — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের এক তুল্যমূল্য উৎপন্ন করে।

**পুঁজিতন্ত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়** — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

**পুঁজিতন্ত্রে বাণিজ্যিক মুনাফা** — উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মজুরি-শ্রম সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একাংশ, যা বাণিজ্যিক পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে।

**পুঁজিতন্ত্রে মজুরি** — শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ।

**পুঁজিতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা** — বুর্জোয়া সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ, যেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্র, 'সর্বমোট পুঁজিপতি', উৎপাদনের উপায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক।

**পুঁজিতন্ত্রে সুদ** — উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি (শিল্পপতি বা বণিক) ঋণদাতা পুঁজিপতিকে দেয় তার অর্থ-তহবিল এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার করার জন্য।

**পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি** — সামাজিক উৎপাদন আর শ্রমের উৎপাদগুলির ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক উপযোজনের মধ্যে অসঙ্গতি।

**পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট** — সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক পতনের কালপর্ব, যখন বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিতর থেকে ভাঙতে থাকে এবং নতুন নতুন দেশ সেই ব্যবস্থার বাইরে চলে যায়, বিশ্বব্যাপী পরিসরে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামের কালপর্ব।

**পুঁজিতান্ত্রিক সংহতি** — যে প্রক্রিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মিলিত হয়, তা রূপ নেয় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চুক্তির, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ পূরণ।

**প্রতিযোগিতা** — পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণনে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থার জন্য ব্যক্তিগত পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে বৈরমূলক সংগ্রাম।

**প্রলেতারিয়েত** — পুঁজিতন্ত্রে মজুরি-শ্রমিকদের শ্রেণী।

**প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি** — পুঁজিতন্ত্রে প্রলেতারিয়েতের জীবনমানের অবনতি, যা প্রকাশ পায় তাদের কাজের, জীবনের ও সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক অবনতির মধ্যে।

**প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি** — বর্ধমান ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর তুলনায় প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি। জাতীয় আয়, সর্বমোট সামাজিক উৎপাদ ও জাতীয় সম্পদে প্রলেতারিয়েতের ভাগটা কমে যাওয়ার মধ্যে তা প্রকাশ পায়।

**ফিনান্স পুঁজি** — ব্যাঙ্কিং একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে একাঙ্গীভূত শিল্প একচেটিয়া পুঁজি।

**বনিয়াদ ও উপরিকাঠামো** — সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক-

কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক, উৎপাদন সম্পর্ক হল সমাজের বনিয়াদ, আর সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়ানো ও তার দ্বারা নির্ধারিত ভাবধারণা, ভাবাদর্শগত সম্পর্ক, আইনগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল উপরিকাঠামো।

**বাণিজ্য** — পণ্যসমূহের ক্রয় ও বিক্রয়ের রূপে শ্রমের উৎপাদগুলির বিনিময়।

**বাণিজ্যিক পুঁজি** — যে পুঁজি শিল্প-পুঁজি থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং যার প্রধান কাজ হল মুনাফা লাভের জন্য সামগ্রী বাজারজাত করা।

**বিপ্লব, সামাজিক** — সেকেলে সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং এক নতুন ও আরও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

**বুর্জোয়া শ্রেণী** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শাসক শ্রেণী, যারা প্রধান উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং মজুরি-শ্রম শোষণ করে বেঁচে থাকে।

**বেকারি** — পুঁজিতান্ত্রিক সহজাত এক ব্যাপার, এতে সক্ষমদেহ জনসমষ্টির একটা বড় অংশ চাকরি পেতে পারে না এবং এক সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনী গঠন করে।

**বৈদেশিক বাণিজ্য** — অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটি দেশের বাণিজ্য, সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহের আমদানি ও রপ্তানি।

**ব্যাংক** — যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাময়িকভাবে মুক্ত অর্থসম্পদকে নিজেদের কাছে কেন্দ্রীভূত করে এবং ঋণ ও ক্রেডিট হিসেবে তা লভ্য করে তোলে।

**ভাবাদর্শ** — রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য অভিমত ও ধ্যানধারণার এক অভি মততন্ত্র, যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় সামাজিক সম্পর্ক। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে ভাবাদর্শের একটা শ্রেণী চরিত্র থাকে।

**মজুরি-শ্রম** — পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমজীবী জনগণের শ্রম; তারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য।

**মানুষের উপরে মানুষের শোষণ** — উৎপদনের উপায়ের যারা মালিক তাদের দ্বারা সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত শ্রমে ও কখনও বা তাদের আবশ্যকীয় শ্রমের একাংশ দিয়েও উৎপন্ন উৎপাদগুলির পারিশ্রমিকহীন উপযোজন।

**মুদ্রা বা কারেন্সি** — কোন দেশের অর্থমুদ্রাগত একক (যেমন ফরাসী ফ্রাঁ বা মার্কিন ডলার); আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যবহৃত অর্থের মোট পরিমাণ (বৈদেশিক মুদ্রা নামেও পরিচিত)।

**মুদ্রাস্ফীতি** — বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনের তুলনায় সঞ্চলনে কাগজী অর্থের অতিরিক্ততা, যার ফলে তার অবচয় ঘটে।

**মুনাফা, পুঁজিতান্ত্রিক** — উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিবর্তিত রূপ, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে অতিরিক্ত লাভ।

**মুনাফার গড় হার** — অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসের প্রভেদ-নির্বিশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান পরিমাণের পুঁজির উপরে সমান মুনাফা।

**মুনাফার হার** — শতাংশে প্রকাশিত মোট আগাম-দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত। এটি একটি জরুরি সূচক, যা পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির মুনাফাদায়কতা চিহ্নিত করে।

**মূল্য** — একটি পণ্যে অঙ্গীভূত পণ্য-উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম।

**রাঁতিয়ে (পরশ্রমজীবী)** — 'কুপন-কাটা' পুঁজিপতিরা, পুঁজিপতিদের মধ্যে সবচেয়ে পরগাছা বর্গ, যারা আয় পায় জামানত থেকে এবং ব্যাঙ্কে আমানত করা পুঁজির উপরে সুদ থেকে।

**রাজনীতি** — বিভিন্ন শ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি রাজনীতি অনুসরণ করে শাসক শ্রেণী কিংবা তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থে।

**রাষ্ট্র** — অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্যশালী শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার এক হাতিয়ার।

**রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র** — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে একটি পর্যায়, যেখানে একচেটিয়া সংস্থাগুলির শক্তি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে যোগ দেয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, ফিনান্স পুঁজির সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য।

**শিল্প-পুঁজি** — শিল্প, কৃষি, পরিবহণ ও নির্মাণে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পুঁজি কাজ করে।

**শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ** — শেয়ারের যে সংখ্যা তার অধিকারীকে একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দেয়।

**শ্রম-নিবিড়তা** — সময়ের প্রতি এককে মেহনতি মানুষ যে শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

**শ্রমশক্তি** — মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা।

**শ্রমের উৎপাদনশীলতা** — উৎপাদের একটি একক উৎপাদনে ব্যয়িত সময়ের হিসাবে পরিমাপ করা মনুষ্য শ্রমের কার্যকরতা।

**শ্রেণীসমূহ, সামাজিক** — জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী; উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং ফলত, তাদের হাতে সামাজিক সম্পদের ভাগ ও কীভাবে তারা সেটা পায় — এই সমস্ত বিষয়ে তাদেব পার্থক্য থাকে।

**সমাজতন্ত্র** — কমিউনিস্ট গঠনরূপের প্রথম পর্ব, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা এবং সমাজের সমানাধিকারপূর্ণ সদস্যদের শোষণমুক্ত শ্রমভিত্তিক এক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জনগণের অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থে তা বিকশিত হয় এই নীতি অনুসারে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুযায়ী।'

**সম্পত্তি-মালিকানা** — উৎপাদনের উপায় ও তার সাহায্যে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্য উপযোজনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

**সামন্ততন্ত্র** — জমির উপরে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা ও ব্যক্তিগতভাবে পরাধীন ভূমিদাসদের উপরে শোষণভিত্তিক এক শ্রেণীগত-বৈরমূলক গঠনরূপ।

**সামরিক-শিল্প সমাহার** — একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য শক্তিশালী করা ও মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে

অস্ত্রপ্রতিযোগতার পক্ষপাতী একচেটিয়া অস্ত্রসংস্থা, সমর বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এক মৈত্রীজোট।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ** — উৎপাদন প্রণালী ও প্রাধান্যশালী উৎপাদন সম্পর্ক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সমাজের এক ঐতিহাসিক ধরন: তার একটি বনিয়াদ ও একটি উপরিকাঠামো থাকে।

**সাম্রাজ্যবাদ** — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়, ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বলগ্ন।

**সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন** — যে প্রক্রিয়ায় উপনিবেশগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা লাভ করে।

**স্টক ও শেয়ার** — যে জামানতগুলি এটা বোঝায় যে একটা নির্দিষ্ট অংকের অর্থ একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির পুঁজিতে প্রদান করা হয়েছে, এবং যেগুলি তাদের অধিকারীকে সক্ষম করে তোলে কোম্পানির সর্ববিষয়ে অংশগ্রহণ করতে এর মুনাফার একটা অংশ পেতে।

**স্থির পুঁজি** — উৎপাদনের উপায় ক্রমেয় ব্যবহৃত পুঁজির অংশ। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এর পরিমাণ বদলায় না।

## ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ

**আগ্রাসন** — এক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেআইনি শক্তি প্রয়োগ।

**উৎপাদনী শক্তি** — উৎপাদনের উপায় এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা আর শ্রমাভ্যাস নিয়ে যেসব লোক তা চালু করে। উৎপাদনী শক্তি সর্বদা বিকশিত হয় নির্দিষ্ট একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপে, এক-এক ধরনের উৎপাদনী সম্পর্কের পরিস্থিতিতে।

**উৎপাদনী সম্পর্ক** — বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে অবজেকটিভ যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে একত্রে এসম্পর্ক গড়ে তোলে ইতিহাসের দিক থেকে নির্দিষ্ট এক-একটা উৎপাদনের ধরন বা প্রণালী। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ একটা অমীমাংসেয় বৈরিতার চরিত্র ধরে না, যথাসম্ভব

পূর্ণাকারে মেহনতিদের স্বার্থ সাধনের লক্ষ্যে শ্রমজীবীদের পরিকল্পিত উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তার সমাধান হয়।

**উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বা পুঞ্জীভবন** — বৃহদায়তনে উৎপাদন, বিশেষীকৃত এক-একটা উদ্যোগে উৎপাদনের সমাহৃতি। পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদন কেন্দ্রীভবনের শর্ত হল পুঁজির কেন্দ্রীভবন, মজুরি-খাটা শ্রম শোষণের ভিত্তিতে তার পুঞ্জীভবন। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বিকশিত হয় সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা অবিরাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে।

**কমিউনিজমবিরোধিতা** — সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক হাতিয়ার, যার মূলকথা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুৎসা, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রাজনীতি ও লক্ষ্য, মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদকে বিকৃত করে দেখানো, তার অপপ্রচার।

**কৃষি সংস্কার** — শ্রমের সমবায় ও উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণের ভিত্তিতে ক্ষুদে কৃষক জোতের প্রগাঢ় পুনর্গঠন এবং বৃহৎ কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা।

**ঘোষণা** — দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক একটা চুক্তি, যাতে রাষ্ট্র, আন্তঃসরকারি সংস্থা বা সামাজিক সংগঠনাদি

রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে তাদের নীতি নির্দিষ্ট করে বা কোনো কোনো প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান জানায়।

**জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পন** — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলগত প্রণালী। উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রণালীবদ্ধ, যথানুপাতিক বিকাশের যে অবজেকটিভ নিয়ম সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার দাবি অনুসারেই চলে পরিকল্পন। পরিকল্পন মানে পরিকল্পনা রচনা, তা পূরণের ব্যবস্থা আর তার নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পিত অর্থনীতি হল সমাজতন্ত্রের একটা বড়ো সুবিধা। তাতে নিশ্চিত হয় অর্থনীতির নিঃসংকট বিকাশ, জনগণের অবিরাম সচ্ছলতা বৃদ্ধি।

**ডিক্রি** — রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা যে আদেশ, নিয়ম, আইন জারি করে।

**নিঃস্বার্থ সাহায্য** — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে যে সাহায্য করে নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ মুনাফা তোলার উদ্দেশ্যে নয়।

**পুঁজিতন্ত্র** — উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা আর পুঁজিপতি কর্তৃক মজুরি-খাটা শ্রম শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী।

**পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্ব** — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সময়টা। তার শুরু শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে, সমাপ্তি সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণে।

**পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট** — পুঁজিতন্ত্রের সামগ্রিক সংকট, তার অর্থনীতি আর রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি, ভাবাদর্শ আর সংস্কৃতি, সব নিয়ে।

**পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা (সম্পত্তি)** — বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যে সম্পত্তি গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বাজেটের টাকায় নির্মিত বা পুঁজিতান্ত্রিক জাতীয়করণ মারফত পাওয়া উদ্যোগগুলিতে। তা শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থাধীন।

**প্রতিযোগিতা** — উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে কাঁচামালের উৎস, বাজার, পুঁজিলগ্নির ক্ষেত্রের জন্য, মুনাফার বেশির ভাগটা হস্তগত করার জন্য এক-একজন পুঁজিপতি আর এক-একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মধ্যে নিষ্ঠুর সংগ্রাম। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সমস্ত ধাপেই প্রতিযোগিতা তার প্রকৃতিগত ধর্ম।

**প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে বণ্টন** — বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতি; যখন শ্রম হয়ে দাঁড়ায় মানুষের

প্রাথমিক প্রয়োজন এবং সমাজে দেখা দেয় দ্রব্যের প্রাচুর্য, তখন প্রত্যেকে সবই পায় যতটা তার দরকার।

**প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব** — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হলে শ্রমিক শ্রেণীর যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্রত হল পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে জাতীয় পীড়নের বিলোপ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ।

**প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা** — কমিউনিস্টদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমস্ত ক্ষেত্রে তা বিধৃত। তাতে বোঝায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক একাত্মতা, পারস্পরিক সাহায্য, কর্মের ঐক্য, জাতিগুলির স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের প্রতি শ্রদ্ধা।

**বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পথ** — অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলির ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র এড়িয়ে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া।

**বেকারি** — পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি সামাজিক পরিণাম, যাতে মজুরি-খাটা লোকেদের একাংশ কর্মচ্যুত হয় ও জীবিকা হারায়, গড়ে তোলে শ্রমের মজুদ বাহিনী। বেকারিকে পুঁজিপতিরা কাজে লাগায় কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণ বৃদ্ধির জন্য।

**বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি** — বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরস্পর সংশ্লিষ্ট সম্মুখ বিকাশ, যা ঘটছে বৈষয়িক উৎপাদনের চাহিদা, সামাজিক প্রয়োজনের বৃদ্ধি ও ও জটিলতার ফলে। তাতে উৎপাদনকে চালানো সম্ভব হয় প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সুকৃতিকে সচেতন প্রয়োগের টেকনোলোজিকাল প্রক্রিয়ায়। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির দুটি রূপ পরস্পরনির্ভর: ১) বিবর্তনমূলক, উৎপাদনের চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ভিত্তির অপেক্ষাকৃত ধীর ও আংশিক উন্নয়ন; ২) বৈপ্লবিক, যা রূপ নিচ্ছে আমূল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল পরিবর্তনে। কোথায় কোন সামাজিক ব্যবস্থার প্রাধান্য সেই অনুসারে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফলও হয় বিভিন্ন।

**ভাবাদর্শ** — নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যয়, আদর্শাদির তন্ত্র। প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

**মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** — কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বৈপ্লবিক মতবাদ; দার্শনিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা অখণ্ড বৈজ্ঞানিক তন্ত্র, যা হল শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা: বিশ্ব বিষয়ে প্রজ্ঞান ও তার বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, সমাজ, প্রকৃতি আর মানবিক চিন্তন বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে

বিজ্ঞান। দেখা দেয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিজ্ঞানের সমস্ত সুকৃতি, অগ্রণী সামাজিক চিন্তার ভিত্তিতে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের সামান্যীকরণের ভিত্তিতে। এ মতবাদের মূলাঙ্গ: দর্শন — দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্র; বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম। সমাজতান্ত্রিক দেশেদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দ্বারা পরবর্তী কালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে সৃজনশীল বিকাশ ঘটেছে, সেটা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার ও তথ্যাদির সাধারণীকরণ, বিশ্ব বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরিত্র আন্তর্জাতিক।

**মুদ্রাস্ফীতি** — প্রচলনে ছাড়া কাগুজে মুদ্রার মূল্যহ্রাস, তার ক্রয়ক্ষমতার অবনতি।

**লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা** — বৃহৎ যৌথ জোতে স্বেচ্ছায় মিলনের মাধ্যমে ক্ষুদে কৃষক জোতগুলির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা।

**শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান** — বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি ঘোষণা করেছে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। তাতে বোঝায় বহির্নীতির একটা পদ্ধতি হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, রাষ্ট্রগুলির সমাধিকার, সমস্ত জাতি কর্তৃক স্বাধীনভাবে

নিজ নিজ ভাগ্য বিধানের অধিকার স্বীকৃতি, রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও ভূভাগের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার বিকাশ।

**শোধনবাদ** — শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ধারা, যা 'নবায়ন', পুনর্বিচার', 'সংশোধনের' নামে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের মতবাদকে বিকৃত করে এবং মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টিগুলির প্রতি শত্রুতার মনোভাব নেয়।

**শোষণ** — উৎপাদনী উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক শ্রেণী দ্বারা দাম না দিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের একাংশ শ্রম আত্মসাৎকরণ।

**শ্রম অনুযায়ী বণ্টন** — সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম, এতে সমাজের প্রতিটি সদস্য যতটা শ্রম সমাজকে দিচ্ছে, বৈষয়িক সম্পদও সে পায় সেই পরিমাণে।

**শ্রমিক শ্রেণী** — আধুনিক সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী ও প্রগতিশীল শ্রেণী; ঐতিহাসিক অগ্রগতির, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণের প্রধান চালিকা শক্তি।

**শ্রমের উৎপাদনশীলতা** — উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের

ফলপ্রসূতা। তা মাপা হয় উৎপাদিত দ্রব্যের এক-একটি এককের জন্য ব্যয়িত সময় অথবা সময়ের এককে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর শর্ত: ১) বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি; ২) কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৩) বিশেষীকরণ আর সমবায়ীকরণ; ৪) প্রাকৃতিক পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহার।

**শ্রেণী সংগ্রাম** — যেসব সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ আপোসহীনরূপে বিপরীত, তাদের মধ্যে সংগ্রাম। উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীর উদ্ভবকাল থেকে সমাজের গোটা ইতিহাস হল শোষক ও শোষিত শ্রেণীদের মধ্যে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হল রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার কাজ হল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

**সংবিধান** — রাষ্ট্রের বনিয়াদি আইন, যা নির্ধারিত করে দেয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠনের প্রণালী, তাদের ক্রিয়াকলাপের এক্তিয়ার, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য।

**সংস্কারবাদ** — শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক ধারা যা শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজন অস্বীকার

করে, বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে সহযোগিতার পক্ষ নেয়, চেষ্টা করে বুর্জোয়া আইনের আওতাতেই সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে 'সার্বিক সমৃদ্ধির' সমাজে পরিণত করার।

**সভ্যতা** — সমাজের বৈষয়িক ও আত্মিক কৃষ্টি বিকাশের ধাপ, মাত্রা। সমাজতন্ত্রের বিজয়ে শুরু হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার রূপলাভ. যখন সভ্যতার যা আশীর্বাদ তার স্রষ্টা শ্রমজীবী মানুষ সে আশীর্বাদ ভোগের বাস্তব সুযোগ পায়।

**সমবায়** — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে একত্রে উৎপাদনী কাজ চালাবার জন্য কৃষক বা কারুজীবীদের স্বেচ্ছামূলক জোট।

**সমাজতন্ত্র** — পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় আসা সমাজব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়।

**সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের প্রখরীকরণ** — ন্যূনতম খরচায় যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি। তার তিনটি দিক: ১) উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সুকৃতি প্রয়োগ; ২) পরিচালন ব্যবস্থার সমুন্নয়ন; ৩) কর্মীদের নৈপুণ্য বর্ধন।

**সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতি** — উৎপাদনী

শক্তির আরো উন্নয়ন, সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল মান অর্জন, জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য সাধনের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে প্রয়াসের মিলন ও পরিকল্পিত সমন্বয়।

**সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা** — কর্মীদের সৃজনী সক্রিয়তা বৃদ্ধির ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি।

**সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা** — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সর্বজনীন মালিকানা, সমগ্র জনগণের সাধারণ সম্পত্তি: ভূমি, ভূগর্ভ, বন, জলসম্পদ এবং শিল্প, কৃষি, নির্মাণ, পরিবহণে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়, সাংস্কৃতিক মূল্যবস্তু ইত্যাদি।

**সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন** — বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্প, সর্বাগ্রে ভারি শিল্পের পরিকল্পিত গঠনের মাধ্যমে দেশের পশ্চাৎপদতা দূর করে তাকে শিল্পোন্নতে পরিণতকরণের প্রক্রিয়া, যাতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের আধিপত্য নিশ্চিত হয়।

**সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** — সামাজিক বিকাশের এক-একটা ধাপ, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক ও

আইনি উপরিকাঠামো তথা সামাজিক চৈতন্যের রূপ দ্বারা যা চিহ্নিত। প্রতিটি ব্যবস্থার ভিত্তি হল তার বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরন, উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যবস্থা। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি এইরকম: আদিম গোষ্ঠীসমাজ, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সমাজ। একটা ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় উৎক্রমণের চরিত্রটা বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল।

**সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা** — কাজকারবার বিকাশের অর্থনৈতিক ফলাফল যা প্রকাশ পায় ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভে। সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতার মানদণ্ড প্রতিটি উৎপাদনী ধরনের ক্ষেত্রে তারই বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উৎপাদনী সম্পর্কের চরিত্র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের তেমন বিকাশ ফলপ্রদ, যাতে নিশ্চিত হয় মেহনতিদের সর্বাধিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি।

**সামাজিক প্রগতি** — সামাজিক বিকাশে অগ্রগতি, উচ্চতর মানে তার উন্নয়ন।

**সামাজিক বিপ্লব** — সামাজিক ও রাজনৈতিক (রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন, যাতে সূচিত হয় অচল হয়ে পড়া সামাজিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী মেহনতিদের সহযোগে যে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায় তাতে বুর্জোয়া ক্ষমতার উচ্ছেদ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা অর্থাৎ কোনো না কোনো রূপে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ চলতে থাকে, যাতে সামাজিক পীড়ন, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থাকে না, প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

**সাম্রাজ্যবাদ** — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়।

## টীকা ও ব্যাখ্যা

**অতীত শ্রম** — উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রীতে অঙ্গীভূত শ্রম।

**অদক্ষ শ্রম** — যে শ্রমের জন্য বিশেষ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দরকার হয় না; সরল শ্রম।

**অনুৎপাদনশীল শ্রম** — যে শ্রম সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে অপারগ হয়; এমন এক সামাজিক রূপে ব্যয়িত শ্রম, যা সেই নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় সহজাত রূপটি থেকে পৃথক।

**অবসর সময়** — কাজের বাইরের সময়ের অংশ, যেটা শ্রমজীবী জনগণ ব্যবহার করে অবসরবিনোদন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নত করা, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটানো ও সন্তানদের লালনপালন করার জন্য।

**অর্থনৈতিক স্বার্থ** — সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিমানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়গত গতিমুখ যা নির্ধারিত হয় তাদের চাহিদা দিয়ে। সমাজগত, যৌথ ও নিজস্ব স্বার্থ থাকে।

**অস্থির পুঁজি** — পুঁজির যে অংশটি উদ্যোগপতি ব্যয় করে শ্রমশক্তি কেনার জন্য।

**আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা** — পুঁজিবাদে, পুঁজিপতি-দের শ্রমশক্তির চাহিদার উপরে শ্রমজীবী জনসমষ্টির আপেক্ষিক আধিক্য।

**আবশ্যকীয় শ্রম** — পুঁজিবাদে যে শ্রম করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুৎপন্ন করে। সমাজতন্ত্রে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন চলাকালে আবশ্যকীয় শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক সামাজিক উৎপাদের সেই অংশটির মূল্য সৃষ্টি করে, যেটি সে পায় আয়ের রূপে (মজুরি, বোনাস, সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে প্রাপ্তি,অথবা নগদে বা সামগ্রীতে আয়)।

**উৎপাদন সম্পর্ক** — বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষের সচেতন ইচ্ছা নির্বিশেষে তাদের মধ্যে যে-সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার সামগ্রিকতা। উৎপাদন সম্পর্ক হল যে কোনো উৎপাদন-প্রণালীর এক অপরিহার্য দিক। উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রূপ দিয়ে এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়

উৎপাদনের উপায়সমূহ কীভাবে শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসে, তাই দিয়ে।

**উৎপাদনের অটোমেশন** — এমন এক মাত্রায় যন্ত্রীকৃত উৎপাদনের বিকাশ যখন নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের যে-সমস্ত ক্রিয়া আগে শ্রমিকরা সম্পন্ন করত সেগুলি সম্পন্ন করে স্বয়ংক্রিয় সাজসরঞ্জাম।

**উৎপাদনের সামাজিকীকরণ** — অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উদ্যোগে উৎপাদনগত, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য যোগসূত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটিমাত্র প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়া।

**উৎপাদনশীল শ্রম** — উপযোগী শ্রম যা সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ ধারণ করে।

**উৎপাদিকা শক্তি** — উৎপাদনের উপায়সমূহ ও সেগুলিকে যারা চালু করে সেই সব মানুষের সাকল্য। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বস্তুগত অংশ, সর্বোপরি শ্রমের উপকরণ, সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি। উৎপাদনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও শ্রমদক্ষতাসম্পন্ন শ্রমজীবী জনগণ হল প্রধান উৎপাদিকা শক্তি।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য** — মজুরি শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত, দাম-না-দেওয়া শ্রমে যে মূল্য সৃষ্টি করে এবং পুঁজিপতি যেটি আত্মসাৎ করে পারিশ্রমিক না দিয়ে।

**উদ্বৃত্ত শ্রম** — পুঁজিবাদে পুঁজিপতির উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করার জন্য শ্রমিকের ব্যয়িত শ্রম।

**একক শ্রম-সময়** — উৎপাদের একক পিছু একজন একক পণ্য উৎপাদক যে সময় ব্যয় করে।

**একচেটিয়া সংস্থা** — একটি বড় ব্যক্তিমালিকানাধীন বা রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদী পরিমেল, একটি শিল্পে, অঞ্চলে বা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্যশালী অবস্থানগুলির অধিকারী এবং একচেটিয়া অতি মুনাফা পায়।

**কর্ম-দিবস** — দিনের যে সময়টায় শ্রমিক তাকে নিয়োগকারী উদ্যোগে বা প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত থাকে।

**কাজ করার অধিকার** — সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তির জন্য নিশ্চিতপ্রদত্ত কর্মসংস্থান ও কৃত কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক, যা রাষ্ট্র নির্ধারিত ন্যূনতম পারিশ্রমিকের চেয়ে কম হয় না।

**কাজ করার সামর্থ্য** — ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি তার বিশেষ ধরনের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ীগত শর্ত।

**কাজের অবস্থা** — উৎপাদনের যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশনের স্তর, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, কোলাহল, কম্পন, বায়ু দূষণ, শ্রমিকের উপরে রাসায়নিক পদার্থসমূহের ফল-প্রভাব ইত্যাদির দিক দিয়ে শ্রমের বৈশিষ্ট্য।

**কাজের ট্যারিফ-নির্ণয়** — একটি কাজের জটিলতা ও চরিত্র, কাজের অবস্থা, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা-সাপেক্ষে একটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট একটা মজুরির বর্গ নির্ণয় করা।

**কায়িক শ্রম** — যে শ্রমে মুখ্যত প্রয়োজন হয় শ্রমিকের শারীরিক কর্মশক্তির ব্যয়।

**কারখানা** — যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল এক বিরাট পরিসর শিল্পোদ্যোগ।

**কৃষি শ্রম** — যে শ্রমের বৈশিষ্ট্য হল শ্রম-বিভাজনের ও আন্তঃক্ষেত্রগত যোগসূত্রের অ-পর্যাপ্ত বিকাশ, যন্ত্রব্যবস্থার সীমিত প্রয়োগ, প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু ও ঋতুর উপরে প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা এবং কাজের ভারের সমরূপতার অভাব।

**জাতি-অতিগ কর্পোরেশন** — বৃহত্তম যে সব পুঁজিবাদী সংস্থা সর্বাধিক মুনাফা করার জন্য একটি দেশের ভিতরে বা তার বাইরে পুঁজি বিনিয়োগ করে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্দিষ্ট একটি শাখার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করে। জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির কাজকর্মের ফলে পুঁজিবাদে অন্তর্নিহিত সমস্ত বিরোধের জটিলতা বৃদ্ধি পায়, যে সব দেশে সেগুলি কারবার চালায় তাদের কাজকর্ম প্রায়শই সেখানকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, এবং শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণ বাড়ে।

**জীবনযাত্রা প্রণালী** — জনগণের (একটি সম্প্রদায়, শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবিশেষের) মৌল ক্রিয়াকলাপের ধরন। জীবনযাত্রা প্রণালী বেষ্টন করে কাজ, প্রাত্যহিক জীবন, পারিবারিক জীবন, নৈতিকতা, অবসর সময় কাটানোর ধরন ইত্যাদিকে।

**জীবন্ত শ্রম** — বৈষয়িক সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহ উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া।

**দক্ষ শ্রম** — যে শ্রমে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা দরকার হয়; জটিল শ্রম।

**দক্ষতার স্তর** — একজন শ্রমিক যে মাত্রায় ও যে ধরনের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পেয়েছে এটা নির্ধারিত হয় তাই দিয়ে এবং একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান তার আছে কিনা।

**নিজের জন্য শ্রম** — সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রমের অংশ, যেটি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাদের কৃত কাজ অনুযায়ী।

**নির্দিষ্ট (আংশিক) কাজের শ্রমিক** — যে শ্রমিক শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষতা অর্জন করে এবং সারা জীবন একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

**পুঁজিবাদে মজুরি** — মজুরি শ্রমিক পুঁজিপতিদের কাছে যে শ্রমশক্তি বিক্রি করে তার দামের আর্থিক অভিব্যক্তি।

**পেশা বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার** — সমাজের প্রয়োজনকে যথাযথভাবে গণ্য করে নিজেদের সামর্থ্য, ঝোঁক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের একটি পেশা বা কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার।

**বিমূর্ত শ্রম** — পণ্য উৎপাদকদের শ্রমের ব্যয়, যা শ্রমের মূর্ত রূপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত মানবিক শ্রমশক্তির সামগ্রিক ব্যয়ের পরিচায়ক; শ্রম, যা পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে।

**বুর্জোয়া শ্রেণী** — পুঁজিবাদী সমাজে প্রাধান্যশালী শ্রেণী। বুর্জোয়া শ্রেণীই উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মূল উপায়গুলির মালিক এবং মজুরি শ্রম শোষণ করে।

**বৃত্তি বা পেশা** — প্রশিক্ষণ ও শ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত যথেষ্ট জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির একটি কাজের অথবা শ্রমমূলক ক্রিয়ার ধরনের আনুষ্ঠানিক আখ্যা।

**বেকারি** — পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সহজাত একটা ব্যাপার, যেখানে শ্রমজীবী জনগণের একটা অংশ কাজ পেতে পারে না এবং শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনী গঠন করে।

**বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব** — উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশে এক গুণগত রূপান্তর; বৈজ্ঞানিক

ও প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

**বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি** — যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিকশিত ও উন্নত করার জন্য এবং এমন সব বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন প্রবর্তনের প্রক্রিয়া, যেগুলি সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদের গুণগত মান উন্নত করে।

**ব্যক্তিগত শ্রম** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ও পণ্য উৎপাদকদের পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্নতাভিত্তিক শ্রম।

**মজুরি শ্রম** — পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রম। এই ধরনের শ্রমিকরা ব্যবহারশাস্ত্রগতভাবে মুক্ত-স্বাধীন, কিন্তু তাদের হাতে কোনো উৎপাদনের উপায় নেই। মজুরি শ্রমই সৃষ্টি করে মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য।

**মানসিক শ্রম** — যে শ্রমে শ্রমিকের মানসিক কর্মশক্তির ব্যয় মুখ্যত প্রয়োজন হয়।

**মূর্ত শ্রম** — একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করার জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত শ্রম।

**ম্যানুফ্যাকটারি** — বিপুল-পরিসর যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের আগে পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশে একটি

পর্যায়; শ্রম-বিভাজন ও হস্তশিল্প প্রযুক্তিভিত্তিক পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

**শিক্ষা** — প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও কাজের অভ্যাস আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া; কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এক আবশ্যিক শর্ত; সংস্কৃতি আত্তীকরণ ও আয়ত্তকরণের প্রধান উপায়।

**শিল্পশ্রম** — যন্ত্র, যন্ত্রীকৃত ও স্বয়ংকৃত শ্রম ব্যবস্থা ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রম।

**শ্রম** — বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।

**শ্রম নিবিড়তা** — সময়ের একক পিছু শ্রমের ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত শ্রমের নিবিড়তা। উৎপাদনী ক্রিয়াগুলির বৃদ্ধি অথবা তার দ্রুতি হ্রাসের দরুন সময়ের একক পিছু শ্রমশক্তি ব্যয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রম নিবিড়তা পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, অপেক্ষাকৃত কম নিবিড় শ্রমের চেয়ে বেশি নিবিড় শ্রম সময়ের একক পিছু বেশি মূল্য সৃষ্টি করে।

**শ্রম নিয়মানুবর্তিতা** — কাজের যে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা কাজের পরিমাণ ও অন্তর্বস্তু নিয়ন্ত্রণ করে, নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নির্ঘণ্ট ও নির্ধারিত সময় স্থির করে, উৎপাদনে কাজের বিধিব্যবস্থা ও অধীনস্থতার কাঠামো নির্ণয় করে, তা কঠোরভাবে মেনে চলা। শ্রম

নিয়মানুবর্তিতা বলবৎ করা যেতে পারে অথবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রক্ষা করা যেতে পারে।

**শ্রম-প্রক্রিয়া** — মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রকৃতির পদার্থগুলিকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্রিয়া। শ্রম-প্রক্রিয়া গঠিত হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রম, শ্রমের সামগ্রী ও শ্রমের উপকরণ দিয়ে।

**শ্রম-বিভাজন** — শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের গুণগত প্রভেদন; শ্রম-বিভাজনের ফলে বিভিন্ন পেশা ও কাজের মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয়।

**শ্রমশক্তি** — ব্যক্তিমানুষের কাজ করার সামর্থ্য; বৈষয়িক উৎপাদনে ব্যবহৃত ব্যক্তিমানুষের শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সামগ্রিকতা।

**শ্রমশক্তির অভিপ্রয়াণ** — উৎপাদন কর্মের অবস্থিতিতে বা জীবনের অবস্থায় পরিবর্তন-হেতু সক্ষমদেহ জনসমষ্টির একটি দেশের অভ্যন্তরে (আভ্যন্তরিক অভিপ্রয়াণ) অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে (আন্তর্জাতিক অভিপ্রয়াণ) গমনাগমন।

**শ্রম-সহযোগিতা** — শ্রম সংগঠিত করার একটি রূপ, যাতে এক তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক মানুষ একটি শ্রম-প্রক্রিয়ায় অথবা পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

**শ্রমের অন্তর্বস্তু** — ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায় ও

কাঁচামাল, শ্রমিকের সম্পন্ন করা কাজগুলি এবং উৎপন্ন উৎপাদটির ধরনের দিক দিয়ে শ্রমের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ।

**শ্রমের উৎপাদনশীলতা** — লোকের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের কার্যকরতা। শ্রমের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হয় উৎপাদের একটি একক উৎপন্ন করার জন্য ব্যয়িত সময় দিয়ে অথবা সময়ের একক পিছু সৃষ্ট উৎপাদের পরিমাণ দিয়ে।

**শ্রমের উপকরণ** — প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করার জন্য ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহকে নিজের ভোগের উপযুক্ত করার জন্য মানুষ যে-সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে।

**শ্রমের চরিত্র** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপ, সমাজে শ্রমজীবী জনগণের অবস্থান, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, এবং একজন একক শ্রমিকের শ্রম ও সমাজের শ্রমের মধ্যে আন্তঃসংযোগের দিক দিয়ে শ্রমের বৈশিষ্ট্য।

**শ্রমের দক্ষতা** — নিজের উৎপাদনী কর্ম মসৃণভাবে ও পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করার সামর্থ্য।

**শ্রমের দ্বৈতচারিত্র্য** — যে শ্রম পণ্য সৃষ্টি করে তার অন্তর্বস্তুর দ্বৈততা: পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্ট হয় মূর্ত শ্রমের দ্বারা, এবং তার মূল্য সৃষ্ট হয় বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা।

**শ্রমের পরকীকরণ** — উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে, শ্রমের উৎপাদ ও খোদ শ্রমের সঙ্গে পরক একটা কিছু হিশেবে,

যা তার নয় এমন একটা কিছু হিশেবে শ্রমিকের সম্পর্ক। শ্রমের পরকীকরণের মূলে রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা।

**শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন** — সমাজতন্ত্রে এক প্রস্ত সাংগঠনিক-প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও মনস্তাত্ত্বিক-শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলি ও প্রাগ্রসর উৎপাদন পদ্ধতিগুলি, যা বৈষয়িক ও শ্রম সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত বাড়ায়।

**শ্রমের রীতিগত মান নির্ধারণ** — নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে শ্রম ব্যয়ের জন্য রীতিগত মান প্রতিষ্ঠা, অথবা সময়ের একক পিছু এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করে উৎপাদনের রীতিগত মান নির্ধারণ।

**শ্রমের সর্বজনীনতা** — সমাজতান্ত্রিক সমাজে, কাজ করার অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ঐক্য। শ্রমের সর্বজনীনতা প্রকাশ পায় বেকারি দূরীকরণ ও সক্ষমদেহ জনসমষ্টির পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যে।

**শ্রমের সামগ্রী** — শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষ যে জিনিসটির উপর ক্রিয়া করে।

**শ্রমের সামাজিক চরিত্র** — একক লোকেদের শ্রমের যে পরস্পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় তাদের কাজকর্ম

বিনিময়ের মধ্যে অথবা অভিন্ন শ্রমের প্রক্রিয়ায় বা তার সামাজিক বিভাজনে তার ফলগুলি বিনিময়ের মধ্যে।

**শ্রমের সামাজিক সংগঠন** — সামাজিক উৎপাদনে জীবন্ত শ্রম ব্যবহার সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কের এক প্রণালীতন্ত্র। এর শিকড় রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। শ্রমের সামাজিক সংগঠন শ্রমের সামাজিক রূপের অথবা শ্রমের চরিত্রের পরিচায়ক।

**সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম** — পরিকল্পিতভাবে ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ভিত্তিতে সমগ্র সমাজের পরিসরে সংঘটিত শ্রম; তার দ্বারা প্রত্যেক পণ্য উৎপাদকের একক শ্রম সর্বমোট সামাজিক শ্রমে সরাসরি অঙ্গীভূত হয় সামাজিক শ্রমের অঙ্গীয় অংশ হিশেবে।

**সমাজতন্ত্রে মজুরি** — কৃত কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দানের একটি রূপ। সমাজতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতির সার্বজনিক ক্ষেত্রটিতে এই রূপটি ব্যবহৃত হয়। বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ব্যয়িত আবশ্যকীয় শ্রমের বৃহদংশের মূল্য, অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের সামাজিকভাবে উপযোগী শ্রমের মূল্যের বৃহদংশ এর আওতায় পড়ে।

**সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা** — শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে ও উৎপাদন সম্পর্ককে বিকশিত ও উন্নত করা, শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় তাদের জড়িত করার একটি পদ্ধতি। সমাজতান্ত্রিক

প্রতিযোগিতার ভিত্তি হল উৎপাদনে শ্রমিকদের বিপুল পরিসরে সৃষ্টিশীল অংশগ্রহণ ও তাদের উদ্যোগ। উৎপাদনের ফলপ্রসূতা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজে প্রতিযোগিতা এর সঙ্গে জড়িত। এর বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল সাথিসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত নীতি হল প্রচার, ফলাফলের তুলনীয়তা ও প্রাগ্রসর অভিজ্ঞতা প্রচার।

**সমাজের উপকারের জন্য শ্রম** — সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রমের সেই অংশ, যেটি ব্যয়িত হয় উৎপাদন সম্প্রসারিত করা, অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সামাজিক ভোগ তহবিল গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে।

**সর্বাত্মক যন্ত্রীকরণ** — কায়িক শ্রমকে যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা। মানুষের উৎপাদনী ক্রিয়াগুলি তখন পর্যবসিত হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল, প্রোগ্রামযোগ্য যন্ত্রগুলির ক্রিয়া তত্ত্বাবধানে।

**সামাজিক নিরাপত্তা** — রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ব্যবস্থা, যা বয়োবৃদ্ধদের জন্য, শৈশব থেকে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য, অবিবাহিতা মাতা ও তাদের সন্তানদের জন্য বৈষয়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

**সামাজিক বীমা** — অসুস্থতা বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর জন্য অর্থ যোগান দেওয়া হয় বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও

সংগঠনের দেওয়া সামাজিক বীমার চাঁদা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে বরাদ্দের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এর অর্থ যোগান হয় শ্রমিক ও তাদের মালিকদের দেওয়া বীমা চাঁদার মধ্য দিয়ে।

**সামাজিক ভোগ তহবিল** — জাতীয় আয়ের একাংশ, কাজ বাবদ পারিশ্রমিক তহবিলেরও অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সামাজিক ভোগ তহবিল পেন্‌শন ও অন্যান্য উপকার, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতির সংস্থান করে।

**সামাজিক শ্রম** — মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ ও তার অস্তিত্বের সামাজিক রূপের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে প্রকাশিত শ্রমের একটি গুণ।

**সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়** — উৎপাদনের মাঝারি সামাজিক অবস্থায় একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়। তা পণ্যটির মূল্য নির্ধারণ করে।

**সৃষ্টিশীল শ্রম** — যে শ্রম তার সবিশেষ চরিত্রের দরুন, লোককে তাদের সমস্ত মানসিক ও আত্মিক সামর্থ্য সমাহৃত করতে, শ্রম-প্রক্রিয়ায় এই সামর্থ্যগুলি সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে এবং জরুরি, স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

**স্থির পুঁজি** — উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে (ইমারত, কাঠামো, সরঞ্জাম, জ্বালানি, কাঁচামাল ও সহায়ক বস্তু-উপকরণ) অঙ্গীভূত পুঁজির অংশ।

## ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

**অ-জাতীয়করণ** — ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির ও একক পুঁজিপতিদের পরিসম্পদ জাতীয়করণের ফলে অথবা রাষ্ট্রের ব্যয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মাণের ফলে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, ব্যাংক, পরিবহণ ব্যবস্থা, ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ফিরিয়ে দেওয়া।

**অর্থনীতির সামরিকীকরণ** — অর্থনীতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ চালানোর স্বার্থের অধীনস্থ করা।

**অর্থনৈতিক নিয়ম** — মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক, বা উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সারগত ও স্থিতিশীল বিষয়গত পরস্পরসম্পর্ক ও কার্য-কারণ সংযোগ।

**অর্থনৈতিক সংকট** — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে

দ্বন্দ্বের দরুন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনে অল্পবিস্তর পর্যায়ক্রমিক মন্দা।

**অর্থনৈতিক সমানতা** — উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে সমাজের সকল সদস্যের সমান স্থান-মর্যাদা; উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার জয়যুক্ত প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ বিলুপ্তির ফলে তা কায়েম হয়।

**অর্থনৈতিক স্বার্থ** — ব্যক্তিমানুষ, জনগোষ্ঠী ও সামগ্রিকভাবে সমাজের চাহিদাগুলির বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ। একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থ হল তার উশুল-হওয়া চাহিদাগুলির অভিব্যক্তি।

**উৎপাদন** — যে প্রক্রিয়ায় জনগণ তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি করে, এবং যে প্রক্রিয়ায় তারা প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উপরে ক্রিয়া করে সেগুলিকে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণকারী উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

**উৎপাদন প্রণালী** — বৈষয়িক মূল্য লাভের ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ এক প্রণালী, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক — এই দুটি উপাদানের ঐক্য।

**উৎপাদন-সম্পর্ক** — বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ সংক্রান্ত যে সম্পর্ক মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে বিষয়গতভাবে, অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে; উৎপাদনের সামাজিক দিক।

**উৎপাদনের উপায়** — সর্বমোট শ্রমের সাধিত্র (যন্ত্র-

পাতি, সরঞ্জাম, ইমারত ইত্যাদি) ও শ্রম প্রয়োগের বিষয় (কাঁচা ও অন্যান্য মাল, জ্বালানি, ইত্যাদি)।

**উৎপাদনের বিশেষীকরণ** — সামাজিক শ্রম বিভাজনের একটি রূপ, যা অর্থনীতির এক ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিশেষীকৃত শাখায় ও একই ধরনের উৎপাদ উৎপন্নকারী উদ্যোগগুলিতে প্রকাশ পায়।

**উৎপাদনের সামাজিকীকরণ** — জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্ড-বিক্ষিপ্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলিকে মিলিয়ে এক সংলগ্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করা।

**উৎপাদিকা শক্তিসমূহ** — ব্যক্তিক ও কৃৎকৌশলগত উপাদানসমূহের এক ব্যবস্থাতন্ত্র, যা সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিপাকীয় বিনিময় কার্যকর করে।

**উদ্বৃত্ত মূল্য** — মজুরি-শ্রমিকরা নিজেদের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত যে মূল্য সৃষ্টি করে এবং পুঁজিপতিরা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যা উপযোজন করে, এবং উৎপাদন ও উপযোজনই পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রণালীর লক্ষ্য।

**একচেটিয়া সংস্থা** — একটি বড় উদ্যোগ বা অনেকগুলি উদ্যোগের পরিমেল, যা উৎপাদন ও বিপণনের বড় একটা অংশ অধিগ্রহণ করে এবং একচেটিয়া মুনাফা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

**কমিউনিজম** — উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, মানবজাতির সামাজিক প্রগতির সর্বোচ্চ

রূপ, যা ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

**কৃষকসমাজ** — কৃষিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণী, যে উৎপাদনের উপায়ের মালিক ও শ্রমের উৎপাদ উৎপন্ন করে।

**জাতীয়-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** — ভবিষ্যতের এক নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্য বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক কর্তব্যকর্ম উপস্থিত করা, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের মধ্যে অনুকূলতম অনুপাতগুলি প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজকর্ম।

**জাতীয়করণ** — ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধৃত উৎপাদনের উপায়কে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা; কে তা সম্পন্ন করে ও কার স্বার্থে তা সম্পন্ন হয়, তদনুযায়ী সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুতে পার্থক্য থাকে।

**দাস-মালিক উৎপাদনপ্রণালী** — মানবজাতির ইতিহাসে মানুষের উপর মানুষের শোষণ-ভিত্তিক প্রথম উৎপাদনপ্রণালী; তার অবলম্বন ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ও প্রধান মেহনতি-ক্রীতদাসদের উপরেই দাস-মালিকের মালিকানা, ক্রীতদাসদের শোষণ করা হত অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ করে।

**নয়া উপনিবেশবাদ** — সদ্যমুক্ত দেশগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ধরে রাখা ও একচেটিয়া মুনাফা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের উপরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চাপিয়ে দেওয়া অবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থা।

**নিজস্ব সম্পত্তি** — সমাজের সদস্যদের দ্বারা নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্দিষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলি উপযোজন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

**নিজস্ব সহায়ক চাষ-আবাদ** — সমাজতন্ত্রে গৃহ সংলগ্ন জমির টুকরোর উপরে চাষ-আবাদ, তার ভিত্তি হল নিজস্ব শ্রম, তা আয়ের এক বাড়তি উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শ্রমজীবী জনগণের খাদ্যের চাহিদাপূরণে সাহায্য করে।

**পণ্য** — শ্রমের একটি উৎপাদ, যা মানুষের কোনো প্রয়োজন মেটায় এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের জন্য উদ্দিষ্ট।

**পণ্য উৎপাদন** — সামাজিক উৎপাদনের একটি রূপ, যেখানে উৎপাদগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলির উৎপাদকদের নিজস্ব ভোগের জন্য নয়, বরং ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে বাজারে বিনিময়ের জন্য। তা উদ্ভূত হয় সামাজিক শ্রম বিভাজন ও উৎপাদকদের অর্থনৈতিক পৃথগ্‌ভবনের ভিত্তিতে।

**পুঁজি** — পুঁজিপতিদের দ্বারা মজুরি শ্রমিকদের শোষণের ফলে যে মূল্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে; তা প্রকাশ করে বুর্জোয়া সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণীর যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করে সেই পুঁজিপতিরা এবং কাজ করার সামর্থ্য ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, এবং যারা তা পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় সেই মজুরি শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক।

**পুঁজিবাদ** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ও পুঁজি-কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ।

**পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব (উত্তরণকাল)** — এক ঐতিহাসিক কালপর্ব, মেহনতি কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল (প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র) দিয়ে তা শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তা শেষ হয়।

**পুঁজিবাদে মজুরি** — শ্রমশক্তির, অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে মজুরি-শ্রমিক কর্তৃক বিক্রীত কাজ করার ক্ষমতার মূল্যের (এবং তদনুযায়ী, দামের) এক পরিবর্তিত রূপ।

**পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা** — উৎপাদনের উপায়ের উপরে বুর্জোয়া মালিকানার একটি রূপ, যখন এগুলি রাষ্ট্রের করায়ত্তে থাকে।

**পুঁজিবাদে সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা** — একদল শ্রমজীবী মানুষ যখন সম্মিলিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে তাদের উৎপাদনের উপায়, অর্থদান, প্রভৃতির সমস্তটা অথবা একটা অংশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একত্র করে, তখন যে যৌথ সম্পত্তি-মালিকানা উদ্ভূত হয়।

**পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম** — পুঁজিবাদী উৎপাদনের কারণগুলি, চালিকা শক্তি ও লক্ষ্য যা

নির্ধারণ করে সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম; এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি।

**বণ্টন** — উৎপাদন-সম্পর্কের এক অঙ্গীয় অংশ, যেখানে উৎপাদটি উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়; বণ্টনের নীতি নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার ধরন দিয়ে।

**বিনিময়** — জনগণের মধ্যে কাজকর্মের এক পারস্পরিক বিনিময়, যা প্রকাশ পায় হয় সরাসরি উৎপাদনে না হয় শ্রমের ফল, উৎপাদগুলির রূপে।

**বেকারি** — পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ব্যাপার, যেখানে শ্রমজীবী জনগণের একাংশ কাজ পেতে পারে না, পুঁজির সঞ্চয়ন ও শ্রমশক্তির আপেক্ষিক চাহিদায় হ্রাস হেতু তারা পরিণত হয় আপেক্ষিকভাবে উদ্বৃত্ত এক জনসমষ্টিতে।

**ব্যক্তিগত সম্পত্তি** — বৈষয়িক মূল্য উপযোজন সংক্রান্ত সম্পর্ক, ব্যক্তিমানুষের দ্বারা উৎপাদনের উপায় ও তার ফলস্বরূপ উৎপাদগুলির উপযোজন এর সঙ্গে জড়িত।

**ভোগ** — উৎপাদনে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলির ব্যবহার, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়। ভোগ দুই ধরনের: উৎপাদনশীল, যখন যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় ব্যবহৃত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়; এবং নিজস্ব, যখন ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব চাহিদাপূরণের জন্য বহুবিধ বৈষয়িক মূল্য (খাদ্য, বস্ত্র, সাংস্কৃতিক ও গার্হস্থ্য সামগ্রী, ইত্যাদি) ব্যবহার করে।

**মানুষের উপরে মানুষের শোষণ** — যে শ্রেণীটি উৎপাদনের উপায়ের মালিক তার দ্বারা সাক্ষাৎ

উৎপাদকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদের এবং কখনও কখনও আবশ্যকীয় উৎপাদটির একটি অংশও উপযোজন।

**মূল্য** — একটি পণ্যে অঙ্গীভূত ও বিনিময়ে প্রকাশিত সামাজিক শ্রম।

**যৌথ খামার (কলখোজ)** — সোভিয়েত কৃষিতে যৌথভাবে পরিচালিত, সমবায়িক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদক উদ্যোগ, সামাজিক উৎপাদনের উপায় ও যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে সম্মিলিত চাষ-আবাদের উদ্দেশ্যে কৃষকদের এক স্বতঃপ্রণোদিত পরিমেল।

**রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ** — সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের অধুনাতম পর্যায়, যখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে একটিমাত্র ব্যবস্থাপ্রণালীতে পরিণত করা হয় একচেটিয়া পুঁজির আরও বেশি মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করার জন্য, এক আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করার জন্য, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালানোর জন্য।

**শ্রম** — প্রাকৃতিক পদার্থকে মানুষের চাহিদা পূরণকারী এক ভোক্তা মূল্যের রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সচেতন মানবিক ক্রিয়া।

**শ্রম উৎপাদনশীলতা** — মানুষের উৎপাদনশীল ক্রিয়া-কলাপের ফলপ্রসূতা, কার্যকরতা, যার পরিমাপ হয়

কর্ম-সময়ের একটি এককে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যের পরিমাণ দিয়ে, অথবা তার উল্টো, উৎপাদটির একক-পিছু ব্যয়িত কর্ম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে।

**শ্রম বিভাজন** — শ্রমের সাধিত্রগুলির বিকাশ ও প্রভেদনের দরুন বিভিন্ন ধরনের শ্রমমূলক ক্রিয়ার পৃথগ্‌ভবন; শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর অন্যতম প্রধান উপাদান।

**শ্রমশক্তি** — মানুষের কাজের ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত তার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যের সমগ্রতা।

**শ্রমিক শ্রেণী** — পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক মূল্যসমূহের সাক্ষাৎ উৎপাদক, প্রধান উৎপাদিকা শক্তি। পুঁজিবাদে সেটি হল মজুরি-শ্রমিকদের একটি শ্রেণী, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবনধারণ করে; সমাজতন্ত্রে, তা হল রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত মুক্ত শ্রমজীবী জনগণের একটি শ্রেণী।

**শ্রমের সহযোগ** — বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্য উৎপাদনে আলাদা আলাদা শ্রমজীবী মানুষের যুক্ত ও সম্মিলিত ক্রিয়া।

**সমগ্র জনগণের সম্পত্তি-মালিকানা** — সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার প্রধান রূপ, যেখানে সমাজের সকল সদস্য উৎপাদনের উপায় ও ফলের সহমালিক।

**সমাজতন্ত্র** — কমিউনিস্ট উৎপাদন প্রণালীর প্রথম পর্যায়, যার সামাজিক ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের

উপরে সামাজিক মালিকানা। সমাজের সকল সদস্যের চাহিদা সম্ভাব্য পূর্ণতররূপে পূরণ করার স্বার্থে ও ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের স্বার্থে সুষমভাবে তা বিকশিত হয়; সমাজতন্ত্রে বৈষয়িক মূল্যগুলি বণ্টিত হয় এই নীতির ভিত্তিতে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী'।

**সমাজতন্ত্রে মজুরি** — জাতীয় আয়ের যে অংশটি শ্রমজীবী জনগণের নিজস্ব ভোগের পিছনে যায় এবং তাদের নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টিত হয়, সেই অংশে শ্রমিক ও অফিস-কর্মীদের ভাগ (অর্থ-রূপে প্রকাশিত)।

**সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা** — সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে সামাজিক মালিকানার একটি রূপ, যখন মালিকানার বিষয়গুলি পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা সমষ্টির পরিবর্তে সমাজের সকল সদস্যের করায়ত্ত।

**সমাজতন্ত্রে সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানা** — সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ, যা রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি মালিকানার মতো একই ধরনের, কেননা তার ভিত্তি হল উৎপাদনের মূল উপায়সমূহের সামাজিকীকরণ।

**সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম** — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গতির যে নিয়ম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়ত বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল সদস্যের সম্ভাব্য পূর্ণতম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

**সম্পত্তি-মালিকানা** — উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদ উপযোজন ও ব্যবহার সংক্রান্ত মানবিক সম্পর্ক।

**সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী** — জমিতে সামন্ত প্রভুদের (ভূস্বামীদের) মালিকানা এবং সামন্ত প্রভুর মালিকানাধীন জমিতে একক চাষ-আবাদে নিযুক্ত সাক্ষাৎ উৎপাদক, কৃষকদের ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের এক প্রণালী।

**সামাজিক ভোগ তহবিল** — সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিক ভোগ তহবিলের অংশ, এক নির্দিষ্ট পরিধির সর্বজনীন চাহিদাপূরণে (জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি) ব্যক্তিমানুষ, বর্গ ও শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ সমস্তর করার জন্য যা ব্যবহৃত হয়।

**সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানা** — বৈষয়িক মূল্যগুলির মালিকানা যখন ঐকত্রিক, যেমন সমাজতন্ত্রে, তখন উৎপাদনের উপায় বা ভোগের সামগ্রী সংক্রান্ত মানবিক সম্পর্ক।

**সাম্রাজ্যবাদ** — একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বলগ্ন; তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন শীর্ষস্থানীয় দেশগুলিতে একচেটিয়া সংস্থাগুলি প্রাবল্য অর্জন করেছিল।

**সুষম বিকাশ** — সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সংগঠন ও ক্রিয়ার একটি রূপ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিকাশসাধনে নির্দিষ্ট অনুপাত প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।

# টীকা ও ব্যাখ্যা

**অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য**: পণ্যের উচ্চতর সামাজিক মূল্য আর পুঁজিপতির উদ্যোগে উৎপন্ন একই পণ্যের নিম্নতর মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের দরুন একক পুঁজিপতি যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে।

**অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য**: কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের এক অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য; পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের উপরে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর একটি পদ্ধতি।

**অনাপেক্ষিক জমির খাজনা**: জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার একাধিকারের দরুন একজন ভূস্বামী উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি উপযোজন করে।

**অবচয়:** ক্রমাগত শ্রমের উপায়ের ক্ষয়িত হওয়ায় নতুন উৎপন্ন পণ্যগুলিতে শ্রমের উপায়ের মূল্য স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।

**অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়মন:** বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ পূরণ করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা রূপায়িত আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী।

**অর্থনীতির সামরিকীকরণ:** অর্থনীতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ বাধানোর উদ্দেশ্যের অধীনস্থ করা।

**অস্থির পুঁজি:** পুঁজির যে অংশটি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হয় এবং যার পরিমাণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

**আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থা:** পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একটি বড় কোম্পানি বা কোম্পানিগুলির একটি পরিমেল, একচেটিয়া মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে যা আন্তর্জাতিক পরিসরে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উশুলের উপরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

**আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য:** আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস ও সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য; শোষণের মাত্রা ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর একটি উপায়।

**আবশ্যকীয় শ্রম:** আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের মধ্যে শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপাদন বাবদ ব্যয়িত শ্রম।

**আবশ্যকীয় শ্রম-সময়:** কর্ম-দিবসের সেই অংশটি যে সময়ে একজন শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন করে।

**উৎপাদন-ব্যয়:** পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত পুঁজি; উৎপাদনের উপায় কেনার জন্য দেওয়া অর্থ (স্থির পুঁজি) ও শ্রমশক্তির জন্য দেওয়া অর্থ (অস্থির পুঁজি) এর অন্তর্ভুক্ত।

**উৎপাদনের দাম:** মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ, উৎপাদন-ব্যয় ও গড় মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত।

**উদ্বৃত্ত উৎপাদ:** সর্বমোট উৎপাদের সেই অংশটি যেটি সাক্ষাৎ উৎপাদকদের শ্রমের দ্বারা আবশ্যকীয় উৎপাদের অতিরিক্ত সৃষ্টি হয়।

**উদ্বৃত্ত-মূল্য:** একজন ভাড়াটে শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট তার শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য ও পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত মূল্য।

**উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম:** মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের উপরে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ও পুঁজিপতিদের দ্বারা তার উপযোজন সংক্রান্ত পুঁজিবাদের বুনিয়াদি আর্থনীতিক নিয়ম।

**উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণ।

**উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণ,

অথবা অস্থির পুঁজি যে মাত্রায় বাড়ে, হিসাব করা হয় শতাংশে প্রকাশিত অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত হিসেবে; একজন ভাড়াটে শ্রমিকের উপরে শোষণের মাত্রার পরিচায়ক।

**উদ্বৃত্ত শ্রম:** উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে একজন মজুরি শ্রমিক যে শ্রম ব্যয় করে।

**উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়:** কর্ম-দিবসের সেই অংশটি, যে সময়ে একজন শ্রমিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত হওয়ার জন্য।

**উপনিবেশবাদ:** উপনিবেশগুলিতে চালানো যে সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতিগুলির লক্ষ্য হল উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জাতিসমূহের উপরে শোষণ ও পীড়ন চালানো।

**ঋণ-পুঁজি:** ঋণের সুদের রূপে পরিশোধের জন্য একজন পুঁজিপতিকে বা একটি রাষ্ট্রকে ঋণ হিসেবে দেওয়া অর্থ-পুঁজি।

**ঋণের সুদ:** মুনাফার সেই অংশ যেটি একজন বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি দেয় একজন ঋণদাতা পুঁজিপতিকে, শেষোক্তজনের অর্থ তহবিল সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

**একচেটিয়া অতি-মুনাফা:** স্বাভাবিক পুঁজিবাদী মুনাফারও উপরে অতিরিক্ত মুনাফা।

**একচেটিয়া খাজনা:** কৃষি-উৎপাদ যখন মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হয় সেই সময়ে পুঁজিবাদে জমির খাজনার একটি রূপ।

**একচেটিয়া দাম:** একটি পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের দাম থেকে পৃথক বাজার দামের এক বিশিষ্ট রূপ; পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য একচেটিয়া মুনাফা নিশ্চিত করে।

**একচেটিয়া মুনাফা:** অর্থনীতির এক বা একাধিক শাখায় আধিপত্যের ফলে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলি যে মুনাফা ভোগ করে।

**একচেটিয়া সংস্থা:** বড় বড় উদ্যোগ বা অনেকগুলি উদ্যোগের একটি পরিমেল, যা একটি বিশেষ পণ্যের উৎপাদনের বেশ বড় একটা ক্ষেত্র ও তার বিপণনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একচেটিয়া মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই পণ্যটির বাজারে আধিপত্য করে।

**একটি পণ্যের মূল্য:** একটি পণ্যে অঙ্গীভূত সামাজিক শ্রম।

**কর্ম-দিবস:** একটি দিনে সেই কালপর্বটি, যে সময়ে একজন মেহনতি মানুষ একটি উদ্যোগে বা অফিসে কাজ করে।

**গড় মুনাফা:** আগাম দেওয়া পুঁজির উপরে গড় হারে পাওয়া মুনাফা।

**জটিল শ্রম:** যে শ্রমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার; দক্ষ শ্রম।

**জাতি-অতিগ কর্পোরেশন:** বড় ধরনের যে জাতীয় একচেটিয়া সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিসরে তার কাজ-কারবার চালায়। আজ এটিই আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থার সবচেয়ে চালু রূপ।

**ডিভিডেন্ড:** একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি যে মুনাফা করে তা থেকে দেওয়া একজন শেয়ারহোল্ডারের আয়।

**দাম:** অর্থে প্রকাশিত মূল্য।

**ধনকুবেরতন্ত্র:** একচেটিয়া বুর্জোয়াদের বাছাই অংশ যারা সামাজিক সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের বৃহদংশ নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে।

**নয়া-উপনিবেশবাদ:** সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিবাদের কক্ষপথে রাখা ও একচেটিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের উপরে যে অন্যায় আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়।

**পণ্য:** একটি শ্রমোৎপাদ, ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের জন্য উদ্দিষ্ট।

**পণ্য উৎপাদন:** ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন।

**পুঁজি:** পুঁজি হল মূল্য যা ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে দেয়।

**পুঁজি রপ্তানি:** একটি দেশের একচেটিয়া সংস্থাগুলির ও ধনকুবেরতন্ত্রের পুঁজি আরেকটি দেশে রপ্তানি

করা তাদের একচেটিয়া মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং বহির্দেশীয় বাজারের জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য সংগ্রামে তাদের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

**পুঁজিবাদ:** উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ও পুঁজি কর্তৃক ভাড়াটে শ্রম শোষণ-ভিত্তিক সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা।

**পুঁজিবাদী জমির খাজনা:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, কৃষিতে যা ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং একজন ভূস্বামীর দ্বারা উপযোজিত হয়, যে উদ্যোগপতিদের কাছে ইজারায় তার জমি দেয়।

**পুঁজিবাদে পার্থক্যমূলক জমির খাজনা:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, যেটি আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে জমির উপরে একাধিকারের দরুন একজন ভূস্বামী উপযোজন করে।

**পুঁজির সঞ্চয়ন:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

**পৃথিবীর আর্থনীতিক বিভাজন:** বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের ভাগাভাগি সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিব্যবস্থা।

**প্রতিযোগিতা:** উৎপাদন ও বিপণনের অনুকূলতর অবস্থার জন্য এবং আরও বেশি মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত পণ্যোৎপাদকদের মধ্যে বৈরমূলক সংগ্রাম।

**প্রবর্তনমূলক মুনাফা:** একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির

প্রতিষ্ঠাতারা বা প্রবর্তকরা যে মুনাফা ভোগ করে; তাদের বিক্রীত শেয়ার দামের যোগফল আর জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিটিতে তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির আয়তনের মধ্যেকার পার্থক্যটা।

**ফিনান্স পুঁজি:** একচেটিয়া শিল্প পুঁজি যা একচেটিয়া ব্যাংকিং পুঁজির সঙ্গে মিশে গেছে।

**বণ্ড:** যে জামানত অনুসারে তার মালিক স্থায়ী সুদের রূপে একটা আয় পাওয়ার অধিকারী।

**বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থা:** আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ-কারবার চালানো দুই বা ততোধিক দেশের বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন একটি একচেটিয়া সংস্থা।

**বাণিজ্যিক পুঁজি:** পণ্যসামগ্রী বিপণনের জন্য ও তার দ্বারা সেগুলির মধ্যে অঙ্গীভূত উদ্বৃত্ত-মূল্য উশুল করার জন্য সঞ্চলন-ক্ষেত্রে বণিক পুঁজিপতিদের ব্যবহৃত পুঁজি।

**বাণিজ্যিক মুনাফা:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, যেটি একজন শিল্প পুঁজিপতি একজন বণিক পুঁজিপতিকে ছেড়ে দেয় উৎপাদটি বিপণনের উদ্দেশ্যে তার প্রচেষ্টার জন্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

**বিনিয়োগের আয়:** মুনাফার সেই অংশ, ঋণের উপরে সুদ পরিশোধের পর বিনিয়োগকারী পুঁজিপতির হাতে যা থাকে।

**বিনির্গম**: মুদ্রা ও জামানত চালু করা।

**বিমূর্ত শ্রম**: শ্রমশক্তির মূর্ত রূপ নির্বিচারে, খোদ শ্রমশক্তির ব্যয় হিসেবে পণ্য উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম যা পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে।

**ব্যবহার-মূল্য**: একটি পণ্যের কোনো মানবিক চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা।

**ব্যাংক**: একটি আর্থ-ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কাজ হল অর্থ-পুঁজি সঞ্চিত করা ও তা ঋণ হিসেবে দেওয়া।

**ব্যাংকিং পুঁজি**: ব্যাংকগুলিতে কেন্দ্রীভূত পুঁজি, যা গঠিত ব্যাংকের নিজস্ব পুঁজি দিয়ে এবং ব্যাংকে আমানতগুলি দিয়ে, যেগুলি বস্তুতপক্ষে তার ঋণ তহবিল।

**ব্যাংকিং মুনাফা**: একটি ব্যাংক মোট যে অংকের সুদ পায় এবং আমানতকারীদের তা যে অংক দেয়, এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

**মজুরি**: ভাড়াটে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে যে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে তার মূল্যের (এবং তাই দামেরও) একটি পরিবর্তিত রূপ।

**মজুরি শ্রম**: পুঁজিবাদী উৎপাদনে সেই শ্রমিকদের শ্রম, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং তাই নিজেদের শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে ও তাদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে বাধ্য।

**মানুষের উপরে মানুষের শোষণ:** উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের দ্বারা সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত শ্রমজাত উৎপাদগুলির উপযোজন, কখনও কখনও আবশ্যকীয় শ্রমের উৎপাদগুলিও উপযোজন।

**মুদ্রাস্ফীতি:** পুঁজিবাদে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের এক প্রক্রিয়া, যার প্রকাশ ঘটে জিনিসপত্রের দাম নিয়ত বেড়ে চলার মধ্যে এবং যার ফলে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুকূলে।

**মুনাফা:** উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ, মোট পুঁজি ব্যয়ের উপরে মোট আয়ের এক অতিরিক্ত অংশ, পুঁজিপতি যা উপযোজন করে।

**মুনাফায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা:** নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার ক্রয়ের মধ্য দিয়ে আরেকটি কোম্পানি বা অন্য কোম্পানিগুলির উপরে একটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণভার লাভ করা।

**মুনাফার গড় হার:** পুঁজিবাদী উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত সর্বমোট সামাজিক পুঁজির সঙ্গে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, শতাংশে প্রকাশিত।

**মুনাফার হার:** মোট আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, শতাংশে প্রকাশিত।

**মূর্ত শ্রম:** একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট একটা উপযোগী রূপে ব্যয়িত শ্রম।

**মূল্যের নিয়ম**: পণ্য উৎপাদনের একটি আর্থনীতিক নিয়ম, তাতে বলা হয় যে পণ্যসমূহের উৎপাদন ও বিনিময় নির্ধারিত হয় শ্রমের সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় ব্যয় দিয়ে।

**রঁতিয়ে (পরশ্রমজীবী)**: যে পুঁজিপতি শেয়ার আর বণ্ড থেকে পাওয়া আয়ের উপরে বেঁচে থাকে।

**রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ**: একটিমাত্র বন্দোবস্তের মধ্যে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতা আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতার জমাট বাঁধা, যার লক্ষ্য হল একচেটিয়া অতি-মুনাফা আদায় করা, শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম দমন করা, আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি রূপায়িত করা, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালানো।

**শেয়ার**: একটি জামানত, অর্থাৎ একটি সার্টিফিকেট, তাতে দেখানো হয় যে এটির অধিকারী একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি পুঁজিতে তার নিজের অর্থের নির্দিষ্ট একটা অংক যোগ করেছে এবং তাই সে তার কিছুটা মুনাফা পেতে পারবে ডিভিডেণ্ডের রূপে।

**শেয়ার কোটেশন (শেয়ারের বিদ্যমান বিনিময় হার)**: শেয়ার বাজারে ও ব্যাংকে যে দামে শেয়ার কেনা-বেচা হয়।

**শেয়ার পুঁজি**: প্রতিষ্ঠাতাদের পুঁজি একত্র করে এবং

শেয়ার ও বন্ড বিক্রয় মারফৎ বিনিয়োগকারীদের অর্থ-সাশ্রয় আকর্ষণ করে একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি যে পুঁজি সংগ্রহ করে।

**শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ:** একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে শেয়ারের যে সংখ্যা এই কোম্পানিটির উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পক্ষে যথেষ্ট।

**শ্রম-উৎপাদনশীলতা:** মূর্ত শ্রমের ফলপ্রদতা।

**শ্রম-নিবিড়তা:** সময়ের প্রতিটি এককে শ্রম ব্যয়ে প্রকাশিত কষ্টকর শ্রম প্রচেষ্টা।

**শ্রমশক্তি:** মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা; উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সে যে কায়িক ও মানসিক সামর্থ্য প্রয়োগ করে তার সমষ্টি।

**শ্রমশক্তির মূল্য:** শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের মূল্য।

**সরল শ্রম:** যে শ্রমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার হয় না; অদক্ষ শ্রম।

**সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম:** একটি নির্দিষ্ট শিল্পে একটি বিশেষ ধরনের পণ্যসামগ্রীর বৃহদংশ উৎপন্নকারী উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনের প্রমিত সামাজিক অবস্থায় একটি পণ্য প্রস্তুত করতে যে শ্রম ব্যয়িত হয়; পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে।

**সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা:** ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিকে একত্রে ধরে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা যারা শোষিত ও নিপীড়িত।

**স্থির পুঁজি:** পুঁজির যে অংশটি উৎপাদনের উপায় ক্রয় করতে ব্যয় হয়। এর মূল্যের পরিমাণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় না।

## ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

**অবজেকটিভ** — ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা বহির্ভূত, স্বাধীন।

**অবজেকটিভ বাস্তবতা** — প্রকৃতি, সমাজ, মানুষের পারিপার্শ্বিক জগৎ — তেমন সবকিছু যা মানুষের চেতনা নিরপেক্ষে বাস্তবে বিদ্যমান।

**অলিগার্কি, গোষ্ঠীতন্ত্র** — অল্প কয়েকজনের ক্ষমতা, শোষক রাষ্ট্র শাসনের একটি রূপ, যাতে গোটা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের অধীনে রাখে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি স্থির করে দেয়, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব খাটায় অত্যধিকাংশ জনগণের ওপর।

**আমলাতন্ত্র** — জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের উপরিস্থিত, বিশেষ বিশেষ কাজ চালাবার ভারপ্রাপ্ত ও সুবিধাভোগী একটা যন্ত্র দ্বারা প্রশাসন চালাবার ব্যবস্থা এবং লোকেদের তৎসংশ্লিষ্ট স্তর। শ্রেণী উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দাসতান্ত্রিক সমাজেই আমলাতন্ত্র দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তা বিপুল আকার ধারণ করে। আমলাতন্ত্রের ধর্ম হল বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা, নিষ্প্রাণতা, ছলচাতুরী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে দেয় আর সমাজতন্ত্র নির্মাণে গড়ে ওঠে সমস্ত রূপের আমলাতন্ত্রকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার পূর্বশর্ত।

**একচেটিয়া** — ১) কোনো কিছুতে, যেমন একটা বস্তুর উৎপাদনে, নির্দিষ্ট কোনো পণ্যের ব্যবসায়ে, বহির্বাণিজ্যে অবিভাজ্য অধিকার; ২) পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া (কার্টেল, কনসার্ণ, সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট, কর্পোরেশন) — উৎপাদন ও পুঁজির অতি উচ্চ মাত্রার কেন্দ্রীভবনের ভিত্তিতে পুঁজিপতিদের জোট, সংঘ, চুক্তি। বড়ো বড়ো একচেটিয়া এক বা কতকগুলি শাখার উৎপাদন ও বিক্রয়ের বড়ো একটা অংশ, শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থযোজনা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে।

**একনায়কত্ব** — কোনো একটা শ্রেণীর রাজনৈতিক

প্রভুত্ব : আইনের পরোয়া না করে বলপ্রয়োগে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এক ব্যক্তির রাষ্ট্র শাসন।

**কর্পোরেশন** — ব্যক্তিমালিকি গ্রুপ স্বার্থের ভিত্তিতে সংকীর্ণ, রুদ্ধদ্বার সংঘ, জোট।

**কোআলিশন** — সাধারণ রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক রাষ্ট্র, রাজনৈতিক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের ঐক্য, জোট, সম্মতি।

**জাতীয়করণ** — ভূমি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক ইত্যাদির স্বত্ব ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর।

**জাতীয়তাবাদ** — জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের প্রশ্নে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, রাজনীতি, মনোবৃত্তি। জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতিগতভাবেই অন্যান্য 'নিম্ন', 'হীন' জাতির তুলনায় একদল 'উচ্চ', 'নির্বাচিত' জাতির ধারণা। জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের পর্বে একচেটিয়া বুর্জোয়ার জাতীয়তাবাদ একটা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ, জাতীয়-ঔপনিবেশিক পীড়ন ও শোষণের রাজনীতি। অন্যদিকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের

জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নিপীড়িত দেশের জাতীয়তাবাদে ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল সাধারণ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপাদান থাকে। তবে নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদেও প্রতিক্রিয়াশীল শোষক ওপরতলার স্বার্থ ও ভাবাদর্শ প্রকাশের মতো দিকও থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জাতীয়তাবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে না।

**ট্রেড ইউনিয়ন** — উৎপাদনে, সার্বিস ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে নিজেদের কাজকর্মের প্রকৃতিবশে সাধারণ স্বার্থে জড়িত মেহনতিদের গণ সংগঠন। তার কাজ মেহনতিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা।

**ডিভিডেণ্ট** — শেয়ারধারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য কোম্পানির লভ্যাংশ।

**নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকেলিজম** — শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারা যাতে মনে করা হয় সিণ্ডিকেট (ট্রেড ইউনিয়ন) শ্রমিক শ্রেণী সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ এবং তাতে মার্কসবাদী পার্টির নেতৃভূমিকার তারা বিরোধী। এর উদ্ভব উনিশ শতকের শেষ দিকে, ছড়ায় প্রধানত ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে। কমিউনিস্ট ও

শ্রমিক পার্টিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ারে নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকেলিজমের প্রতিপত্তি প্রচণ্ড খোয়া যায়।

**পুনঃপ্রতিষ্ঠা (রাজনৈতিক)** — বিপ্লবে উৎখাত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পূর্বতন রাজবংশের পুনরাগমন।

**প্রতিক্রিয়া (রাজনৈতিক)** — সামাজিক প্রগতি, বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রতিরোধ; পুরনো, অচল হয়ে পড়া আমল রক্ষা ও প্রবল করার জন্য স্থাপিত রাজনৈতিক আমল। চরম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার একটি রূপ হল ফ্যাসিজম। প্রতিক্রিয়াশীল — রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিপ্লবের পক্ষপাতী, তদুদ্দেশ্যে চালিত।

**প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব** — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তি হল মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় স্তরের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জোট। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একটা ঐতিহাসিক নিয়ম, পুঁজিতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে মানুষ কর্তৃক মানুষের সর্ববিধ শোষণ, সমস্ত রূপের সামাজিক ও জাতীয় পীড়নের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য তা আবশ্যক।

**বর্ণবাদ** — মানববিদ্বেষী বিজ্ঞানবিরোধী তত্ত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল পলিসি, তার ভিত্তিতে থাকে এই মিথ্যা মত যে বিভিন্ন race বা অধিজাতি জৈবিক ও মানসিক দিক থেকে অসমান।

**ভাবাদর্শ** — রাজনৈতিক, আইনী, নৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, শিল্পীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার তন্ত্র: তার চরিত্র শ্রেণীগত। বৈরগর্ভ ব্যবস্থায় প্রাধান্য করে শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শ, তার বিপরীতে দাঁড়ায় শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শ। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার ভাবাদর্শীরা তাদের ভাবাদর্শের শ্রেণী চরিত্র লুকিয়ে রাখতে, অন্য ভেক ধরাতে, তাকে শ্রেণী-ঊর্ধ্ব, নির্দলীয় বলে চালাতে চেষ্টা করে। এই বরনের কথার অসিদ্ধি খুলে দেখায় মার্কসবাদ প্রমাণ করে যে শ্রেণী সমাজে 'পার্টিবহির্ভূত' ভাবাদর্শ থাকা অসম্ভব। ভাবাদর্শ সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন, নিজেও আবার তা প্রভাবিত করে সমাজজীবনকে। বিশ্ব বিকাশের বর্তমান পর্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের তীব্রতায় চিহ্নিত।

**ফ্যাসিজম** — সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সবচেয়ে আগ্রাসী মহলের স্বার্থপ্রকাশক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা; একচেটিয়া পুঁজির খোলাখুলি সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। ফ্যাসিজম, ফ্যাসিস্টদের বৈশিষ্ট্য হল চরম শোভিনিজিম, বর্ণবাদ,

কমিউনিজমবিরোধিতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা হরণ, পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ।

**বহুজাতিক কর্পোরেশন** — বর্তমান পুঁজিতন্ত্রে আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার সর্বাধিক প্রচলিত রূপ। শেয়ার পুঁজির মূল ভাগটার দিক থেকে এগুলি একদেশীয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে বহুদেশীয়। এগুলির উদ্ভবের মূলে আছে উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবন।

**মালিকানা** — বৈষয়িক সম্পদ, সর্বাগ্রে উৎপাদনের উপায় দখল করার ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক রূপ। ৫ ধরনের মালিকানার কথা জানা আছে: আদিম-গোষ্ঠীগত (কৌলিক), দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। শোষক, শ্রেণীবৈরমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা।

**মুনাফা (পুঁজিতান্ত্রিক)** — আয়ের যে অংশটা পুঁজিপতি বিনামূল্যে আত্মসাৎ করে। মুনাফা আসে পুঁজি কর্তৃক শ্রমিকদের শ্রম শোষণের ফলে। পুঁজিপতিদের মুনাফা লিপ্সাই হল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র** — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আধুনিক রূপ, তার মূলকথা হল একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান মুনাফা নিশ্চিত করা

এবং শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তি আর একচেটিয়ার শক্তির মিলন।

**শেয়ার** — পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শেয়ার কোম্পানিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত সিকিউরিটি পত্র, কোম্পানির মূলধনে এ পত্রের অধিকারীর অংশের শংসাপত্র, যার বলে কোম্পানির লাভে ভাগ পাওয়া, ডিভিডেন্ড পাবার অধিকার বর্তায়।

**শেয়ার কোম্পানি** — পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের একটা রূপ, যাতে পুঁজি গড়ে ওঠে অনেকের চাঁদায়, যার জন্যে চাঁদাদাতাকে তার প্রদত্ত অর্থ অনুসারে বার্ষিক মুনাফার ভাগ বা ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়।

**শোভিনিজম** — চরম জাতিবাদ, জাতীয় ঐকান্তিকতা, অন্য জাতির চেয়ে একটা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার, অন্য সমস্ত জাতির স্বার্থের বিপরীতে একটা জাতির স্বার্থকে তুলে ধরা, জাতীয় শত্রুতা উশকানো, অন্যান্য জাতি ও অধিজাতির প্রতি বিদ্বেষ।

**শোধনবাদ** — শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সুবিধাবাদী ধারা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষামালার সংশোধনে, পুনর্বিচারে যা চেষ্টিত। বৈরগর্ভ সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে

সমাজতন্ত্র উত্তরণের পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্বের রূপ হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যে আপত্তি করে শোধনবাদীরা।

**শোষণ** — দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক এই শোষক সমাজগুলির যা প্রকৃতিগত — উৎপাদনী উপায়ের মালিক শ্রেণী কর্তৃক অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ। শোষক শ্রেণীগুলি (দাসমালিক, সামন্ত, পুঁজিপতি) কর্তৃক মেহনতি শ্রেণীদের পীড়ন। কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদেই চিরকালের জন্য মানুষ কর্তৃক মানুষের সর্ববিধ শোষণের উচ্ছেদ হয়।

**সংস্কারবাদ** — শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদবিরোধী সুবিধাবাদী ধারা যা বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বে আপত্তি করে। পুঁজিতন্ত্রের পচনশীল বনিয়াদকে না টলিয়ে ছোটোখাটো সংস্কারের নীতিতে সীমিত থাকে সংস্কারবাদীরা।

**সভ্যতা** — সামাজিক বিকাশের নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে অর্জিত বৈষয়িক ও মানসিক সংস্কৃতি বিকাশের মান, যেমন প্রাচীন সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা। অনেক সময় সভ্যতা বলতে কেবল বর্তমান কালে মানবজাতির সংস্কৃতি ও টেকনিকের মান বোঝায়।

**সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি** — উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে উদিত ধারা। প্রথম দিকে তা বৈপ্লবিক, মার্কসবাদী অবস্থান নেয়, সমাজতন্ত্রের প্রচার করে। মোটামুটি উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি ক্রমেই সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে।

SINCE 1996

CALCUTTA

BENGAL

the INDIAN SUBCONTINENT

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

# অ-আ-ক-খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব কী
উত্তরণ পর্ব কী
ট্রেড ইউনিয়ন কী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী
ব্যক্তিত্ব কী
সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ

ISBN 5—01—001404—1